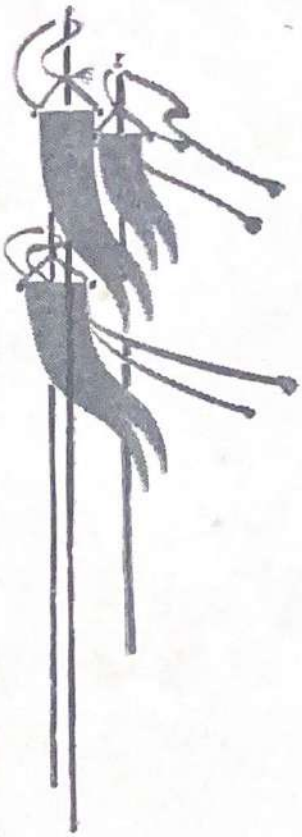

পি কি ং থে কে লি খ ছি

পিকিং থেকে লিখছি

ফয়েজ আহমদ

চয়নিকা প্রকাশনী
৩০-৩২ নর্থ ব্রুক হল রোড
ঢাকা-১

প্রচ্ছদ অংকন ঃ
কাইয়ুম চৌধুরী
অংগ সজ্জা ঃ
চীনা পেপার-কাট

প্রথম প্রকাশ ঃ
মার্চ ১৯৬৭

প্রকাশক ঃ
আলাউদ্দিন আহম্মদ
চয়নিকা প্রকাশনী
৩০-৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
ঢাকা-এক

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ
লিঙ্কম্যান এণ্ড কোং

মুদ্রাকর ঃ
অক্ষরিকা মুদ্রণ,
মোঃ মুহিউদ্দিন শামী
২৮, দীন নাথ সেন, রোড,
ঢাকা-চার

দামঃ- পাঁচ টাকা মাত্র

বন্ধু

মোহাম্মদ সুলতানকে

ভ্রমণ কাহিনী ঠিক নয়, চীনের সাম্প্রতিক ইতিহাসকেও ধারাবাহিক ভাবে হয় তো লিপিবদ্ধ করা হয়নি—'পিকিং থেকে লিখছি' সংবাদ-পত্র বা নিউজ লেটার।

১৯৬৬ সালে লেখক পিকিং-এ দৈনিক 'আজাদে'র বিশেষ সংবাদদাতা রূপে কাজ করেছেন। এ পুস্তকের রচনাগুলো সে সময়ে প্রকাশিত হয়।

সংবাদ-পত্র

এর প্রায় সমস্ত রচনাই ১৯৬৬ সালের ঘটনার ভিত্তিতে এবং চীনের রাজধানী পিকিং থেকে লেখা—চীনের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে উক্ত বছরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

'আজাদ' পত্রিকা পুস্তকটি প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন, আমরা কৃতজ্ঞ।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব

সমগ্র চীনে বর্ত্তমানে সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলছে এবং দুর্জ্জয় গতি এই বিপ্লবের। কোন একটা দেশ বা জাতির সমগ্র শিক্ষা পদ্ধতি সাহিত্য সংস্কৃতি এমন বৈপ্লবিক নীতির ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাধারায় সৃষ্টি করার সামগ্রিক প্রচেষ্টা সম্ভবতঃ ইতিপূর্ব্বে বিশ্বের ইতিহাসে দেখা যায়নি। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব চেয়ারম্যান মাও সে তুং এর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে।

নতুন সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি তৈরির মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত 'নয়া নাগরিক' সৃষ্টিই এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূখ্য উদ্দেশ্য—একথাই প্রচার করা হচ্ছে। নতুন মানুষ

সৃষ্টির প্রয়াস শুরু হয়েছে আজ থেকে ষোল বছর পূর্ব্বে, এদেশ মুক্তি লাভের পরই। কিন্তু মুক্তির প্রথম দিকে এদেশের জনসাধারণ ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু ও অশিক্ষিত এবং চিন্তার অপরিপক্কতা থেকে তখনো তারা মুক্ত হতে পারেননি।

দ্রুতগতিতে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার এবং প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে সুস্থ রাজনৈতিক চেতনা প্রসারের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতিমধ্যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে নাটক, অপেরা, ব্যালে, উপন্যাস, কবিতা, গল্প ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। কৃষক, শ্রমিক, সৈনিক তথা সমগ্র সাধারণ নাগরিক শিল্প-সাহিত্যের প্রধান উপাদান রূপে গৃহীত হয়। বর্ত্তমানে এই সাংস্কৃতি বিপ্লবের ব্যাপকতা অসাধারণ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক কথায় একে "বিপ্লবের বিপ্লব" বললে অতিরিক্ত বলা হবে না। মুক্তি লাভের ষোল বছর পরে শিক্ষিত ও রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ নাগরিকদের সাংস্কৃতিক বিপ্লব স্বাভাবিক ভাবেই সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু হাজার হাজার বছরের প্রাচীন চিন্তাধারায় পুষ্ট মানুষের মন, রুচি ও চিন্তার পরিবর্ত্তন সাধনের এই বিপ্লব দীর্ঘ স্থায়ী।

চীনে এখনো প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটেনি। গণতান্ত্রিক অধিকারের সুযোগ নিয়ে মুষ্টিমেয় "প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি" দীর্ঘ দিন যাবৎ এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরোক্ষ বিরোধিতা করে আসছিলেন। গত বৎসরের (১৯৬৫) নবেম্বর মাস থেকে তাদের সমালোচনা শুরু হয় এবং তখন থেকেই প্রকৃত পক্ষে সমগ্র দেশ সাংস্কৃতিক বিপ্লবে জড়িত হয়ে পড়ে—বিপ্লবের প্রকৃত যাত্রা তখনই।

স্বাভাবিক ভাবেই পৃথিবীর কোন কোন দেশ এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমালোচনা করে। বলা হয়েছে, নিরর্থক প্রচেষ্টা। শুধু তাই নয় এই বিপ্লবের মুষ্টিমেয় প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধী ব্যক্তিকে হিরো হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টাও কম হয়নি। কারণ শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির রাজ্যে "একচেটিয়া জ্ঞানের অধিকারী" তথাকথিত বিশেষজ্ঞ প্রতিক্রিয়াশীলদের পৃষ্ঠপোষকতা করে প্রতিক্রিয়ার শেষ ঘাঁটি টিকিয়ে রাখার এটাই শ্রেষ্ঠ উপায়! সে জন্যে জনৈক সমালোচক এই বিপ্লবকে বলেছেন, "বিপ্লবী প্রতিবিপ্লবীর সংগ্রাম"।

প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, প্রত্যেকটি সংস্থায়, প্রত্যেকটি কলকারখানায়, প্রত্যেকটি অফিস আদালতে এই বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়—বিপ্লবের সার্থকতা সম্পর্কে। এর বিরোধী শক্তির অস্তিত্বের সন্ধান চলে। প্রত্যেকেরই সমালোচনা করার অধিকার রয়েছে—তাই ৭০ কোটি মানুষই যেন সমালোচক হয়ে উঠেছে।

কতিপয় বিরোধী ব্যক্তির প্রতিক্রিয়াশীল কার্য্যকলাপ প্রকাশ পাওয়ার পর গত মে ও জুন এ দু'মাস প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ছাত্র-শ্রমিক একাধারে বিক্ষোভ ও আনন্দ প্রকাশ করেছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে ছিল তাদের বিক্ষোভ আর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের সংবাদে তারা ঢাক-ঢোল করতাল বাজিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছে।

আমরা বিদেশীরা, যারা পিকিং-এ থাকি—তাদের কাছে এ ধরনের বিপ্লব পদ্ধতি ও আপামর আত্মসমালোচনা এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বিদেশী হিসেবে আমাদের কিছু করণীয় নেই, শ্রোতা

ও দর্শক মাত্র। তবুও বিদেশীরা তাদের আশেপাশের ঘটনা থেকে কতো দূরে আর থাকতে পারেন?

সেদিন আমাদের হোটেলের ফ্লোর কর্ম্মচারীদের সবাই একটু দেরীতে কক্ষ পরিষ্কার করতে এসেছিল। তাদের একজন বলল, দুঃখিত, মিটিং ছিল বলে দেরী হয়ে গেল। এতো ভোরে কিসের সভা ছিল? বললাম। একজন ফ্লাস্কের পানি বদলাতে বদলাতে উত্তর দিল, সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলছে, তারই সভা। প্রায় প্রত্যেক দিনই তো আমরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করি। এরা সবাই হোটেলের অল্পশিক্ষিত সাধারণ কর্ম্মচারী।

নিউজিল্যাণ্ডের জনৈক বিখ্যাত লেখক, তিনি গ্রামাঞ্চলে ঘুর-ছিলেন। হঠাৎ খেলার মাঠ থেকে একদল ছোট ছেলে মেয়ে এসে তাঁকে ঘিরে ধরল। বুড়োর সামনে একটা ছবির বই তুলে ধরে বলল, দাদু বলো তো, এটা কি ঠিক? ছবিতে এক জমিদারের দরবারে জনৈক প্রতাপশালী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী একদল যুবককে বলছে—আমার মতো, আমাকে অনুকরণ করো।

বুড়ো শিশুদের বললেন: "না, এটা ভুল।" তারা এ উত্তর পেয়ে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে চলে গেল—আমরা জানতাম, জানতাম। কারা এই প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির পরিচালক, আর কাদের বিরুদ্ধে এই বিপ্লব পরিচালিত হচ্ছে? এ কথার জবাব এখন সবার কাছে স্পষ্ট হলেও গত কয়েক মাসের ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা এখানে অতিরিক্ত হবে না।

গত বছরের (১৯৫৫) নভেম্বর মাস থেকে চলতি বছরের এপ্রিল পর্য্যন্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রথম

পর্য্যায়। এ ছ'মাস পিকিং-এর সহকারী মেয়র অধ্যাপক উ হানের সমালোচনা করা হয়েছে। উ হান কে? মুক্তির পূর্ব্বে চিয়াং কাইসেক ও তার সমকক্ষ হু-সু-র সমর্থক ছিলেন উ হান। কিন্তু চীন মুক্তিলাভের অল্পপূর্ব্বে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সমর্থন জানাতে থাকেন। তিনি কোন দিন কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হননি। পরবর্ত্তী কালে তিনি পিকিং-এর সহকারী মেয়র হন। ১৯৫৯ সাল থেকে তিনি পুনরায় বিভিন্ন পুস্তক, নাটক ও প্রবন্ধের মাধ্যমে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা পদ্ধতি ও সমাজ ব্যবস্থার বিরোধিতা করতে থাকেন। তিনি উক্ত বছর 'খায়রোয়ে পদচ্যুত' নামক একটি নাটক লেখেন। ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে সমালোচক ইয়াও ওয়েন ইউয়েন সাংহাই-এর পত্রিকা 'ও য়ন হোয়ে'-তে প্রথম উক্ত নাটকের তীব্র সমালোচনা করে প্রমাণ করেন যে, উ হান রাষ্ট্রনীতির বিরোধিতা করেছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এই সমালোচনার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু পিকিং-এর কাগজগুলো পিকিং কমিটির অধীনে থাকায় উ হানের সমালোচনা প্রথম দিকে তাতে প্রকাশ পায়নি। উ হানের সমর্থক দক্ষিণপন্থী তান তো প্রমূখ তখন এসমস্ত কাগজ নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তীব্র সমালোচনার মুখে উ হানের স্বরূপ প্রকাশ পায়।

মে মাস আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্য্যায়। এই পর্য্যায়ে "তিন পরিবারের পল্লী"র সমালোচনা ও উচ্ছেদ করা হয়। উ হান, তান তো ও লিয়াও মুসা—এই তিনজন মিলে তিন পরিবারের পল্লী। উ হানের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। তান তো এক সময়

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা "পিপলস্ ডেলীর" সম্পাদক ছিলেন। পরে তিনি পিকিং পার্টির সেক্রেটারীয়েটের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। তিনি কথার মারপ্যাচ দিয়ে প্রবন্ধ লিখতে সিদ্ধহস্ত। ১৯৫৭ সালে দক্ষিণপন্থী বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল। লিয়াও মুসা পিকিং যুক্তফ্রন্ট বিভাগের ডাইরেক্টর। প্রকৃতপক্ষে এই তিনজনই পিকিং-এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা 'পিকিং ডেলী' 'পিকিং বৈকালিক' ও সাময়িকী 'ফ্রন্ট লাইন" পরিচালনা করতেন এবং তারা বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে লিখেছেন। ৮ই মে থেকে অন্যান্য পত্রিকায় তিন পরিবারের পল্লী ও উক্ত তিনটি পত্রিকার তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। পিকিং ও সাংহাইএর সমালোচকগণ এই চক্রের অতীত কার্য্যকলাপ তুলে ধরেন।

তৃতীয় পর্য্যায় শুরু হয়েছে ১লা জুন থেকে। "পিপলস ডেলী"তে "প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বুর্জ্জুয়া শাসন প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টার" বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান হয়। ইতিপূর্বে ২৫শে মে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতজন ছাত্র প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট (ভাইস চ্যান্সেলর) লু-ফিং-এর বিরুদ্ধে একটি পোষ্টার প্রকাশ করেছিল। নি উইয়ান চ্যি প্রমূখ ছাত্রের উক্ত পোষ্টারে লু-ফিং-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগে বলা হয় যে, তিনি গরীব কৃষক ও শ্রমিক সাধারণের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখেছেন। ১লা জুন "পিপলস ডেলী"তে উক্ত পোষ্টার প্রকাশ পায় এবং লু-ফিং এর সমালোচনা করা হয়। ১৩ই জুন পিকিং কমিটি

পূণর্গঠণ এবং নতুন কমিটি কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে উক্ত তিনটি পত্রিকার কর্তৃত্বও নয়া পিকিং কমিটির হাতে আসে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদচ্যুত হন। ১৩ই জুন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় পার্টি কমিটি ও মন্ত্রিসভা উচ্চপর্য্যায়ে ছাত্র ভর্ত্তির পদ্ধতি ও শিক্ষা নীতির আমূল পরিবর্ত্তনসাধন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে অংশগ্রহণের সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে উচ্চ পর্য্যায়ে ছাত্র ভর্ত্তি ছ'মাসের জন্যে স্থগিত রাখেন। তাছাড়া, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহও নয়া সিলেবাস প্রস্তুত করার জন্যে বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

এভাবে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি, শিক্ষা ও উচ্চস্তরে ভর্ত্তি নীতির পরিবর্ত্তন ও সংস্কার এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উচ্ছেদ সাধন করে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গতি অব্যাহত রয়েছে।

বিরোধীরা বলেন, ঐতিহ্য বিনষ্ট করা হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠা না করে ধ্বংস চলছে।

উত্তরে বলা হয়েছে, ধ্বংসই সৃষ্টির উৎসাহ। ধ্বংস অর্থ বিপ্লব, সংগ্রাম অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা। জনৈক সমালোচকের অভিযোগ, "প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তি এতোদিন ভেড়ার মাথা টাঙ্গিয়ে কুকুরের মাংস বিক্রয় করেছে"।

লালপ্রহরী

পিকিং শহর আর এক নতুন পিকিং-এ পরিণত হচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা ও পুরাতনের অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে সমগ্র পিকিং শহরে শুদ্ধি অভিযান চলছে। শুধু চীনের রাজধানীতেই নয়, দেশের অন্যান্য প্রধান শহরগুলোতেও এই অভিযান শুরু হয়েছে বলে খবর এসেছে। বর্ত্তমান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অঘোষিত কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত এই শুদ্ধি অভিযান। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে প্রতিক্রিযাশীল চিন্তাধারা ও প্রভাবের উচ্ছেদ সাধনই এই শুদ্ধি অভিযানের উদ্দেশ্য বলে বলা হচ্ছে। তাছাড়া পুরাতন সংস্কৃতি, দেশাচার

পল বলেছিলেন যে, লাল প্রহরীগণ "মৃত্যুর বাহক, তারা জীবনের প্রতীক নয়।"

ভাষ্যকার বলেছেন, "হাঁ, সত্যিই, বিপ্লবী তরুণ যোদ্ধাগণ যে বিপ্লবী কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করেছেন, তা' দেশে ও বিদেশে শ্রেণী শত্রুদের চূড়ান্ত ধ্বংসের প্রতীক।" প্রবন্ধে আরো বলা হয়েছে: লাল প্রহরীদের বিপ্লবী পদক্ষেপ সমগ্র বিশ্বকে প্রকম্পিত করেছে। লাল প্রহরীদের কর্ম্মপন্থাকে বিপ্লবীশ্রেণী অত্যন্ত কল্যাণকর বলে মনে করে, অপর পক্ষে প্রতিবিপ্লবী শ্রেণী স্বাভাবিকভাবেই একে অকল্যাণের মধ্যে গণ্য করেছে।

"মানবিক অমর্য্যাদা" বলে বাইরের বিশ্বে অভিযোগ উঠেছে। তারা বলেছে, "লাল প্রহরীদের অনেক কাজ মানবিক অমর্য্যাদার সামিল।" কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে মানবিক মর্য্যাদার ব্যাখ্যা অন্যরূপ। এর উত্তরে উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছে: লাল প্রহরীগণ নির্দ্দয়ভাবে বুর্জ্জুয়াদের মরচে ধরা প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং তারা বুর্জ্জুয়া দক্ষিণপন্থীদের ঘৃণ্য আদল সবার সম্মুখে তুলে ধরেছেন—এরা জনসাধরণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়ে ইঁদুরের মতো রাস্তার উপরে এসে পড়েছে। সেজন্যে তারা চিৎকার করে—এরাই মানবিক অমর্য্যাদার জন্য দায়ী। সত্যি কথা বলতে কি, তাদের এই মর্য্যাদাই শুধু আমাদের নষ্ট করা উচিত নয়, এমন আঘাত করা উচিত যাতে করে তারা আর উঠে আসতে না পারে।

লাল প্রহরীদের প্রশংসা করে বলা হয়েছে: 'এরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ধনতন্ত্রের পথগামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে

সাহসিকতার সাথে সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। এরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দুর্বার সৈনিক, এদের বৈপ্লবিক কর্ম্মধারা দেশের জন-সাধারণের মধ্যে বৈপ্লবিক তৎরপতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছে। এই বিপ্লবী জনসাধারণ আজকে কতিপয় ধনতন্ত্রের পথগামী ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করেছে। লাল প্রহরীগণ পূর্ব দিগন্তে এক আশ্চর্য্য চেতনা! এই বিপ্লবী তরুণ দল ভবিষ্যতের আদর্শ এবং সর্বহারাদের আশা আকাঙ্খা। লাল প্রহরীদের সমস্ত কার্যক্রমের তুলনা নেই, এরা অমর।'

"শত্রুরা লাল প্রহরীদের গোঁড়া বলেছে, শত্রুরা যা ঘৃণা করে আমরা তা ভালোবাসি। সামাজিক ঐতিহ্য ধ্বংস করছে? ঠিকই বলেছেন। লাল প্রহরীগণ অবশ্যই জমিদার ও বুর্জ্জুয়াদের ঐতিহ্য ধ্বংস করতে চাচ্ছে। বিপ্লবী তরুণ সৈনিকগণ সামন্ততন্ত্রের অবশিষ্ট বীজাণু ধ্বংস করতে চায়, তারা চায় ধনতন্ত্র ও প্রতিক্রিয়ার উচ্ছেদ করতে।" —"রেড ফ্ল্যাগ" বলেন।

বিভিন্ন শ্রেণী লাল প্রহরীদের সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর মতামত পোষণ করেন বলে পত্রিকাটিতে বলা হয়েছে।

তরুণদের শহর পিকিং

রাজধানী পিকিং গত তিন মাস যেন কেবল মাত্র তরুণদেরই অধিকারে ছিল। আর আগষ্ট মাসের শেষের দিকে চীনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কয়েক লক্ষ তরুণ-তরুণী এই শহরে এসে সাংস্কৃতিক বিপ্লবে যোগদান করেন। কিন্তু তারা ১৫ই সেপ্টেম্বরের র‍্যালীর

পর থেকে ক্রমে ক্রমে শহর ছাড়তে শুরু করেছেন। আপাতঃ-দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে লাল প্রহরীদের অভিযান অন্ততঃ রাজধানীতে কিছু দিনের জন্যে স্তিমিত হয়ে আসছে।

বাঁ' বাহুতে লাল ব্যাণ্ড, বক্ষে চেয়ারম্যান মাও-এর চিত্রখচিত ব্যাজ আর হাতে একটি লাল মলাটে মোড়া মাও-উদ্ধৃতি পুস্তক। এরা সাধারণতঃ নীল বর্ণের ইউনিফর্ম পরে। এদের কণ্ঠে দেশাত্মমূলক ও বিপ্লবের গান, দলের সম্মুখে বিপ্লবের প্রতীক লাল পতাকা। যারা বাইরে থেকে এসেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের পিঠে ক্ষুদে বিছানা ও ব্যক্তিগত সামান্য জিনিসপত্রের একটা ব্যাগ। স্থানীয় বিভিন্ন স্কুল, ইন্সটিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভোরে নাস্তা করে তারা শহরের বিভিন্ন এলাকার দিকে রওয়ানা হন, আর ফিরে আসেন রাত্রে। বহু সংখ্যক অতিরিক্ত হোটেল ও হোষ্টেল খোলা হয়েছে, সেখানে তাঁরা দুপুরের খাদ্যের জন্য ভিড় করেন।

পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে লাল প্রহরীদের আন্দোলনের প্রাণ-কেন্দ্র। এর পরই নাম করতে হয় সিনহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের। প্রত্যেক লাল প্রহরী দলের, বাইরে থেকে আগত বা স্থানীয়, প্রত্যহই একবার আন্দোলনের পিঠস্থানে আগমন যেন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। রাতের বেলা এরা নিজ নিজ আবাসস্থলে আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বিনিময়, দোষ ত্রুটি ব্যাখ্যা ও চেয়ারম্যান মাও-এর নির্ব্বাচিত রচনার উপর আলোচনা করেন। অনেক ক্ষেত্রেই রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত এরা আলোচনায় অংশ নেন। চেয়ারম্যান মাও-এর যে সমস্ত রচনা তারা এখন আলোচনা করেন তার মধ্যে ১৯২৭

সালের হুনানে কৃষক আন্দোলন সম্পর্কিত রিপোর্ট ও নয়া গণতন্ত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব সর্ব্বস্তরে এমন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে, গত জুন মাসেই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। বিদেশী শিক্ষকগণ বর্ত্তমানে কর্ম্মহীন; কিন্তু এমাসে তাঁরা কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত মাও-রচনা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ শুরু করছেন। যেসমস্ত বিদেশী ছাত্র এখানে প্রধানতঃ চীনা ভাষা শিক্ষা করতে এসেছিলেন, তাঁদের একবছরের জন্যে দেশে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। কারণ বিদেশী ছাত্রদের চীনা শিক্ষকগণও এই আন্দোলনে যোগদান করেছেন। আগামী ৫ই অক্টোবর থেকে তাঁরা স্ব স্ব দেশে ফিরে যেতে শুরু করবেন। এদের সংখ্যা তিন শতাধিক হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

গত সপ্তাহে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে লাল প্রহরীদলের প্রতিনিধিদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভার পরই প্রকৃতপক্ষে তাঁরা নিজ নিজ এলাকা ও গ্রামাঞ্চলে চলে যেতে শুরু করেছেন। বহুসংখ্যক লাল প্রহরী খেতখামারে শরৎকালীন ফসল কাটতে যাচ্ছেন—তাঁদের সংখ্যা কতো লক্ষ হবে বলা কঠিন।

পিকিং-এ গত এক মাস বাসেরও সংখ্যা দ্বিগুণ ছিল এবং ট্রাকের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল। পিকিং-এর স্থায়ী বাসিন্দাগণ কোনদিন এতো গাড়ী রাজপথে দেখেননি। হঠাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ যানবাহনের অভাব পূরণের জন্যে সাংহাই সিয়ান, তেনজিন প্রভৃতি শহর থেকে বাস ও লরী এনেছেন।

এসমস্ত গাড়ীতে প্রধানতঃ লাল প্রহরীদেরই বহন করা হয়ে থাকে। এ শহরে গাড়ীর সংখ্যা যথেষ্ট নয় বলে, কোন সময় 'ট্রাফিক জাম' দেখিনি। বর্ত্তমানে শহরের অধিবাসীরা ট্রাফিক জামের সাথে পরিচিত।

লাল প্রহরীগণ গত মাসে যে সমস্ত রাস্তা ও ইমারতের নাম পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা কর্ত্তৃপক্ষ কার্য্যকরী করেছেন বলে মনে হয় না। সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ যথাসময়ে কার্য্যকরী কমিটিতে আলোচনার পর প্রয়োজনবোধে পরিবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত নেবেন বলে অনেকের ধারণা। তবে লাল প্রহরীদের পরামর্শ অনেক ক্ষেত্রেই গৃহীত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ওয়াং ফু চিং ও সিতান বিপণি এলাকায় অধিকাংশ দোকান বর্ত্তমানে খুলেছে। কিন্তু কিউরিওর দোকান না খুললেও কোন কোন দোকানে এখন মূল্যবান দ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে। ঘড়ির দোকানে বিদেশী ঘড়ি 'ওমেগা' ও 'সাইমা' ক্রয় করা যায়। যান্ত্রিক খেলনা বাজার থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল, এখন দোকানে পুনরায় ফিরে এসেছে। তবে ফুলের ও 'গোল্ডফিশের' দোকান এখনো খোলা হয়নি। উক্ত দু'টি এলাকায় অর্দ্ধ ডজন পুরাতন পুস্তকের দোকান ছিল। সে সমস্ত দোকান নতুন পুস্তক বিক্রয়ের দোকানে পরিণত হচ্ছে, এই সমস্ত দোকানে ইংরেজী, ফরাসী, স্পেনিস, রাশিয়ান, জাপানী ইত্যাদি ভাষায় রচিত মূল্যবান পুরাতন পুস্তক পাওয়া যেত। কখন পুরাতন পুস্তকের দোকান খোলা হবে বলা যায় না।

বিশ্বের সবচাইতে বড়ো স্কোয়ার তিয়ান আন মেন ময়দানে প্রত্যহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দশ সহস্রাধিক যুবক-যুবতী ভিড় করে থাকে। চেয়ারম্যান মাও-এর ছবি, তাঁর হস্তলিপির প্রতিলিপি, লাল পতাকা বা পোষ্টারের জন্যে লাল প্রহরীদের সেখানে লম্বা কিউ দিতে দেখা যায়।

* নবেম্বরের মাঝামাঝি পুষ্প, গোল্ডফিস্ ও পুরাতন পুস্তকের দোকানগুলো পুনরায় খোলা হয়েছে। তবে পুরাতন পুস্তকের দোকানের অধিকাংশ শেল্ফ বর্ত্তমানে খালি।

পূর্ব্ব দিগন্তে সূর্য্যোদয়

রাত দশটা থেকে তারা তিয়ার আন মেন ময়দানে জমায়েত হতে আরম্ভ করে। সূর্য্য ওঠার পূর্ব্বেই পনের লক্ষ নাগরিক উক্ত স্কোয়ার ও তার দু'পাশের বুলেভারে এসে উপস্থিত হয়। ভোর পাঁচটায় দেড় মিলিয়ন নাগরিক সমবেত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে 'পূর্ব্ব দিগন্তে রক্তিম সূর্য্যোদয়'—তারা শ্লোগান দেয় মাও চু সি ওয়াং সোয়ে—চেয়ারম্যান মাও জিন্দাবাদ। এভাবে শুরু চীনের জাতীয় দিবস ১লা অক্টোবর।

রাজধানী পিকিং শহর ১৭তম মুক্তি দিবসে বিপ্লবের প্রতীক রক্তপতাকায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সমগ্র শহর বিপ্লবী সঙ্গীত ও শ্লোগানে মুখরিত। জাতীয় বা অন্য কোন দিবস উপলক্ষ্যেই এতো বড়ো সমাবেশ আর হয়নি। পনের লক্ষ মানুষের বিপুল সমাবেশ ও শোভাযাত্রায় এমন শৃঙ্খলা বিদেশীদের আশ্চর্য্য করেছে—প্রত্যেকটি

মানুষ যেন শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈনিক।

সকাল দশটায় চেয়ারম্যান মাও পার্টি ও সরকারের নেতৃবৃন্দ সহকারে তিয়ান আন মেন মঞ্চে উপস্থিত হন। মঞ্চে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠান থেকে আগত প্রতিনিধিদলের নেতৃবর্গ ইতিপূর্ব্বে উপস্থিত হয়েছিলেন। দেশরক্ষা মন্ত্রী লিন পিয়াও পার্টি ও সরকারের পক্ষ থেকে র‍্যালীতে বক্তৃতা করেন। চেয়ারম্যান লিউ শাও চী, প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ও চেয়ারম্যান চু-তে মঞ্চের উপর চেয়ারম্যান মাও-এর সাথে থাকলেও বক্তৃতা করেননি। রেডিওতে চেয়ারম্যান লিউ শাও চীর নাম এবার লিন ও চৌ-এর পরই প্রচার করা হয়েছে। গত কিছুদিন তাঁর নাম সপ্তম নম্বরে দেখা গিয়েছিল।

পাকিস্তান মৈত্রী প্রতিনিধি দলের নেতা ও পূর্ব্ব পাকিস্তানের গবর্ণর জনাব আবদুল মোনেম খান মঞ্চের ওপর প্রথম সারিতে ও চেয়ারম্যান মাও-এর অতি নিকটে ছিলেন। চেয়ারম্যান মাও এর বাঁ'পাশে চু-তের পরই তাঁকে প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রার অভিবাদন গ্রহণ করতে দেখা যায়। অসমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তানের বন্ধুত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব অরোপ করা হয় বলে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতা গবর্ণর খানের প্রতিও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ভোজসভা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অষ্ট্রেলিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির সভাপতি ই, এফ, হিল (মার্কসিষ্ট-লেনিনিষ্ট) ও সোমালী জাতীয় পরিষদের সভাপতি শেখ মুখতার হোসেনের পরই গবর্ণর খানের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। লিন পিয়াও ও অন্যান্য বক্তার বক্তৃতার পর এগারটার সময়

তিয়ান আন মেন মঞ্চের সম্মুখ দিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। দেড় মিলিয়ন নাগরিকের এই সুবিশাল শোভাযাত্রায় সামরিক বাহিনী, মিলিসিয়া, লাল প্রহরী, কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রকাশ, শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত লাল প্রহরীদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক মিলিয়ন। জানা যায়, কর্তৃপক্ষ প্রথমে দু' থেকে আড়াই মিলিয়নের শোভাযাত্রার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু স্কোয়ার অতিক্রম করতে শোভাযাত্রাটির দীর্ঘ সময় লাগবে বলে শোভাযাত্রার জনসংখ্যা কমিয়ে দেয়া হয়। শোভাযাত্রার অংশগ্রহণকারিগণ সর্ব্বক্ষণ 'মাও চু সি ওয়াং সোয়ে' শ্লোগানের তালে তালে মার্চ্চ করে তিয়ান আন মেন স্কোয়ার অতিক্রম করেন। অপরাহ্ণ চারটার সময় শোভাযাত্রাটির শেষাংশ স্কোয়ারের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়।

চেয়ারম্যান মাও মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে সকাল দশটা থেকে অপরাহ্ণ বারটা পর্য্যন্ত দু' ঘণ্টাকাল জনসমাবেশ ও শোভাযাত্রার অভিবাদন গ্রহণ করেন। শোভাযাত্রার সম্মুখে রাষ্ট্রীয় প্রতীক ও পরে চেয়ারম্যান মাও এর একটি বিরাট প্রতিমূর্ত্তি ছিল।

সম্ভবতঃ মুক্তির পর এ বছরের দেড় মিলিয়ন নাগরিকের এই শোভাযাত্রাই সর্ব্ববৃহৎ।

শোভাযাত্রার সময় চেয়ারম্যান মাও মঞ্চের উপর লাল প্রহরী, কৃষক, শ্রমিক ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎদান করেন। দর্শকের গ্যালারীতে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ ছাড়াও প্রবাসী চীনা নাগরিকদের

প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন।

লিন পিয়াও-এর বক্তৃতার পর শ্রমিক, গণমুক্তি বাহিনী, ছাত্র ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিগণ বক্তৃতা দেন। তিব্বতের মুক্ত ক্রীতদাসী পাজাং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অশ্রু সজল নয়নে বক্তৃতা করেন। তিব্বত মুক্তি লাভের পর হাজার হাজার ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর সাথে পাজাংও অত্যাচারী জমিদারের অন্ধকার কুটির থেকে মুক্তিলাভ করেন। বিদেশীদের মধ্যে বক্তৃতা করেছেন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বীরাঙ্গনা থাই কিউ, অষ্ট্রেলিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির মার্কস ও লেনিনপন্থী সভাপতি ই, এফ, হিল, এ্যাঙ্গোলা মুক্তি ফ্রন্টের দা' ক্রুজ, জাপ-চীন মৈত্রী সংঘের কুরোদ হিসাও ও আমেরিকার নিগ্রো নেতা রবার্ট উইলিয়াম।

রাত্রি আটটা থেকে এগারটা পর্য্যন্ত শহরের চারটি কেন্দ্রে যান্ত্রিক উপায়ে বাজী পোড়ান হয়েছে।

জাতীয় দিবস উপলক্ষে ২৯শে সেপ্টেম্বর চেয়ারম্যান মাও-এর প্রশংসাসূচক একটি সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর রাত্রে গ্রেট হলে পাঁচ হাজার অতিথির রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত জাতীয় দিবসের এই ভোজসভায় তাও চো, চুতে, চেন পোতা, চেন ই প্রমুখ নেতা এবং বিদেশী অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

২রা অক্টোবর শ্রমিক ষ্টেডিয়ামে মুক্তি দিবস উপলক্ষে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তাতে গণকংগ্রেসের

চেয়ারম্যান চু-তে উপস্থিত ছিলেন।

পিকিংএ আগত ও অবস্থানরত বিদেশীদের মধ্যে চেয়ারম্যান মাও-এর উদ্ধৃতি পুস্তক বিতরণ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদল ছাড়াও এবছর চীনের জাতীয় দিবসে পাকিস্তানের লেখক, সাংবাদিক, শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিও যোগদান করেছেন। গবর্ণর খানের নেতৃত্বে আগত প্রতিনিধিদলে ষ্টাফসহ বারজন সদস্য রয়েছেন।

মাও চু সি ওয়াং সোয়ে

এটা তাদের প্যারেডের ভাষা, নৃত্যের ছন্দ আর অভিবাদনের উত্তর। মাও চু সি ওয়াং সোয়ে একটি শ্লোগান—চেয়ারম্যান মাও জিন্দাবাদ। এই প্রাচীন শ্লোগানটি নতুন করে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ব্যবহার শুরু করেছেন লাল প্রহরীগণ। এখন আর এই শ্লোগান শুধু লাল প্রহরীদেরই প্রিয় নয়, শিশু, তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ সর্ব্বশ্রেণীর নাগরিকের মধ্যেই মাও চু সি ওয়াং সোয়ে কথাটা অবিশ্বাস্যভাবে জনপ্রিয়—তাদের হৃদয়ে যেন চিরন্তন বিধৃত।

লাল প্রহরীগণ নিজেদের এখন সর্ব্বহারা সংগ্রামী বাহিনীরূপে গড়ে তুলছেন। তাদের জীবনের আদর্শ হচ্ছে প্রধানতঃ গণমুক্তি বাহিনী আর শ্রমিক ও কৃষক। তারা তৈরী হচ্ছেন গণমুক্তি বাহিনীর বিশ্বস্ত সংরক্ষিত সেনারূপে। চেয়ারম্যান মাও-এর মতে লাল প্রহরীদল সর্ব্বহারা একনায়কত্বের অনুমোদনে সশস্ত্র বিপ্লবী যুব প্রতিষ্ঠান। একজন যুবনেত্রী বলেন, চেয়ারম্যান মাও আমাদের

লাল প্রধান সেনাপতি, আমরা তাঁর লালসৈনিক।

প্রায় এক মাস 'চার পুরাতনের' বিরুদ্ধে দুর্ব্বার আন্দোলনের প্রথম পর্য্যায়ের পর পিকিং এর লাল প্রহরীগণ বর্ত্তমানে কি করছেন, এ প্রশ্ন অনেকেই করেন। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রী লাল প্রহরীগণ ভোরবেলা শহরের সমস্ত মাঠে উপস্থিত হন সামরিক ট্রেনিং-এর জন্যে—বেয়নেট চার্জ্জ, হাতবোমা নিক্ষেপ ও ড্রিল তাঁদের মাঠে শিক্ষার প্রধান বিষয়। এরপর তাঁরা যান চেয়ারম্যান মাও-এর পুস্তক পাঠের বৈঠকে। মুক্তি বাহিনীর বীর সৈনিকদের ডায়রী থেকে তাঁরা উদ্ধৃতি সংগ্রহ করেন এবং তাদের অনুকরণে নিজেদের চরিত্র গড়ে তোলার জন্যে প্রস্তুতি নেন।

অনেকে মনে করেন, সাম্রাজ্যবাদীদের যে কোন আক্রমণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে "নয়া সংরক্ষিত বাহিনীর মহড়া চলছে।"

এরা জনসাধারণের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করছেন। বাসে, দোকানে, বাসষ্টপেজে, রেল ষ্টেশনে, প্রদর্শনী হলে, সিনেমায় লাল প্রহরীগণ জনসাধারণকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন। দোকানে বা বাস ষ্টপেজের কিউর শৃঙ্খলা রক্ষার ভার তাঁরা নিয়েছেন, রেল ষ্টেশনে নতুন যাত্রীদের প্ল্যাটফর্ম্ম চিনিয়ে দেয়ার দায়িত্ব তাঁদের, অপরিচিতা বৃদ্ধার বোঝা বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন লাল তরুণরাই।

২০শে আগষ্ট লাল প্রহরীদের পিকিং-এ প্রথম শুদ্ধি অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের চার লক্ষ ৭০ হাজার লাল প্রহরী রাজধানীতে এসে-ছিলেন। এ সংখ্যা পাওয়া গেছে কেবল মাত্র "সংযোগ কেন্দ্রে"

রক্ষিত নামের লিষ্ট থেকে। এ ছাড়াও বহু সংখ্যক পিকিং আসেন। কিন্তু জাতীয় দিবস উপলক্ষে বহিরাগত লাল প্রহরীদের সংখ্যা এক মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে বলে অনুমান করা যাচ্ছে।

এই সমস্ত তরুণ-তরুণীদের জাগরণ কখন শুরু হয়েছে? কোন্ পথে তাঁদের আন্দোলন চলবে ও চলছে? এদের সুনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা কি? এ সমস্ত প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই সবার মনে দেখা দিয়েছে। সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর এখনো কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে রচিত এদের কর্ম্মপন্থা সাধারণতঃ পূর্ব্ব থেকে প্রকাশ করা হয় না। তবে চলতি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে এবং উদ্দেশ্যও সর্ব্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবোধগম্য নয়।

প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ও সহকারী প্রধানমন্ত্রী তাও চো এখন লালপ্রহরীদের আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করছেন বলে জানা গেছে। কিন্তু প্রথমদিকে কোন নেতাই এদের সাহায্য করতে আসেননি বা গড়ে তোলেননি। পিকিং-এর বিপ্লবী তরুণ-তরুণীগণই এই প্রতিষ্ঠন গড়ে তুলেছেন। চৌ এন লাই শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক ভবনে (অতীতের রাজপ্রাসাদের একাংশ) লাল প্রহরীদের 'সংযোগ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার উপদেশ দেন। ২৭শে আগষ্ট প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রটি এখন লাল প্রহরীদের কর্ম্মতৎপরতার অন্যতম মূল কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছে। বিখ্যাত তিয়ান আন মেন স্কোয়ারের পাশেই এই কেন্দ্র। চব্বিশ ঘণ্টা দু'শ প্রহরী এখানে অফিস কাজে ব্যস্ত।

প্রথমে গত মে মাসের শেষের দিকে সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত মিডিল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেও ৬ই জুন প্রথম লাল প্রহরিগণ প্রকাশ্যে আসেন। আরো কয়েকটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীগণ বিভিন্ন নামে প্রতিষ্ঠান গড়েন—লাল ঈগল, লাল পতাকা ইত্যাদি। পরে অবশ্য লাল প্রহরীগণই টিকে থাকেন এবং গত ১৮ই আগষ্ট চেয়ারম্যান মাও তিয়ান আন মেন স্কোয়ারে লাল প্রহরীদের আর্ম্মব্যাণ্ড গ্রহণ করে তাদের আন্দোলনে প্রতি স্বীকৃতি জানান।

প্রতি স্তরে রাজনীতি

চীনের প্রতিটি মানুষকে রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ও জড়িত করা হচ্ছে। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও স্তরে রাজনীতিই প্রধান। আর এই রাজনীতির অন্যতম মূল বক্তব্য হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম। যার প্রধান শ্লোগান হচ্ছে "শ্রেণী সংগ্রাম ভুলে যেয়ো না।" অবশ্য তাদের এই বক্তব্যের সাথে বাইরের পৃথিবীর মানুষ একমত নাও হতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমানে নয়াচীনে এটাই সত্য, কারণ এদেশে এখনো শ্রেণীর সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সম্ভব হয়নি। মাত্র সতের বৎসরে এ পরিবর্ত্তন কল্পনা করা যেতে পারে, বাস্তবে সম্ভব নয়। যুগ যুগ শোষণের পর শোষণহীন সর্ব্বহারাদের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে—কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তিতরূপে শোষণ ও শ্রেণীর অস্তিত্ব বিচিত্র নয় এবং পরবর্ত্তীকালে কেউ কেউ এখন উচ্চ স্তরে

পুঁজিবাদের পথে যে পা বাড়িয়েছেন, সে কথা কর্তৃপক্ষও অস্বীকার করেন না। এ ক্ষেত্রে সংহতি ও সর্ব্বহারাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে রাজনীতির প্রাধান্য অস্বাভাবিক কিছুই নয়।

বাইরের বিশ্বে প্রশ্ন উঠেছে—কি করে রাজনীতিকে জীবনের সর্ব্বস্তরের সাথে সম্পর্কিত করা সম্ভব হচ্ছে? আর এতে কি স্বাভাবিক জীবনের পথে বাধা সৃষ্টি হয় না?

এ প্রশ্নের জবাব চীনারাই দেন। তাঁরা বলেন: না, রাজনীতি জীবনের গতি রোধ করে না, জীবনের প্রয়োজনেই রাজনীতি। জীবন ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য। তাঁরা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন: কৃষক শ্রমিক সর্ব্বহারাদের শাসন ও ক্ষমতা আমাদের। এটাই সবচাইতে গৌরবের কথা যে, আমরা সাধারণ মানুষ এদেশের বিধাতা। প্রতিটি মানুষ বুঝতে পারি যে, আমরা নিজেদের গড়ে তুলছি, শাসন করছি—কোন শাসক নয়। রাজনীতিই এই শাসনের নিরাপত্তা দিতে পারে।

এতো রাজনীতির অবসর কোথায়, আর এতে কি উৎপাদনে বাধা সৃষ্টির অবকাশ নেই—এ প্রশ্নও উঠেছে। যে সমস্ত বিদেশী এখানে রয়েছেন এবং যারা মুক্ত মন নিয়ে বিচার করেন, তাঁরা বলবেন যে, হাঁ, অবসর রয়েছে। উৎপাদন ব্যাহত হওয়ারও প্রশ্ন উঠে না। আমরা যা'দেখছি, উল্লেখ করা বাহুল্য হবে না। পিকিং থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সহজসাধ্য কাজ নয়, সময় সাপেক্ষ। কিন্তু সন্ধানী দৃষ্টিতে সবই ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠে এবং কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয় না—এ সত্য অনেকেই উপলব্ধী করেন।

একটি পরিবারের কথা ধরা যাক। বাড়ীর প্রধান উপার্জ্জক কারখানা শ্রমিক হলে হয় তো ষাট ইউয়ান (প্রায় ১২০ টাকা) পান। মেয়ে পুরুষের সমান অধিকার এবং কর্ম্মক্ষম সবাইকে কাজ করতে হয়। তাঁর স্ত্রী উপযুক্ততা অনুযায়ী হয়তো পঞ্চাশ ইউয়ান পান কারখানায়। শ্রমিকদের গড়পড়তা আয় এটাই সাধারণতঃ। তাঁদের যদি চারটি সন্তান থাকে, তবে হয়তো বড়ো ছেলে বিনি পয়সায় সিভিল স্কুল পর্য্যন্ত পড়ে কোন একটা দফতরে কাজ নিয়েছে, বেতন হবে শুরুতে ৪৫ ইউয়ান। দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে সিভিল স্কুলে, তৃতীয় সন্তান ছেলেটি কিণ্ডার-গার্টেনে, ছোট মেয়েটি নার্সারীতে। এদের তিনজনের খরচ (খাদ্যসহ) কোন ক্রমেই পঁচিশ ইউয়ান অতিক্রম করবে না। চিকিৎসা ও স্কুলের ফি প্রায় ফ্রি, দু'রুমের বাসা ভাড়া ৫ থেকে ৭ ইউয়ান। আর স্বামী স্ত্রীর খাদ্য ত্রিশ ইউয়ান অতিক্রম করে কিনা সন্দেহ। বাড়ীতে রান্না করলে প্রতি জনের জন্যে মাসিক মাত্র পঞ্চাশ সেণ্টের (১ টাকা) গ্যাস লাগবে। এরপর কাপড় ও অন্যান্য খরচ। এই পরিবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পর প্রতিমাসে ৩০ ইউয়ান বাঁচাতে পারবে। ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শেষ করলেই উপযুক্ততা অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট চাকুরী পাবে।

এখানে শিক্ষা সমাপ্তির পর চাকুরীর জন্যে দরজায় দরজায় ধর্ণা দিতে হয় না। স্ত্রীর অলঙ্কার বা সংসারের অভাব দূর করার জন্যে কাউকে দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়ার কথা কল্পনাও করতে হয় না।

মুক্তির পূর্ব্বে কোন শ্রমিকের এমন জীবন স্বপ্নের অতীত ছিল। অবশ্য সমস্ত অভাবই যে পূরণ করা সম্ভব হয়েছে অথবা

এটাই শ্রমিক জীবনের উন্নতির পরাকাষ্ঠা, তা নয়। এখানে তা' দাবীও করা হয় না।

স্কুল ইনষ্টিটিউট বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শ্রেণীর পরিবারের ছেলে-মেয়েদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক পয়সাও ব্যয় করার প্রয়োজন দেখা দেয় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (আবাসিক) খাদ্যের জন্যে সবচেয়ে বেশী ব্যয় সাড়ে পনের ইউয়ান। বই-পুস্তক, বাসস্থানের সুবিধা তো আছেই, তদুপরি খাদ্যের পয়সাও বহু ক্ষেত্রে বাপ-মাকে বহন করতে হয় না। পিতা-মাতার আর পরিবারের আয় প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট না হলে সন্তানের শিক্ষার ব্যয় উচ্চপর্য্যায়ে এক কপর্দ্দকও লাগে না।

উক্ত পরিবার ও স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের জীবনের আদর্শ জনগণ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন—এটাই সর্ব্বক্ষেত্রে শিক্ষা। চাকুরীর এই সংস্থা, চিকিৎসা, বাসস্থানের নিশ্চয়তা, নিখরচায় শিক্ষার এই সুযোগ বর্ত্তমান রাজনৈতিক শাসন এনে দিয়েছে। সেজন্যে রাজনীতিকে জীবনের সর্ব্বস্তরে গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব।

যে দেশে রেলক্রসিং-এ গাড়ী থামলে এক শ' ভিক্ষুক এসে হাত পাতে না, গাড়ীর আসনের পাশে লিখতে হয় না—'পকেটমার থেকে সাবধান', রাত্রি দশটারও পর বাস ষ্টপেজে যুবতী মেয়েরা নিরাপদে বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে। ঘরের কপাট খুলে যে দেশে ঘুমানো যায়, সে দেশের মানুষ যদি রাজনীতিকেই কেবলমাত্র জীবনধর্ম্ম হিসেবে গ্রহণ করে, তবে অস্বাভাবিক কিছু নয়।

সেদিন একটা কম্যুনের একটি গ্রামের মধ্যে কয়েকটি পরিবারের

সাথে আলাপ করি। মধ্যবয়ষী এক কৃষক মহিলা রান্না করছিলেন। তিনি জীবনে কোন দিন বিদেশী দেখেননি। তাই তিনি আমাদের দেখে প্রথমে আঁৎকে উঠেন। তাঁর কোলে শিশু ছিল। জিজ্ঞেস করলাম : কি রান্না করছেন ?

প্রশ্নটার জবাব সোজা হলেও তিনি যেন সহজে উত্তর দিতে পারছিলেন না। একটু থেমে সজল নয়নে বললেন : তোমরা আজ আমাকে রান্না করতে দেখছ! যৌবনে কিন্তু (মুক্তির পূর্ব্বে) আমি কোনদিন রান্না করিনি—আমি আর আমার স্বামী জমিদারের কাজ করে তাদের দেওয়া ভাত খেতাম। আমাদের দু'টো জামবাটি ছিল, উচ্ছিষ্ট খেতাম। বুড়ো হয়েচি, এখন আমি রান্না করি।

তার জীবনে রান্না করার অধিকার অর্জ্জনই যেন রাজনৈতিক বিজয়। এই কিষাণী এখন উক্ত কম্যুনে একজন বিশেষ রাজনৈতক কর্ম্মী।

নয়া অভিযানের প্রস্তুতি

যদি কেউ মনে করেন যে, ১লা অক্টোবরের পর থেকে লাল প্রহরীদের কর্ম্মতৎপরতা স্তিমিত হয়ে আসছিল এবং বর্ত্তমানে সম্পূর্ণরূপে তারা স্তব্ধ হয়ে গেছে, তবে তিনি ভুল করবেন। এই মুহূর্ত্তে সাধারণ চোখে স্তব্ধ মনে হলেও, ঝড়ের পূর্ব্বাভাস।

সবার আগে স্বীকার করে নিতে হবে যে, লাল প্রহরী বাহিনী বর্ত্তমানে চীনের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অংশরূপে

পরিণত হয়েছে। ১৮ই আগষ্টের মিলিয়ন জনের র‍্যালীতে চেয়ারম্যান মাও আর্ম্ম্যব্যাণ্ড গ্রহণ করে লাল প্রহরীদের কেবলমাত্র স্বীকৃতিই দেননি, ১লা অক্টোবর রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদি ও জাতীয় দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণ করতে দিয়ে তাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে মেনে নিয়েছেন।

এখন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, অদূর ভবিষ্যতে যারা সর্বস্তরে রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন, তাদের প্রস্তুত করা হচ্ছে। লাল প্রহরী আন্দোলনের ও তাদের কর্ম্মপন্থার সাথে অনেকে হয়তো একমত নাও হতে পারে, কিন্তু একথা সত্যি যে, চেয়ারম্যান মাও-এর চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ চীনকে গড়ে তোলার দায়িত্ব লাল প্রহরীদের উপর অর্পিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

কোন কোন বিদেশী পর্য্যবেক্ষকের মতে লাল প্রহরীদের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। তাঁরা বলেন, এক শ্রেণীর বিপথগামী ব্যক্তির বিরুদ্ধে গণজাগরণের প্রয়োজন ছিল বলে কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন; তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। একথা আংশিক সত্য, কিন্তু তাদের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে বলে এখানে কেউ মনে করেন না বরং স্থায়ী রাজনৈতিক শক্তিরূপে বিবেচিত হচ্ছে এবং প্রত্যেক স্তরের কমিটির সাথে যুক্ত হয়ে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে যাচ্ছে।

কেউ যদি চীনের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব-রাজনীতির বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করেন, তবে তিনি লাল প্রহরী আন্দোলন ও তরুণ সমাজের নব জাগরণের গুরুত্ব অস্বীকার

করবেন না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নয়াচীনকে লক্ষ্য করে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে সামরিক ঘাটি প্রতিষ্ঠা করেছে। চীনের দিকে দৃষ্টি রেখেই প্রেসিডেন্ট জনসনের পেণ্টাগন ভিয়েৎনামের উপর বর্ব্বর আক্রমণ চালিয়েছে। মার্কিন বিমান ও জাহাজ বহুবার চীনের আকাশ ও সমুদ্র সীমা লংঘন করেছে। চীনকে এ পর্য্যন্ত চার শতাধিক সতর্কতাপূর্ণ প্রতিবাদ জানাতে হয়েছে। চীনের ভূমি তাইওয়ানে ক্রীড়নক চিয়াং কাইশেকের সমর্থনের নামে মার্কিন স্থায়ী ঘাঁটি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের তিন মিলিয়ন নিয়মিত সৈন্যের মধ্যে অপরের দেশে মোতায়েন এক মিলিয়ন সৈন্যের অধিকাংশই চীনের বিরুদ্ধে সদা প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

এই গুরুতর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চীনের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সুদৃঢ় সংহতির কথা সবাই স্বীকার করবেন। সংহতি ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও এর সৈনিক লাল প্রহরীদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলেই অনেকে মনে করে। আর আজ চীনে সৈনিক ও মিলিসিয়ার পর তৃতীয় বাহিনী সৃষ্টি হয়েছে রংরুট লাল প্রহরী, দু' মাসে যাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ছ' মিলিয়ন।

মুক্তি ফৌজের পোশাকে মাও

পিকিং শহরে প্রায় ষাট লক্ষ নাগরিক এক উৎসব মুখর ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সে দিনটি কাটিয়েছিল। আঠারই আগষ্টের এই বিশেষ দিনে চেয়ারম্যান মাও পুনরায় জনসমুদ্রের মধ্যে উপস্থিত হন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত

তিয়ান আন মেন স্কোয়ার র‍্যালীতে ভোর ৫টায় চোয়ারম্যান মাও সামরিক দফতরের প্রধান লিন পিয়াও ও প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইসহ আগমন করেন। ইতিমধ্যেই স্কোয়ারে ছাত্র, যুবক, শ্রমিক ও বিপ্লবী কর্ম্মীসহ এক মিলিয়ন নাগরিক উপস্থিত হয়ে ছিলেন। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লব উপলক্ষে আয়োজিত এই উৎসব র‍্যালী আরও ২ ঘন্টা পর সকাল সাতটায় শুরু হবার কথা ছিল।

গত ১২ই তারিখে চীনা পার্টির অষ্টম কংগ্রেসের একাদশ সাধারণ অধিবেশনে ষোল দফা সম্বলিত সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কিত গৃহীত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে উৎসব র‍্যালীতে চেয়ারম্যান মাও-এর আগমন গুরুত্বপূর্ণ।

গণমুক্তি বাহিনীর পোশাকে ছিলেন চেয়ারম্যান মাও এবং লিন পিয়াও। এদেশ মুক্তি লাভের পর তাঁকে কেউ মুক্তি ফৌজের পোশাকে দেখেছেন কিনা সন্দেহ। এক মিলিয়ন নাগরিকের শ্লোগান মুখরিত উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে তিনি দু'ঘণ্টাকাল ছিলেন। স্কোয়ারে বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকের সাথে তিনি করমর্দ্দন ও আলাপ করেন। প্রায় সাড়ে সাতটার সময় চেয়ারম্যান মাও এবং সরকার ও পার্টির নেতৃবর্গ তিয়েন আন মেন গেটের স্থায়ী মঞ্চের উপর আগমন করেন। তাঁর সাথে চেয়ারম্যান লিউ শাও চী, চৌ এন লাই, লিন পিয়াও, চেয়ারম্যান চুতে প্রমুখ নেতা ছিলেন। সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনা গ্রুপের প্রধান চেন-পো-তা র‍্যালীতে সভাপতিত্ব করেন।

প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই ও লিন পিয়াও র‍্যালীতে বক্তৃতা দেন। চেয়ারম্যান মাও বেলা বারটা পর্য্যন্ত সাত ঘণ্টাকাল

র‍্যালীতে উপস্থিত ছিলেন। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবী ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতিনিধিদের চেয়ারম্যান মাও-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

এই র‍্যালী সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত নভেম্বর মাস (১৯৬৫) থেকে গত দশ মাসে চেয়ারম্যান মাও এই প্রথম পিকিং-এ জনসাধারণের র‍্যালীতে উপস্থিত হলেন। জনসাধারণকে বিপ্লবী পন্থায় উদ্বুদ্ধ করাই তাঁর এই উপস্থিতির প্রধান উদ্দেশ্য। মুক্তি ফৌজের পোশাকে জনসাধারণের মধ্যে আগমন বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ—চীনের প্রতিটি মানুষ যেন সৈনিক হয়ে উঠে সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। মুক্তি ফৌজের এই পোশাক মুক্তি যুদ্ধের প্রস্তুতি কি ?

লিন পিয়াও প্রতিরক্ষা উজির। তিনি বিবৃতি সাধারণতঃ কম দেন এবং র‍্যালী-সভাতে খুব কম সময়ই আসেন। মুক্তি যোদ্ধার পোশাকে চেয়ারম্যান মাও-এর পাশে তাঁর জনসাধারণের মধ্যে আগমন লক্ষ্যযোগ্য। এই র‍্যালীতে চেয়ারম্যান মাও-এর পর তিনিই প্রধানতঃ সবার দৃষ্টিতে এসেছেন এবং পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশনে তাঁর বক্তৃতা ও র‍্যালীতে উপস্থিতি বিশেষভাবে প্রচার করা হয়েছে।

আবার র‍্যালী

গত প্রায় এক মাসের মধ্যে চেয়ারম্যান মাও পিকিং-এ তিনবার তিনটি বিরাট র‍্যালীতে জনসাধারণের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন।

এর মধ্যে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার তিয়ান আন মেন স্কোয়ারের র‍্যালী সর্ব্বশেষ।

১৫ই সেপ্টেম্বর নয়াচীনের সমস্ত প্রদেশের লাল প্রহরী প্রতিনিধি, পিকিং লাল প্রহরী এবং বিপ্লবী ছাত্র ও শিক্ষকগণ তিয়ান আন মেন স্কোয়ারে চেয়ারম্যান মাও-এর সাথে সাক্ষাতের আশায় উপস্থিত হন। এই র‍্যালীতে এক মিলিয়ন দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্ণ পাঁচটার পর চেয়ারম্যান মাও ঘনিষ্ঠতম কমরেড লিন পিয়াও, প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইসহ স্কোয়ারের মঞ্চে আরোহণ করেন। তাঁদের সাথে তাও চু, চেন পো তা, তেং শিয়াও পিং, ক্যং শ্যং, চেয়ারম্যান লিউ শাও চী, চেয়ারম্যান চু-তে, পররাষ্ট্র মন্ত্রী চেন ই, হো লুং প্রমুখ নেতা ছিলেন।

চেয়ারম্যান মাও মঞ্চের ওপর দেশের সমস্ত প্রদেশ থেকে আগত লাল প্রহরীদের তিনশ' প্রতিনিধিকে বিশেষ সাক্ষাৎদান করেন। সম্ভবতঃ ১লা অক্টোবরের পূর্ব্বে লাল প্রহরীদের সাথে চেয়ারম্যান মাও আর মিলিত হবেন না। অনেকে মনে করেন যে, এই র‍্যালীর পর থেকে দেশের সর্ব্বত্র লাল প্রহরীদের শুদ্ধি অভিযান স্তিমিত হয়ে আসবে। বিপ্লবী লাল প্রহরীদের অভিনন্দন জানাবার উদ্দেশ্যেই এই র‍্যালীর আয়োজন করা হয় বলে অনেকের ধারণা। র‍্যালীতে নেতৃবর্গ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা থেকেও একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এবারও দেশরক্ষা মন্ত্রী লিন পিয়াও প্রধান ও প্রথম বক্তা ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই দ্বিতীয় বক্তা। উভয় বক্তাই লাল প্রহরীদের সাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা, কর্ম্ম ও ব্যক্তিত্বের

বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক অভিযানের প্রশংসা করেন।

এই র‍্যালীতে লিন পিয়াও-এর বক্তৃতা কোন কোন দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি লাল প্রহরীদের উদ্দেশ করে বলেন: আজ আপনারা 'চার পুরাতনের' বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ধনতন্ত্রের পথগামী, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জ্জোয়া 'কর্ত্তৃপক্ষ' ও রক্তপিপাসু বিকলাঙ্গদের মধ্যে ব্যাপক ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। আপনারা সঠিক পথে মহান কার্য্য সমাধা করেছেন।

তিনি বলেন: বর্ত্তমান আন্দোলনের মূল আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে, পার্টির মধ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ও ধনতন্ত্রের পথগামী ব্যক্তিগণ। সেই সমস্ত ধনতন্ত্রের পথগামী ব্যক্তিদের সদর দফতরে আপনারা বোমবর্ষণ করেছেন।

লিন পিয়াও অভিযোগ করেন যে, পাঁচ শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জ্জোয়া যারা জনগণের একনায়কত্বের বিরোধী, বিপ্লবী সর্ব্বহারাদের সদর দফতরে আঘাত হানার চেষ্টা করছে। এই পাঁচ শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হচ্ছে প্রাক্তন জমিদার, প্রাক্তন ধনী কৃষক, প্রতিবিপ্লবী, সমাজদ্রোহী ও দক্ষিণপন্থী। তিনি প্রশ্ন করেন: আমরা কি তাদের এই চক্রান্ত সহ্য করতে পারি? না, এই সমস্ত দানব-দৈত্যের প্রতারণামূলক পরিকল্পনা আমরা নস্যাৎ করবই। শেষ পর্য্যন্ত আমরা তাদের প্রতিরোধ করব এবং তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে দেব না।

লিন পিয়াও চেয়ারম্যান মাও ও পার্টির পক্ষ থেকে বক্তৃতা করছিলেন এবং এবারকার বক্তৃতায় তিনি অনেকটা স্পষ্ট করেই বলেছেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে কারা প্রতিক্রিয়াশীল।

পল বলেছিলেন যে, লাল প্রহরীগণ "মৃত্যুর বাহক, তারা জীবনের প্রতীক নয়।"

ভাষ্যকার বলেছেন, "হাঁ, সত্যিই, বিপ্লবী তরুণ যোদ্ধাগণ যে বিপ্লবী কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করেছেন, তা' দেশে ও বিদেশে শ্রেণী শত্রুদের চূড়ান্ত ধ্বংসের প্রতীক।" প্রবন্ধে আরো বলা হয়েছে: লাল প্রহরীদের বিপ্লবী পদক্ষেপ সমগ্র বিশ্বকে প্রকম্পিত করেছে। লাল প্রহরীদের কর্ম্মপন্থাকে বিপ্লবীশ্রেণী অত্যন্ত কল্যাণকর বলে মনে করে, অপর পক্ষে প্রতিবিপ্লবী শ্রেণী স্বাভাবিকভাবেই একে অকল্যাণের মধ্যে গণ্য করেছে।

"মানবিক অমর্য্যাদা" বলে বাইরের বিশ্বে অভিযোগ উঠেছে। তারা বলেছে, "লাল প্রহরীদের অনেক কাজ মানবিক অমর্য্যাদার সামিল।" কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে মানবিক মর্য্যাদার ব্যাখ্যা অন্যরূপ। এর উত্তরে উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছে: লাল প্রহরীগণ নির্দ্দয়ভাবে বুর্জ্জুয়াদের মরচে ধরা প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং তারা বুর্জ্জুয়া দক্ষিণপন্থীদের ঘৃণ্য আদল সবার সম্মুখে তুলে ধরেছেন—এরা জনসাধরণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়ে ইঁদুরের মতো রাস্তার উপরে এসে পড়েছে। সেজন্যে তারা চিৎকার করে—এরাই মানবিক অমর্য্যাদার জন্য দায়ী। সত্যি কথা বলতে কি, তাদের এই মর্য্যাদাই শুধু আমাদের নষ্ট করা উচিত নয়, এমন আঘাত করা উচিত যাতে করে তারা আর উঠে আসতে না পারে।

লাল প্রহরীদের প্রশংসা করে বলা হয়েছে: 'এরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ধনতন্ত্রের পথগামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে

সাহসিকতার সাথে সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। এরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দুর্বার সৈনিক, এদের বৈপ্লবিক কর্ম্মধারা দেশের জন-সাধারণের মধ্যে বৈপ্লবিক তৎরপতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছে। এই বিপ্লবী জনসাধারণ আজকে কতিপয় ধনতন্ত্রের পথগামী ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করেছে। লাল প্রহরীগণ পূর্ব দিগন্তে এক আশ্চর্য্য চেতনা! এই বিপ্লবী তরুণ দল ভবিষ্যতের আদর্শ এবং সর্বহারাদের আশা আকাঙ্খা। লাল প্রহরীদের সমস্ত কার্যক্রমের তুলনা নেই, এরা অমর।'

"শত্রুরা লাল প্রহরীদের গোঁড়া বলেছে, শত্রুরা যা ঘৃণা করে আমরা তা ভালোবাসি। সামাজিক ঐতিহ্য ধ্বংস করছে? ঠিকই বলেছেন। লাল প্রহরীগণ অবশ্যই জমিদার ও বুর্জ্জুয়াদের ঐতিহ্য ধ্বংস করতে চাচ্ছে। বিপ্লবী তরুণ সৈনিকগণ সামন্ততন্ত্রের অবশিষ্ট বীজাণু ধ্বংস করতে চায়, তারা চায় ধনতন্ত্র ও প্রতিক্রিয়ার উচ্ছেদ করতে।" —"রেড ফ্ল্যাগ" বলেন।

বিভিন্ন শ্রেণী লাল প্রহরীদের সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর মতামত পোষণ করেন বলে পত্রিকাটিতে বলা হয়েছে।

তরুণদের শহর পিকিং

রাজধানী পিকিং গত তিন মাস যেন কেবল মাত্র তরুণদেরই অধিকারে ছিল। আর আগষ্ট মাসের শেষের দিকে চীনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কয়েক লক্ষ তরুণ-তরুণী এই শহরে এসে সাংস্কৃতিক বিপ্লবে যোগদান করেন। কিন্তু তারা ১৫ই সেপ্টেম্বরের র‍্যালীর

পর থেকে ক্রমে ক্রমে শহর ছাড়তে শুরু করেছেন। আপাতঃ-দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে লাল প্রহরীদের অভিযান অন্ততঃ রাজধানীতে কিছু দিনের জন্যে স্তিমিত হয়ে আসছে।

বাঁ' বাহুতে লাল ব্যাণ্ড, বক্ষে চেয়ারম্যান মাও-এর চিত্রখচিত ব্যাজ আর হাতে একটি লাল মলাটে মোড়া মাও-উদ্ধৃতি পুস্তক। এরা সাধারণতঃ নীল বর্ণের ইউনিফর্ম পরে। এদের কণ্ঠে দেশাত্মমূলক ও বিপ্লবের গান, দলের সম্মুখে বিপ্লবের প্রতীক লাল পতাকা। যারা বাইরে থেকে এসেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের পিঠে ক্ষুদে বিছানা ও ব্যক্তিগত সামান্য জিনিসপত্রের একটা ব্যাগ। স্থানীয় বিভিন্ন স্কুল, ইন্সটিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভোরে নাস্তা করে তারা শহরের বিভিন্ন এলাকার দিকে রওয়ানা হন, আর ফিরে আসেন রাত্রে। বহু সংখ্যক অতিরিক্ত হোটেল ও হোষ্টেল খোলা হয়েছে, সেখানে তাঁরা দুপুরের খাদ্যের জন্য ভিড় করেন।

পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে লাল প্রহরীদের আন্দোলনের প্রাণ-কেন্দ্র। এর পরই নাম করতে হয় সিনহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের। প্রত্যেক লাল প্রহরী দলের, বাইরে থেকে আগত বা স্থানীয়, প্রত্যহই একবার আন্দোলনের পিঠস্থানে আগমন যেন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। রাতের বেলা এরা নিজ নিজ আবাসস্থলে আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বিনিময়, দোষ ত্রুটি ব্যাখ্যা ও চেয়ারম্যান মাও-এর নির্ব্বাচিত রচনার উপর আলোচনা করেন। অনেক ক্ষেত্রেই রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত এরা আলোচনায় অংশ নেন। চেয়ারম্যান মাও-এর যে সমস্ত রচনা তারা এখন আলোচনা করেন তার মধ্যে ১৯২৭

সালের হুনানে কৃষক আন্দোলন সম্পর্কিত রিপোর্ট ও নয়া গণতন্ত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব সর্ব্বস্তরে এমন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে, গত জুন মাসেই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। বিদেশী শিক্ষকগণ বর্ত্তমানে কর্ম্মহীন; কিন্তু এমাসে তাঁরা কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত মাও-রচনা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ শুরু করছেন। যেসমস্ত বিদেশী ছাত্র এখানে প্রধানতঃ চীনা ভাষা শিক্ষা করতে এসেছিলেন, তাঁদের একবছরের জন্যে দেশে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। কারণ বিদেশী ছাত্রদের চীনা শিক্ষকগণও এই আন্দোলনে যোগদান করেছেন। আগামী ৫ই অক্টোবর থেকে তাঁরা স্ব স্ব দেশে ফিরে যেতে শুরু করবেন। এদের সংখ্যা তিন শতাধিক হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

গত সপ্তাহে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে লাল প্রহরীদলের প্রতিনিধিদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভার পরই প্রকৃতপক্ষে তাঁরা নিজ নিজ এলাকা ও গ্রামাঞ্চলে চলে যেতে শুরু করেছেন। বহুসংখ্যক লাল প্রহরী খেতখামারে শরৎকালীন ফসল কাটতে যাচ্ছেন—তাঁদের সংখ্যা কতো লক্ষ হবে বলা কঠিন।

পিকিং-এ গত এক মাস বাসেরও সংখ্যা দ্বিগুণ ছিল এবং ট্রাকের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল। পিকিং-এর স্থায়ী বাসিন্দাগণ কোনদিন এতো গাড়ী রাজপথে দেখেননি। হঠাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ যানবাহনের অভাব পূরণের জন্যে সাংহাই সিয়ান, তেনজিন প্রভৃতি শহর থেকে বাস ও লরী এনেছেন।

এসমস্ত গাড়ীতে প্রধানতঃ লাল প্রহরীদেরই বহন করা হয়ে থাকে। এ শহরে গাড়ীর সংখ্যা যথেষ্ট নয় বলে, কোন সময় 'ট্রাফিক জাম' দেখিনি। বর্ত্তমানে শহরের অধিবাসীরা ট্রাফিক জামের সাথে পরিচিত।

লাল প্রহরীগণ গত মাসে যে সমস্ত রাস্তা ও ইমারতের নাম পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা কর্ত্তৃপক্ষ কার্য্যকরী করেছেন বলে মনে হয় না। সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ যথাসময়ে কার্য্যকরী কমিটিতে আলোচনার পর প্রয়োজনবোধে পরিবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত নেবেন বলে অনেকের ধারণা। তবে লাল প্রহরীদের পরামর্শ অনেক ক্ষেত্রেই গৃহীত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ওয়াং ফু চিং ও সিতান বিপণি এলাকায় অধিকাংশ দোকান বর্ত্তমানে খুলেছে। কিন্তু কিউরিওর দোকান না খুললেও কোন কোন দোকানে এখন মূল্যবান দ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে। ঘড়ির দোকানে বিদেশী ঘড়ি 'ওমেগা' ও 'সাইমা' ক্রয় করা যায়। যান্ত্রিক খেলনা বাজার থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল, এখন দোকানে পুনরায় ফিরে এসেছে। তবে ফুলের ও 'গোল্ডফিশের' দোকান এখনো খোলা হয়নি। উক্ত দু'টি এলাকায় অর্দ্ধ ডজন পুরাতন পুস্তকের দোকান ছিল। সে সমস্ত দোকান নতুন পুস্তক বিক্রয়ের দোকানে পরিণত হচ্ছে, এই সমস্ত দোকানে ইংরেজী, ফরাসী, স্পেনিস, রাশিয়ান, জাপানী ইত্যাদি ভাষায় রচিত মূল্যবান পুরাতন পুস্তক পাওয়া যেত। কখন পুরাতন পুস্তকের দোকান খোলা হবে বলা যায় না।

বিশ্বের সবচাইতে বড়ো স্কোয়ার তিয়ান আন মেন ময়দানে প্রত্যহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দশ সহস্রাধিক যুবক-যুবতী ভিড় করে থাকে। চেয়ারম্যান মাও-এর ছবি, তাঁর হস্তলিপির প্রতিলিপি, লাল পতাকা বা পোষ্টারের জন্যে লাল প্রহরীদের সেখানে লম্বা কিউ দিতে দেখা যায়।

* নবেম্বরের মাঝামাঝি পুষ্প, গোল্ডফিস্ ও পুরাতন পুস্তকের দোকানগুলো পুনরায় খোলা হয়েছে। তবে পুরাতন পুস্তকের দোকানের অধিকাংশ শেল্ফ বর্ত্তমানে খালি।

পূর্ব্ব দিগন্তে সূর্য্যোদয়

রাত দশটা থেকে তারা তিয়ার আন মেন ময়দানে জমায়েত হতে আরম্ভ করে। সূর্য্য ওঠার পূর্ব্বেই পনের লক্ষ নাগরিক উক্ত স্কোয়ার ও তার দু'পাশের বুলেভারে এসে উপস্থিত হয়। ভোর পাঁচটায় দেড় মিলিয়ন নাগরিক সমবেত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে 'পূর্ব্ব দিগন্তে রক্তিম সূর্য্যোদয়'—তারা শ্লোগান দেয় মাও চু সি ওয়াং সোয়ে—চেয়ারম্যান মাও জিন্দাবাদ। এভাবে শুরু চীনের জাতীয় দিবস ১লা অক্টোবর।

রাজধানী পিকিং শহর ১৭তম মুক্তি দিবসে বিপ্লবের প্রতীক রক্তপতাকায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সমগ্র শহর বিপ্লবী সঙ্গীত ও শ্লোগানে মুখরিত। জাতীয় বা অন্য কোন দিবস উপলক্ষ্যেই এতো বড়ো সমাবেশ আর হয়নি। পনের লক্ষ মানুষের বিপুল সমাবেশ ও শোভাযাত্রায় এমন শৃঙ্খলা বিদেশীদের আশ্চর্য্য করেছে—প্রত্যেকটি

মানুষ যেন শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈনিক।

সকাল দশটায় চেয়ারম্যান মাও পার্টি ও সরকারের নেতৃবৃন্দ সহকারে তিয়ান আন মেন মঞ্চে উপস্থিত হন। মঞ্চে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠান থেকে আগত প্রতিনিধিদলের নেতৃবর্গ ইতিপূর্ব্বে উপস্থিত হয়েছিলেন। দেশরক্ষা মন্ত্রী লিন পিয়াও পার্টি ও সরকারের পক্ষ থেকে র‍্যালীতে বক্তৃতা করেন। চেয়ারম্যান লিউ শাও চী, প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ও চেয়ারম্যান চু-তে মঞ্চের উপর চেয়ারম্যান মাও-এর সাথে থাকলেও বক্তৃতা করেননি। রেডিওতে চেয়ারম্যান লিউ শাও চীর নাম এবার লিন ও চৌ-এর পরই প্রচার করা হয়েছে। গত কিছুদিন তাঁর নাম সপ্তম নম্বরে দেখা গিয়েছিল।

পাকিস্তান মৈত্রী প্রতিনিধি দলের নেতা ও পূর্ব্ব পাকিস্তানের গবর্ণর জনাব আবদুল মোনেম খান মঞ্চের ওপর প্রথম সারিতে ও চেয়ারম্যান মাও-এর অতি নিকটে ছিলেন। চেয়ারম্যান মাও এর বাঁ'পাশে চু-তের পরই তাঁকে প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রার অভিবাদন গ্রহণ করতে দেখা যায়। অসমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তানের বন্ধুত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব অরোপ করা হয় বলে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতা গবর্ণর খানের প্রতিও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ভোজসভা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অষ্ট্রেলিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির সভাপতি ই, এফ, হিল (মার্কসিষ্ট-লেনিনিষ্ট) ও সোমালী জাতীয় পরিষদের সভাপতি শেখ মুখতার হোসেনের পরই গবর্ণর খানের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। লিন পিয়াও ও অন্যান্য বক্তার বক্তৃতার পর এগারটার সময়

তিয়ান আন মেন মঞ্চের সম্মুখ দিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। দেড় মিলিয়ন নাগরিকের এই সুবিশাল শোভাযাত্রায় সামরিক বাহিনী, মিলিসিয়া, লাল প্রহরী, কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রকাশ, শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত লাল প্রহরীদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক মিলিয়ন। জানা যায়, কর্তৃপক্ষ প্রথমে দু' থেকে আড়াই মিলিয়নের শোভাযাত্রার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু স্কোয়ার অতিক্রম করতে শোভাযাত্রাটির দীর্ঘ সময় লাগবে বলে শোভাযাত্রার জনসংখ্যা কমিয়ে দেয়া হয়। শোভাযাত্রার অংশগ্রহণকারিগণ সর্ব্বক্ষণ 'মাও চু সি ওয়াং সোয়ে' শ্লোগানের তালে তালে মার্চ্চ করে তিয়ান আন মেন স্কোয়ার অতিক্রম করেন। অপরাহ্ণ চারটার সময় শোভাযাত্রাটির শেষাংশ স্কোয়ারের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়।

চেয়ারম্যান মাও মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে সকাল দশটা থেকে অপরাহ্ণ বারটা পর্য্যন্ত দু' ঘণ্টাকাল জনসমাবেশ ও শোভাযাত্রার অভিবাদন গ্রহণ করেন। শোভাযাত্রার সম্মুখে রাষ্ট্রীয় প্রতীক ও পরে চেয়ারম্যান মাও এর একটি বিরাট প্রতিমূর্ত্তি ছিল।

সম্ভবতঃ মুক্তির পর এ বছরের দেড় মিলিয়ন নাগরিকের এই শোভাযাত্রাই সর্ব্ববৃহৎ।

শোভাযাত্রার সময় চেয়ারম্যান মাও মঞ্চের উপর লাল প্রহরী, কৃষক, শ্রমিক ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎদান করেন। দর্শকের গ্যালারীতে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ ছাড়াও প্রবাসী চীনা নাগরিকদের

প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন।

লিন পিয়াও-এর বক্তৃতার পর শ্রমিক, গণমুক্তি বাহিনী, ছাত্র ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিগণ বক্তৃতা দেন। তিব্বতের মুক্ত ক্রীতদাসী পাজাং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অশ্রু সজল নয়নে বক্তৃতা করেন। তিব্বত মুক্তি লাভের পর হাজার হাজার ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর সাথে পাজাংও অত্যাচারী জমিদারের অন্ধকার কুটির থেকে মুক্তিলাভ করেন। বিদেশীদের মধ্যে বক্তৃতা করেছেন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বীরাঙ্গনা থাই কিউ, অষ্ট্রেলিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির মার্কস ও লেনিনপন্থী সভাপতি ই, এফ, হিল, এ্যাঙ্গোলা মুক্তি ফ্রন্টের দা' ক্রুজ, জাপ-চীন মৈত্রী সংঘের কুরোদ হিসাও ও আমেরিকার নিগ্রো নেতা রবার্ট উইলিয়াম।

রাত্রি আটটা থেকে এগারটা পর্য্যন্ত শহরের চারটি কেন্দ্রে যান্ত্রিক উপায়ে বাজী পোড়ান হয়েছে।

জাতীয় দিবস উপলক্ষে ২৯শে সেপ্টেম্বর চেয়ারম্যান মাও-এর প্রশংসাসূচক একটি সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর রাত্রে গ্রেট হলে পাঁচ হাজার অতিথির রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত জাতীয় দিবসের এই ভোজসভায় তাও চো, চুতে, চেন পোতা, চেন ই প্রমুখ নেতা এবং বিদেশী অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

২রা অক্টোবর শ্রমিক ষ্টেডিয়ামে মুক্তি দিবস উপলক্ষে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তাতে গণকংগ্রেসের

চেয়ারম্যান চু-তে উপস্থিত ছিলেন।

পিকিংএ আগত ও অবস্থানরত বিদেশীদের মধ্যে চেয়ারম্যান মাও-এর উদ্ধৃতি পুস্তক বিতরণ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদল ছাড়াও এবছর চীনের জাতীয় দিবসে পাকিস্তানের লেখক, সাংবাদিক, শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিও যোগদান করেছেন। গবর্ণর খানের নেতৃত্বে আগত প্রতিনিধিদলে ষ্টাফসহ বারজন সদস্য রয়েছেন।

মাও চু সি ওয়াং সোয়ে

এটা তাদের প্যারেডের ভাষা, নৃত্যের ছন্দ আর অভিবাদনের উত্তর। মাও চু সি ওয়াং সোয়ে একটি শ্লোগান—চেয়ারম্যান মাও জিন্দাবাদ। এই প্রাচীন শ্লোগানটি নতুন করে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ব্যবহার শুরু করেছেন লাল প্রহরীগণ। এখন আর এই শ্লোগান শুধু লাল প্রহরীদেরই প্রিয় নয়, শিশু, তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ সর্ব্বশ্রেণীর নাগরিকের মধ্যেই মাও চু সি ওয়াং সোয়ে কথাটা অবিশ্বাস্যভাবে জনপ্রিয়—তাদের হৃদয়ে যেন চিরন্তন বিধৃত।

লাল প্রহরীগণ নিজেদের এখন সর্ব্বহারা সংগ্রামী বাহিনীরূপে গড়ে তুলছেন। তাদের জীবনের আদর্শ হচ্ছে প্রধানতঃ গণমুক্তি বাহিনী আর শ্রমিক ও কৃষক। তারা তৈরী হচ্ছেন গণমুক্তি বাহিনীর বিশ্বস্ত সংরক্ষিত সেনারূপে। চেয়ারম্যান মাও-এর মতে লাল প্রহরীদল সর্ব্বহারা একনায়কত্বের অনুমোদনে সশস্ত্র বিপ্লবী যুব প্রতিষ্ঠান। একজন যুবনেত্রী বলেন, চেয়ারম্যান মাও আমাদের

লাল প্রধান সেনাপতি, আমরা তাঁর লালসৈনিক।

প্রায় এক মাস 'চার পুরাতনের' বিরুদ্ধে দুর্ব্বার আন্দোলনের প্রথম পর্য্যায়ের পর পিকিং এর লাল প্রহরীগণ বর্ত্তমানে কি করছেন, এ প্রশ্ন অনেকেই করেন। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রী লাল প্রহরীগণ ভোরবেলা শহরের সমস্ত মাঠে উপস্থিত হন সামরিক ট্রেনিং-এর জন্যে—বেয়নেট চার্জ্জ, হাতবোমা নিক্ষেপ ও ড্রিল তাঁদের মাঠে শিক্ষার প্রধান বিষয়। এরপর তাঁরা যান চেয়ারম্যান মাও-এর পুস্তক পাঠের বৈঠকে। মুক্তি বাহিনীর বীর সৈনিকদের ডায়রী থেকে তাঁরা উদ্ধৃতি সংগ্রহ করেন এবং তাদের অনুকরণে নিজেদের চরিত্র গড়ে তোলার জন্যে প্রস্তুতি নেন।

অনেকে মনে করেন, সাম্রাজ্যবাদীদের যে কোন আক্রমণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে "নয়া সংরক্ষিত বাহিনীর মহড়া চলছে।"

এরা জনসাধারণের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করছেন। বাসে, দোকানে, বাসষ্টপেজে, রেল ষ্টেশনে, প্রদর্শনী হলে, সিনেমায় লাল প্রহরীগণ জনসাধারণকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন। দোকানে বা বাস ষ্টপেজের কিউর শৃঙ্খলা রক্ষার ভার তাঁরা নিয়েছেন, রেল ষ্টেশনে নতুন যাত্রীদের প্ল্যাটফর্ম্ম চিনিয়ে দেয়ার দায়িত্ব তাঁদের, অপরিচিতা বৃদ্ধার বোঝা বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন লাল তরুণরাই।

২০শে আগষ্ট লাল প্রহরীদের পিকিং-এ প্রথম শুদ্ধি অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের চার লক্ষ ৭০ হাজার লাল প্রহরী রাজধানীতে এসে-ছিলেন। এ সংখ্যা পাওয়া গেছে কেবল মাত্র "সংযোগ কেন্দ্রে"

রক্ষিত নামের লিষ্ট থেকে। এ ছাড়াও বহু সংখ্যক পিকিং আসেন। কিন্তু জাতীয় দিবস উপলক্ষে বহিরাগত লাল প্রহরীদের সংখ্যা এক মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে বলে অনুমান করা যাচ্ছে।

এই সমস্ত তরুণ-তরুণীদের জাগরণ কখন শুরু হয়েছে? কোন্ পথে তাঁদের আন্দোলন চলবে ও চলছে? এদের সুনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা কি? এ সমস্ত প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই সবার মনে দেখা দিয়েছে। সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর এখনো কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে রচিত এদের কর্ম্মপন্থা সাধারণতঃ পূর্ব্ব থেকে প্রকাশ করা হয় না। তবে চলতি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে এবং উদ্দেশ্যও সর্ব্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবোধগম্য নয়।

প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ও সহকারী প্রধানমন্ত্রী তাও চো এখন লালপ্রহরীদের আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করছেন বলে জানা গেছে। কিন্তু প্রথমদিকে কোন নেতাই এদের সাহায্য করতে আসেননি বা গড়ে তোলেননি। পিকিং-এর বিপ্লবী তরুণ-তরুণীগণই এই প্রতিষ্ঠন গড়ে তুলেছেন। চৌ এন লাই শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক ভবনে (অতীতের রাজপ্রাসাদের একাংশ) লাল প্রহরীদের 'সংযোগ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার উপদেশ দেন। ২৭শে আগষ্ট প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রটি এখন লাল প্রহরীদের কর্ম্মতৎপরতার অন্যতম মূল কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছে। বিখ্যাত তিয়ান আন মেন স্কোয়ারের পাশেই এই কেন্দ্র। চব্বিশ ঘণ্টা দু'শ প্রহরী এখানে অফিস কাজে ব্যস্ত।

প্রথমে গত মে মাসের শেষের দিকে সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত মিডিল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেও ৬ই জুন প্রথম লাল প্রহরিগণ প্রকাশ্যে আসেন। আরো কয়েকটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীগণ বিভিন্ন নামে প্রতিষ্ঠান গড়েন—লাল ঈগল, লাল পতাকা ইত্যাদি। পরে অবশ্য লাল প্রহরীগণই টিকে থাকেন এবং গত ১৮ই আগষ্ট চেয়ারম্যান মাও তিয়ান আন মেন স্কোয়ারে লাল প্রহরীদের আর্ম্মব্যাণ্ড গ্রহণ করে তাদের আন্দোলনে প্রতি স্বীকৃতি জানান।

প্রতি স্তরে রাজনীতি

চীনের প্রতিটি মানুষকে রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ও জড়িত করা হচ্ছে। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও স্তরে রাজনীতিই প্রধান। আর এই রাজনীতির অন্যতম মূল বক্তব্য হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম। যার প্রধান শ্লোগান হচ্ছে "শ্রেণী সংগ্রাম ভুলে যেয়ো না।" অবশ্য তাদের এই বক্তব্যের সাথে বাইরের পৃথিবীর মানুষ একমত নাও হতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমানে নয়াচীনে এটাই সত্য, কারণ এদেশে এখনো শ্রেণীর সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সম্ভব হয়নি। মাত্র সতের বৎসরে এ পরিবর্ত্তন কল্পনা করা যেতে পারে, বাস্তবে সম্ভব নয়। যুগ যুগ শোষণের পর শোষণহীন সর্ব্বহারাদের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে—কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তিতরূপে শোষণ ও শ্রেণীর অস্তিত্ব বিচিত্র নয় এবং পরবর্ত্তীকালে কেউ কেউ এখন উচ্চ স্তরে

পুঁজিবাদের পথে যে পা বাড়িয়েছেন, সে কথা কর্তৃপক্ষও অস্বীকার করেন না। এ ক্ষেত্রে সংহতি ও সর্ব্বহারাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে রাজনীতির প্রাধান্য অস্বাভাবিক কিছুই নয়।

বাইরের বিশ্বে প্রশ্ন উঠেছে—কি করে রাজনীতিকে জীবনের সর্ব্বস্তরের সাথে সম্পর্কিত করা সম্ভব হচ্ছে? আর এতে কি স্বাভাবিক জীবনের পথে বাধা সৃষ্টি হয় না?

এ প্রশ্নের জবাব চীনারাই দেন। তাঁরা বলেন: না, রাজনীতি জীবনের গতি রোধ করে না, জীবনের প্রয়োজনেই রাজনীতি। জীবন ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য। তাঁরা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন: কৃষক শ্রমিক সর্ব্বহারাদের শাসন ও ক্ষমতা আমাদের। এটাই সবচাইতে গৌরবের কথা যে, আমরা সাধারণ মানুষ এদেশের বিধাতা। প্রতিটি মানুষ বুঝতে পারি যে, আমরা নিজেদের গড়ে তুলছি, শাসন করছি—কোন শাসক নয়। রাজনীতিই এই শাসনের নিরাপত্তা দিতে পারে।

এতো রাজনীতির অবসর কোথায়, আর এতে কি উৎপাদনে বাধা সৃষ্টির অবকাশ নেই—এ প্রশ্নও উঠেছে। যে সমস্ত বিদেশী এখানে রয়েছেন এবং যারা মুক্ত মন নিয়ে বিচার করেন, তাঁরা বলবেন যে, হাঁ, অবসর রয়েছে। উৎপাদন ব্যাহত হওয়ারও প্রশ্ন উঠে না। আমরা যা'দেখছি, উল্লেখ করা বাহুল্য হবে না। পিকিং থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সহজসাধ্য কাজ নয়, সময় সাপেক্ষ। কিন্তু সন্ধানী দৃষ্টিতে সবই ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠে এবং কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয় না—এ সত্য অনেকেই উপলব্ধী করেন।

একটি পরিবারের কথা ধরা যাক। বাড়ীর প্রধান উপার্জ্জক কারখানা শ্রমিক হলে হয় তো ষাট ইউয়ান (প্রায় ১২০ টাকা) পান। মেয়ে পুরুষের সমান অধিকার এবং কর্ম্মক্ষম সবাইকে কাজ করতে হয়। তাঁর স্ত্রী উপযুক্ততা অনুযায়ী হয়তো পঞ্চাশ ইউয়ান পান কারখানায়। শ্রমিকদের গড়পড়তা আয় এটাই সাধারণতঃ। তাঁদের যদি চারটি সন্তান থাকে, তবে হয়তো বড়ো ছেলে বিনি পয়সায় সিভিল স্কুল পর্য্যন্ত পড়ে কোন একটা দফতরে কাজ নিয়েছে, বেতন হবে শুরুতে ৪৫ ইউয়ান। দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে সিভিল স্কুলে, তৃতীয় সন্তান ছেলেটি কিণ্ডার-গার্টেনে, ছোট মেয়েটি নার্সারীতে। এদের তিনজনের খরচ (খাদ্যসহ) কোন ক্রমেই পঁচিশ ইউয়ান অতিক্রম করবে না। চিকিৎসা ও স্কুলের ফি প্রায় ফ্রি, দু'রুমের বাসা ভাড়া ৫ থেকে ৭ ইউয়ান। আর স্বামী স্ত্রীর খাদ্য ত্রিশ ইউয়ান অতিক্রম করে কিনা সন্দেহ। বাড়ীতে রান্না করলে প্রতি জনের জন্যে মাসিক মাত্র পঞ্চাশ সেণ্টের (১ টাকা) গ্যাস লাগবে। এরপর কাপড় ও অন্যান্য খরচ। এই পরিবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পর প্রতিমাসে ৩০ ইউয়ান বাঁচাতে পারবে। ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শেষ করলেই উপযুক্ততা অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট চাকুরী পাবে।

এখানে শিক্ষা সমাপ্তির পর চাকুরীর জন্যে দরজায় দরজায় ধর্ণা দিতে হয় না। স্ত্রীর অলঙ্কার বা সংসারের অভাব দূর করার জন্যে কাউকে দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়ার কথা কল্পনাও করতে হয় না।

মুক্তির পূর্ব্বে কোন শ্রমিকের এমন জীবন স্বপ্নের অতীত ছিল। অবশ্য সমস্ত অভাবই যে পূরণ করা সম্ভব হয়েছে অথবা

এটাই শ্রমিক জীবনের উন্নতির পরাকাষ্ঠা, তা নয়। এখানে তা' দাবীও করা হয় না।

স্কুল ইনষ্টিটিউট বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শ্রেণীর পরিবারের ছেলে-মেয়েদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক পয়সাও ব্যয় করার প্রয়োজন দেখা দেয় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (আবাসিক) খাদ্যের জন্যে সবচেয়ে বেশী ব্যয় সাড়ে পনের ইউয়ান। বই-পুস্তক, বাসস্থানের সুবিধা তো আছেই, তদুপরি খাদ্যের পয়সাও বহু ক্ষেত্রে বাপ-মাকে বহন করতে হয় না। পিতা-মাতার আর পরিবারের আয় প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট না হলে সন্তানের শিক্ষার ব্যয় উচ্চপর্য্যায়ে এক কপর্দ্দকও লাগে না।

উক্ত পরিবার ও স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের জীবনের আদর্শ জনগণ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন—এটাই সর্ব্বক্ষেত্রে শিক্ষা। চাকুরীর এই সংস্থা, চিকিৎসা, বাসস্থানের নিশ্চয়তা, নিখরচায় শিক্ষার এই সুযোগ বর্ত্তমান রাজনৈতিক শাসন এনে দিয়েছে। সেজন্যে রাজনীতিকে জীবনের সর্ব্বস্তরে গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব।

যে দেশে রেলক্রসিং-এ গাড়ী থামলে এক শ' ভিক্ষুক এসে হাত পাতে না, গাড়ীর আসনের পাশে লিখতে হয় না—'পকেটমার থেকে সাবধান', রাত্রি দশটারও পর বাস ষ্টপেজে যুবতী মেয়েরা নিরাপদে বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে। ঘরের কপাট খুলে যে দেশে ঘুমানো যায়, সে দেশের মানুষ যদি রাজনীতিকেই কেবলমাত্র জীবনধর্ম্ম হিসেবে গ্রহণ করে, তবে অস্বাভাবিক কিছু নয়।

সেদিন একটা কম্যুনের একটি গ্রামের মধ্যে কয়েকটি পরিবারের

সাথে আলাপ করি। মধ্যবয়ষী এক কৃষক মহিলা রান্না করছিলেন। তিনি জীবনে কোন দিন বিদেশী দেখেননি। তাই তিনি আমাদের দেখে প্রথমে আঁৎকে উঠেন। তাঁর কোলে শিশু ছিল। জিজ্ঞেস করলাম : কি রান্না করছেন ?

প্রশ্নটার জবাব সোজা হলেও তিনি যেন সহজে উত্তর দিতে পারছিলেন না। একটু থেমে সজল নয়নে বললেন : তোমরা আজ আমাকে রান্না করতে দেখছ! যৌবনে কিন্তু (মুক্তির পূর্ব্বে) আমি কোনদিন রান্না করিনি—আমি আর আমার স্বামী জমিদারের কাজ করে তাদের দেওয়া ভাত খেতাম। আমাদের দু'টো জামবাটি ছিল, উচ্ছিষ্ট খেতাম। বুড়ো হয়েচি, এখন আমি রান্না করি।

তার জীবনে রান্না করার অধিকার অর্জ্জনই যেন রাজনৈতিক বিজয়। এই কিষাণী এখন উক্ত কম্যুনে একজন বিশেষ রাজনৈতক কর্ম্মী।

নয়া অভিযানের প্রস্তুতি

যদি কেউ মনে করেন যে, ১লা অক্টোবরের পর থেকে লাল প্রহরীদের কর্ম্মতৎপরতা স্তিমিত হয়ে আসছিল এবং বর্ত্তমানে সম্পূর্ণরূপে তারা স্তব্ধ হয়ে গেছে, তবে তিনি ভুল করবেন। এই মুহূর্ত্তে সাধারণ চোখে স্তব্ধ মনে হলেও, ঝড়ের পূর্ব্বাভাস।

সবার আগে স্বীকার করে নিতে হবে যে, লাল প্রহরী বাহিনী বর্ত্তমানে চীনের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অংশরূপে

পরিণত হয়েছে। ১৮ই আগষ্টের মিলিয়ন জনের র‍্যালীতে চেয়ারম্যান মাও আর্ম্ম্যব্যাণ্ড গ্রহণ করে লাল প্রহরীদের কেবলমাত্র স্বীকৃতিই দেননি, ১লা অক্টোবর রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদি ও জাতীয় দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণ করতে দিয়ে তাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে মেনে নিয়েছেন।

এখন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, অদূর ভবিষ্যতে যারা সর্বস্তরে রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন, তাদের প্রস্তুত করা হচ্ছে। লাল প্রহরী আন্দোলনের ও তাদের কর্ম্মপন্থার সাথে অনেকে হয়তো একমত নাও হতে পারে, কিন্তু একথা সত্যি যে, চেয়ারম্যান মাও-এর চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ চীনকে গড়ে তোলার দায়িত্ব লাল প্রহরীদের উপর অর্পিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

কোন কোন বিদেশী পর্য্যবেক্ষকের মতে লাল প্রহরীদের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। তাঁরা বলেন, এক শ্রেণীর বিপথগামী ব্যক্তির বিরুদ্ধে গণজাগরণের প্রয়োজন ছিল বলে কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন; তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। একথা আংশিক সত্য, কিন্তু তাদের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে বলে এখানে কেউ মনে করেন না বরং স্থায়ী রাজনৈতিক শক্তিরূপে বিবেচিত হচ্ছে এবং প্রত্যেক স্তরের কমিটির সাথে যুক্ত হয়ে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে যাচ্ছে।

কেউ যদি চীনের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব-রাজনীতির বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করেন, তবে তিনি লাল প্রহরী আন্দোলন ও তরুণ সমাজের নব জাগরণের গুরুত্ব অস্বীকার

করবেন না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নয়াচীনকে লক্ষ্য করে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে সামরিক ঘাটি প্রতিষ্ঠা করেছে। চীনের দিকে দৃষ্টি রেখেই প্রেসিডেন্ট জনসনের পেণ্টাগন ভিয়েৎনামের উপর বর্ব্বর আক্রমণ চালিয়েছে। মার্কিন বিমান ও জাহাজ বহুবার চীনের আকাশ ও সমুদ্র সীমা লংঘন করেছে। চীনকে এ পর্য্যন্ত চার শতাধিক সতর্কতাপূর্ণ প্রতিবাদ জানাতে হয়েছে। চীনের ভূমি তাইওয়ানে ক্রীড়নক চিয়াং কাইশেকের সমর্থনের নামে মার্কিন স্থায়ী ঘাঁটি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের তিন মিলিয়ন নিয়মিত সৈন্যের মধ্যে অপরের দেশে মোতায়েন এক মিলিয়ন সৈন্যের অধিকাংশই চীনের বিরুদ্ধে সদা প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

এই গুরুতর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চীনের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সুদৃঢ় সংহতির কথা সবাই স্বীকার করবেন। সংহতি ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও এর সৈনিক লাল প্রহরীদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলেই অনেকে মনে করে। আর আজ চীনে সৈনিক ও মিলিসিয়ার পর তৃতীয় বাহিনী সৃষ্টি হয়েছে রংরুট লাল প্রহরী, দু' মাসে যাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ছ' মিলিয়ন।

মুক্তি ফৌজের পোশাকে মাও

পিকিং শহরে প্রায় ষাট লক্ষ নাগরিক এক উৎসব মুখর ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সে দিনটি কাটিয়েছিল। আঠারই আগষ্টের এই বিশেষ দিনে চেয়ারম্যান মাও পুনরায় জনসমুদ্রের মধ্যে উপস্থিত হন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত

তিয়ান আন মেন স্কোয়ার র‍্যালীতে ভোর ৫টায় চোয়ারম্যান মাও সামরিক দফতরের প্রধান লিন পিয়াও ও প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইসহ আগমন করেন। ইতিমধ্যেই স্কোয়ারে ছাত্র, যুবক, শ্রমিক ও বিপ্লবী কর্ম্মীসহ এক মিলিয়ন নাগরিক উপস্থিত হয়ে ছিলেন। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লব উপলক্ষে আয়োজিত এই উৎসব র‍্যালী আরও ২ ঘন্টা পর সকাল সাতটায় শুরু হবার কথা ছিল।

গত ১২ই তারিখে চীনা পার্টির অষ্টম কংগ্রেসের একাদশ সাধারণ অধিবেশনে ষোল দফা সম্বলিত সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কিত গৃহীত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে উৎসব র‍্যালীতে চেয়ারম্যান মাও-এর আগমন গুরুত্বপূর্ণ।

গণমুক্তি বাহিনীর পোশাকে ছিলেন চেয়ারম্যান মাও এবং লিন পিয়াও। এদেশ মুক্তি লাভের পর তাঁকে কেউ মুক্তি ফৌজের পোশাকে দেখেছেন কিনা সন্দেহ। এক মিলিয়ন নাগরিকের শ্লোগান মুখরিত উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে তিনি দু'ঘণ্টাকাল ছিলেন। স্কোয়ারে বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকের সাথে তিনি করমর্দ্দন ও আলাপ করেন। প্রায় সাড়ে সাতটার সময় চেয়ারম্যান মাও এবং সরকার ও পার্টির নেতৃবর্গ তিয়েন আন মেন গেটের স্থায়ী মঞ্চের উপর আগমন করেন। তাঁর সাথে চেয়ারম্যান লিউ শাও চী, চৌ এন লাই, লিন পিয়াও, চেয়ারম্যান চুতে প্রমুখ নেতা ছিলেন। সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনা গ্রুপের প্রধান চেন-পো-তা র‍্যালীতে সভাপতিত্ব করেন।

প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই ও লিন পিয়াও র‍্যালীতে বক্তৃতা দেন। চেয়ারম্যান মাও বেলা বারটা পর্য্যন্ত সাত ঘণ্টাকাল

র‍্যালীতে উপস্থিত ছিলেন। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবী ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতিনিধিদের চেয়ারম্যান মাও-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

এই র‍্যালী সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত নভেম্বর মাস (১৯৬৫) থেকে গত দশ মাসে চেয়ারম্যান মাও এই প্রথম পিকিং-এ জনসাধারণের র‍্যালীতে উপস্থিত হলেন। জনসাধারণকে বিপ্লবী পন্থায় উদ্বুদ্ধ করাই তাঁর এই উপস্থিতির প্রধান উদ্দেশ্য। মুক্তি ফৌজের পোশাকে জনসাধারণের মধ্যে আগমন বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ—চীনের প্রতিটি মানুষ যেন সৈনিক হয়ে উঠে সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। মুক্তি ফৌজের এই পোশাক মুক্তি যুদ্ধের প্রস্তুতি কি ?

লিন পিয়াও প্রতিরক্ষা উজির। তিনি বিবৃতি সাধারণতঃ কম দেন এবং র‍্যালী-সভাতে খুব কম সময়ই আসেন। মুক্তি যোদ্ধার পোশাকে চেয়ারম্যান মাও-এর পাশে তাঁর জনসাধারণের মধ্যে আগমন লক্ষ্যযোগ্য। এই র‍্যালীতে চেয়ারম্যান মাও-এর পর তিনিই প্রধানতঃ সবার দৃষ্টিতে এসেছেন এবং পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশনে তাঁর বক্তৃতা ও র‍্যালীতে উপস্থিতি বিশেষভাবে প্রচার করা হয়েছে।

আবার র‍্যালী

গত প্রায় এক মাসের মধ্যে চেয়ারম্যান মাও পিকিং-এ তিনবার তিনটি বিরাট র‍্যালীতে জনসাধারণের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন।

এর মধ্যে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার তিয়ান আন মেন স্কোয়ারের র‍্যালী সর্ব্বশেষ।

১৫ই সেপ্টেম্বর নয়াচীনের সমস্ত প্রদেশের লাল প্রহরী প্রতিনিধি, পিকিং লাল প্রহরী এবং বিপ্লবী ছাত্র ও শিক্ষকগণ তিয়ান আন মেন স্কোয়ারে চেয়ারম্যান মাও-এর সাথে সাক্ষাতের আশায় উপস্থিত হন। এই র‍্যালীতে এক মিলিয়ন দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্ণ পাঁচটার পর চেয়ারম্যান মাও ঘনিষ্ঠতম কমরেড লিন পিয়াও, প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইসহ স্কোয়ারের মঞ্চে আরোহণ করেন। তাঁদের সাথে তাও চু, চেন পো তা, তেং শিয়াও পিং, ক্যং শ্যং, চেয়ারম্যান লিউ শাও চী, চেয়ারম্যান চু-তে, পররাষ্ট্র মন্ত্রী চেন ই, হো লুং প্রমুখ নেতা ছিলেন।

চেয়ারম্যান মাও মঞ্চের ওপর দেশের সমস্ত প্রদেশ থেকে আগত লাল প্রহরীদের তিনশ' প্রতিনিধিকে বিশেষ সাক্ষাৎদান করেন। সম্ভবতঃ ১লা অক্টোবরের পূর্ব্বে লাল প্রহরীদের সাথে চেয়ারম্যান মাও আর মিলিত হবেন না। অনেকে মনে করেন যে, এই র‍্যালীর পর থেকে দেশের সর্ব্বত্র লাল প্রহরীদের শুদ্ধি অভিযান স্তিমিত হয়ে আসবে। বিপ্লবী লাল প্রহরীদের অভিনন্দন জানাবার উদ্দেশ্যেই এই র‍্যালীর আয়োজন করা হয় বলে অনেকের ধারণা। র‍্যালীতে নেতৃবর্গ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা থেকেও একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এবারও দেশরক্ষা মন্ত্রী লিন পিয়াও প্রধান ও প্রথম বক্তা ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই দ্বিতীয় বক্তা। উভয় বক্তাই লাল প্রহরীদের সাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা, কর্ম্ম ও ব্যক্তিত্বের

বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক অভিযানের প্রশংসা করেন।

এই র‍্যালীতে লিন পিয়াও-এর বক্তৃতা কোন কোন দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি লাল প্রহরীদের উদ্দেশ করে বলেন: আজ আপনারা 'চার পুরাতনের' বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ধনতন্ত্রের পথগামী, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জ্জোয়া 'কর্ত্তৃপক্ষ' ও রক্তপিপাসু বিকলাঙ্গদের মধ্যে ব্যাপক ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। আপনারা সঠিক পথে মহান কার্য্য সমাধা করেছেন।

তিনি বলেন: বর্ত্তমান আন্দোলনের মূল আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে, পার্টির মধ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ও ধনতন্ত্রের পথগামী ব্যক্তিগণ। সেই সমস্ত ধনতন্ত্রের পথগামী ব্যক্তিদের সদর দফতরে আপনারা বোমবর্ষণ করেছেন।

লিন পিয়াও অভিযোগ করেন যে, পাঁচ শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জ্জোয়া যারা জনগণের একনায়কত্বের বিরোধী, বিপ্লবী সর্ব্বহারাদের সদর দফতরে আঘাত হানার চেষ্টা করছে। এই পাঁচ শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হচ্ছে প্রাক্তন জমিদার, প্রাক্তন ধনী কৃষক, প্রতিবিপ্লবী, সমাজদ্রোহী ও দক্ষিণপন্থী। তিনি প্রশ্ন করেন: আমরা কি তাদের এই চক্রান্ত সহ্য করতে পারি? না, এই সমস্ত দানব-দৈত্যের প্রতারণামূলক পরিকল্পনা আমরা নস্যাৎ করবই। শেষ পর্য্যন্ত আমরা তাদের প্রতিরোধ করব এবং তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে দেব না।

লিন পিয়াও চেয়ারম্যান মাও ও পার্টির পক্ষ থেকে বক্তৃতা করছিলেন এবং এবারকার বক্তৃতায় তিনি অনেকটা স্পষ্ট করেই বলেছেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে কারা প্রতিক্রিয়াশীল।

বর্ত্তমান পর্য্যায়ে এই নতুন সিদ্ধান্ত বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। এ বছরের শেষ র‍্যালীর (২৫শে ও ২৬শে নবেম্বর) পর গত ২৮শে নবেম্বর সাহিত্য, শিল্প ও সাংস্কৃতিক কর্ম্মীদের এক সমাবেশে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। গ্রেট হলে অনুষ্ঠিত বিশ হাজার সাংস্কৃতিক কর্ম্মীর উক্ত সমাবেশে আরো ঘোষণা করা হয় যে, প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক নেত্রী চিয়াং চিং-কে চীনা গণমুক্তি বাহিনীর সমগ্র সাংস্কৃতিক কর্ম্মের উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হয়েছে। চিয়াং-চিং বর্ত্তমানে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংস্কৃতিক বিপ্লব গ্রুপের প্রথম সহকারী পরিচালিকা। উক্ত দুটি সিদ্ধান্তের ফলে প্রকৃতপক্ষে চিয়াং চিং-এর উপর সামরিক বাহিনী ও রাজধানী পিকিং-এর সমগ্র সাংস্কৃতিক কর্ম্মক্ষেত্রের দায়িত্ব পড়েছে। সাংহাই, ক্যাণ্টন ও অন্যান্য স্থানের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বভারও সামরিক বাহিনীর উপর ন্যস্ত হবে কিনা সে বিষয়ে এখনো কোন কিছু ঘোষণা করা হয়নি।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পার্টি কমিটির সামরিক কমিশন ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব গ্রুপ পিকিং-এর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো গণমুক্তি বাহিনীর হস্তে অর্পণের এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবং সামরিক কমিশন চিয়াং চিংকে সামরিক বাহিনীর সাংস্কৃতিক কার্য্যক্রমের উপদেষ্টা নিযুক্ত করেছেন। গণমুক্তি বাহিনীর সাধারণ রাজনৈতিক বিভাগের সাংস্কৃতিক দফতরের প্রধান শিয়ে তেং-চুং উক্ত সমাবেশে উক্ত দু'টি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সমাবেশে সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময় পলিট-ব্যুরোর স্থায়ী কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই, উক্ত স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব গ্রুপের নেতা চেন পো

তা এবং চিয়াং চিং উপস্থিত ছিলেন—সমাবেশে তাঁরা বক্তৃতা করেন। বর্ত্তমানে প্রধান চারটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সামরিক বাহিনীর পরিচালনাধীন হয়েছে—এদের মধ্যে দু'টি অপেরা সংস্থা, একটি ব্যালে নৃত্য প্রতিষ্ঠান ও একটি সঙ্গীত কেন্দ্র। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত চারটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছেঃ এক নম্বর পিকিং অপেরা কোম্পানী, জাতীয় পিকিং অপেরা থিয়েটার, কেন্দ্রীয় সঙ্গীত সমিতি এবং কেন্দ্রীয় সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিষ্ঠানের ব্যালে ট্রুপ ও অর্কেষ্ট্রা। এই চারটি প্রধান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় রাজধানীর প্রায় সমস্ত সাংস্কৃতিক তৎপরতার জন্যেই এখন থেকে সামরিক বাহিনী দায়ী থাকবেন। পিকিং-এ উক্ত চারটি প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য কোন উল্লেখযোগ্য এই জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নেই বললেই চলে।

চিয়াং চিং সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির সাথে বিশেষভাবে জড়িত—বিশেষ করে আধুনিক অপেরা ও প্রগতিশীল চলচ্চিত্র তাঁর প্রিয় সাবজেক্ট। চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর বর্ত্তমান স্ত্রী চিয়াং চিং ইতিপূর্ব্বে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পিকিং অপেরার সংস্কার সাধন করেছিলেন; এক সময় তিনি আর্ম্মি ষ্টুডিওতে কতিপয় চলচ্চিত্রের প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক রূপ দিয়েছেন। কিন্তু সে সময় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁর সংস্কার ও প্রস্তাব গ্রহণ করেননি বরং অনেক ক্ষেত্রে উল্টো পথ অবলম্বন করা হয়েছিল। তিনি পিকিং অপেরা, ব্যালে, সিমফনিক মিউজিক ও অন্যান্য শিল্প ক্ষেত্রে এক সময় যে সমাজতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করেছিলেন, তা এখন নয়া পরিচালনার অধীনে কার্য্যকরী করা হবে।

চেয়ারম্যান মাও প্রায় পঁচিশ বছর পূর্ব্বে ইয়েনান ফোরামে বলেছিলেন যে, "শত্রুকে পরাজিত করতে হলে প্রাথমিকভাবে সশস্ত্র সৈনিকের প্রয়োজন। কিন্তু কেবলমাত্র সেনাবাহিনীই যথেষ্ট নয়; আমাদের সাংস্কৃতিক বাহিনীও অবশ্য থাকতে হবে।" বর্ত্তমানে এই উদ্ধৃতি সর্ব্বত্রই ব্যবহার করা হচ্ছে। আর সর্ব্বস্তরে সাংস্কৃতিক বাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে।

অনেকের ধারণা, অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর সমস্ত সাহিত্য-শিল্প-সাংস্কৃতিক সংস্থা গণমুক্তি বাহিনীর সাংস্কৃতিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং চিয়াং চিং সামরিক বাহিনীর সংস্কৃতি কর্ম্মের উপদেষ্টারূপে এই গুরুদায়িত্ব বহন করবেন।

সাংস্কৃতিক কর্ম্মীদের এই সমাবেশে চেন পো তা সভাপতিত্ব করেন। তিনি ভাষণে চিয়াং চিং-এর প্রশংসা করে বলেন যে, সাহিত্য-শিল্প ক্ষেত্রে বিপ্লবের নীতি কার্য্যকরী করার ব্যাপারে চিয়াং চিং-এর অসাধারণ অবদান রয়েছে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব আরম্ভ হবার পর গত জুন মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশে চীনের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল—বলা হয়েছিল যে, নতুনভাবে সিলেবাস তৈরী করা হবে এই ছ'মাসে। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রচণ্ডতায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্ত্তন এসেছে এবং হয়তো নির্দ্ধারিত কর্ম্মসূচীর বাইরে ঘটনা প্রবাহ অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক সংস্থায়, রেডিও টেলিভিশন প্রচার কেন্দ্রে ও সরকারী দফতরে ব্যাপক পরিবর্ত্তন এসেছে। পিকিং-এ আগষ্ট মাস থেকে নবেম্বর

পর্য্যন্ত এগার মিলিয়ন নাগরিকের আটটি র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুনরায় শীতের পর মার্চ্চ-এপ্রিল বসন্তকালে র‍্যালী হবে। এ অবস্থায় ডিসেম্বরের মধ্যে নয়া সিলেবাস প্রস্তুত হয়নি বলে মনে হয়। হয়তো আগামী বছরের (১৯৬৭) আগষ্ট পর্য্যন্ত আন্দোলন বর্ত্তমান গতিতেই চলবে; কিন্তু সিলেবাস তৈরীর কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দফতরসমূহ ও কমিটির সভা হচ্ছে। স্থানীয় রিপোর্ট থেকে মনে হয়, আগামী বছর মার্চ্চ অথবা সেপ্টেম্বর মাসে সমস্ত স্কুল-কলেজ-ইন্সটিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় ক্লাশ শুরু হবে; তবে কোন সরকারী ঘোষণা নেই।

ভ্রম সংশোধনের নির্দ্দেশ

উপযুক্ত প্রমাণ ও তথ্য পাওয়া না গেলে কাউকে প্রতিক্রিয়াশীল, প্রতিবিপ্লবী বা পুঁজিবাদের পথগামী বলে আখ্যায়িত করা উচিত হবে না—সম্প্রতি এই মর্ম্মে সমস্ত ক্যাডার ও রাজনৈতিক কর্ম্মীদের প্রতি নির্দ্দেশ দান করা হয়েছে। তদুপরি কেউ যদি বিপথগামীও হয় তবুও বলপ্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। ভুল করে যদি কোন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে তীব্র নিন্দা বা দোষী সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে, তবে তা সংশোধনের জন্য নির্দ্দেশ এসেছে।

প্রকাশ, পার্টি কর্ত্তৃপক্ষ এজাতীয় ভুলের ব্যাপারে সতর্ক হয়েছেন এবং এভুলের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখছেন। অনেক ক্ষেত্রে যে বিশেষ উৎসাহের ফলে ভুল করে বিপ্লবপন্থী বা দোষমুক্ত ব্যক্তিদেরও প্রতিক্রিয়াশীল বা প্রতি-

বিপ্লবী বলে চিহ্নিত করা হয়নি, তা নয়।

এ শ্রেণীর ভুলভ্রান্তি সংক্রান্ত রিপোর্ট পার্টি কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁচেছে বলে জানা যায়। সে কারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে কর্ম্মীদের বিশেষ সতর্ক করে দিচ্ছেন এবং এভুল সংশোধন করতে বলছেন।

চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র তত্ত্বমূলক পত্রিকা "রেড ফ্ল্যাগের" এ মাসের শেষ সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে এই ভুল ও ভ্রম সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। "নয়া বিজয় অর্জ্জন করুন" শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে উক্ত বিষয়টিই আলোচনাকালে একথাও বলা হয়েছে যে, সামান্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একগুয়েমী করে এখনো বুর্জ্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করে চলছেন; কিন্তু তাঁরা ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। এক সময় ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিলেন, এমন অনেক ব্যক্তি তাঁদের ভুল পথ ত্যাগ করে সঠিক পথ গ্রহণ করছেন।

পত্রিকাটিতে বলা হয়েছে যে, কতিপয় মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদের পথগামী ব্যক্তি নিজেদের রক্ষার উদ্দেশ্যে জনগণের এক অংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছেন। এই বুর্জ্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল নীতির সমর্থক কিছু সংখ্যক ব্যক্তি পার্টির অভ্যন্তরে ছিলেন এবং তাঁদের হাতে ক্ষমতা ছিল।

মনে হয় বর্ত্তমানে কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে তিনটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হতে বলছেন: (ক) সর্ব্ব বিষয়ে বিবেচনা না করে যে কোন ব্যক্তিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে দোষী সাব্যস্ত করলে ভুল

করার আশঙ্কা রয়েছে এবং এভাবে অনেক ক্ষেত্রে ভুল করাও হয়েছে। এই ভুল এড়াতে হবে। (খ) কারো বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করা যাবে না—যুক্তি তর্ক দিয়ে বুঝিয়ে বলার নীতির প্রতি আস্থাবান হতে হবে। (গ) "পার্টির মধ্যে অবস্থিত কতিপয় মুষ্টিমেয় ব্যক্তির" বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রেখে তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে।

পত্রিকাটির মতে বিরোধী ব্যক্তিদের যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে বলার ও কোন প্রকার বলপ্রয়োগ না করার নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নীতিতে সর্ব্বহারা জনগণ ও বিপ্লবী জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত। অতীতে যারা ভুল করে বল প্রয়োগ করেছেন তাদের গুরুত্ব সহকারে সেই ভুল সংশোধন করতেই হবে। এবং ভুল ও শুদ্ধ সম্পর্কে তাঁদের যেন কোন বিভ্রান্তি না থাকে। পত্রিকাটি অতীতের ভ্রম-সংশোধন সম্পর্কে ৫টি কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। একটি বিশেষ নির্দ্দেশে বলা হয়েছে যে, আন্তরিকতার সাথে ভুল সিদ্ধান্ত সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়। এবং যে সমস্ত বিপ্লবী ব্যক্তিকে সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রবাহে ভুল করে "পার্টি বিরোধী" "ঝুটা বামপন্থী" "দক্ষিণ পন্থী" বা "প্রতিক্রিয়াশীল" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল তাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ ভুল সংশোধন করা হলে জনসাধারণ অবশ্যই তা সুস্থভাবে গ্রহণ করবেন এবং তাঁরা বুঝতে সক্ষম হবেন, সঠিক পথ কোন্‌টি ? জনসাধারণ যুক্তিবাদী ও বাস্তবপন্থী।

এ জাতীয় নির্দ্দেশ স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও লাল প্রহরী আন্দোলনের বিশেষ পর্য্যায়ে বহু ব্যক্তিকেই ; অনেক ক্ষেত্রে নির্ব্বিচারে, নিন্দা বা দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এমন কি অনেক বিশিষ্ট নেতাও এ আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন বিশেষ সতর্কতার সাথে ; বহু অভিযোগই তাঁরা উপেক্ষা করেছেন—তাঁরা জানতেন এ সমস্ত ভুল।

সাড়ে তিন কোটি গ্রন্থ সেট

চীন সরকারের সাংস্কৃতিক দফতর আগামী দেড় বছরের মধ্যে চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর নির্ব্বাচিত রচনার গ্রন্থাবলীর সাড়ে তিন কোটি সেট প্রকাশ ও দেশের সর্ব্বত্র বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মাও-রচনার প্রতি সেটে চার খণ্ড করে গ্রন্থ রয়েছে। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, বিপ্লবী কর্ম্মী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মাও-এর রচনা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করায় এবং ক্রেতা সাধারণের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

গত বছর মাও-এর বিভিন্ন শ্রেণীর রচনার (গ্রন্থাবলী নয়) বিশ কোটি ছোট-বড়ো পুস্তক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রয় হয়েছে। তা' ছাড়া গ্রন্থাবলীর কাটতিও উল্লেখযোগ্য ছিল।

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক দফতর সম্প্রতি চেয়ারম্যান মাও-এর গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয় সংক্রান্ত প্রশ্নে প্রকাশ, মুদ্রণ ও বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত কর্ত্তৃপক্ষের এক জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। উক্ত সম্মেলনে দ্রুতগতিতে পুস্তক প্রকাশ এবং দেশের সর্ব্বত্র সর্ব্ব স্তরে প্রকাশিত পুস্তক নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে পৌছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সম্মেলন সম্পর্কিত সংবাদে বলা হয়েছে যে, সাম্প্রতিককালে

বহু সংখ্যক প্রকাশনী ও প্রচার বিভাগ এক অশুভ চক্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। তারা বিভিন্ন অজুহাতে মাও-রচনা প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করেছে। তার ফলে মাও-রচনার চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় নাই। মাও-এর চিন্তাধারা ও সমাজতন্ত্র বিরোধী উক্ত অশুভ চক্রটি মাও-রচনাবলী প্রকাশ হ্রাস করে অতীতে বহু সংখ্যক সমাজ বিরোধী বিষাক্ত পুস্তক সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই।

নির্ব্বাচিত রচনার গ্রন্থাবলীর বাইরে 'ক' ও '৭' শ্রেণীভুক্ত মাও রচনা এবং তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচিত পুস্তিকাসমূহ প্রদেশ, পৌরসভা ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের কর্ত্তৃপক্ষ প্রধানতঃ প্রকাশের দায়িত্বে থাকবেন। প্রকাশক কর্ত্তৃপক্ষ লক্ষ্য রাখবেন যাতে আগামী দু বছরের মধ্যে মাও রচনার কোন প্রকাশ ঘাটতি বাজারে না থাকে।

মাও-এর পুস্তক ও চিত্র

গত ১লা অক্টোবরের (জাতীয় দিবস) পূর্ব্বে চেয়ারম্যান মাও-এর ত্রিশ মিলিয়ন বা তিন কোটি চিত্র (পোরট্রেট) বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হয়েছিল। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত চিত্রই বিক্রয় হয়ে যায় এবং পুনরায় উক্ত চিত্রের চাহিদা পূরণের জন্য মুদ্রণ চলছে। এছাড়া লাল প্রহরী ও অন্যান্যদের সাথে চেয়ারম্যান মাও-এর সাক্ষাৎকারের আলোকচিত্রও প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রয় হচ্ছে।

'মা-ও সে তুং প্রচার টীমের তরুণী লাল প্রহরীগণ
রাস্তার উপর নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করছেন—
'চেয়ারম্যান মাও-এর বই পেয়েছি আমরা'।

শানসী প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে তরুণ-তরুণী মিলিসিয়াদের
রাইফেল চালনা সম্পর্কে ক্লাশ নেয়া হচ্ছে।

অত্যাধুনিক উড কাভিং-এ বিপ্লবী জনতা।

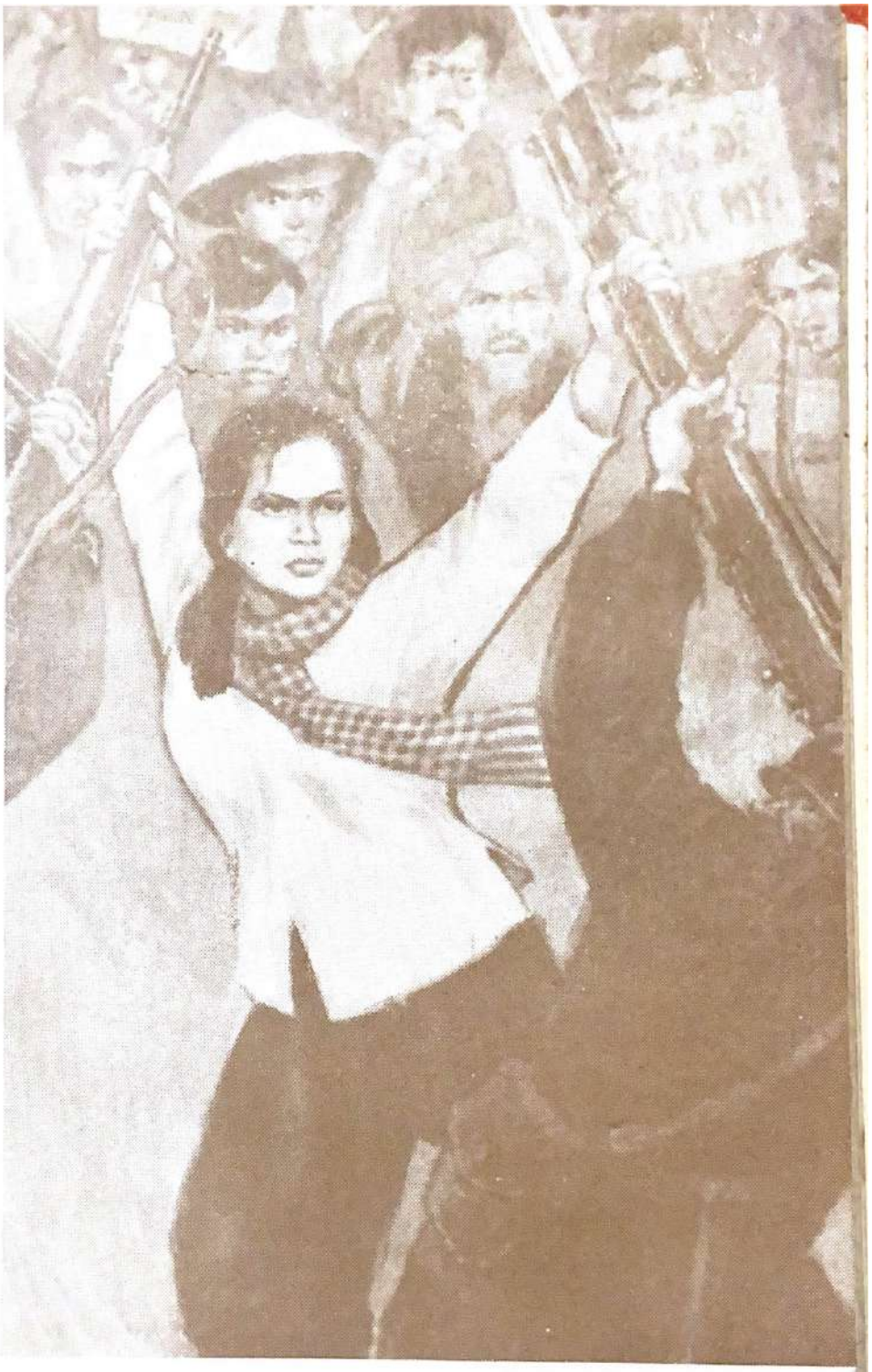

ইঙ্ক-ব্রাস। 'ক্রোধাগ্নি'। চীনা শিল্পী : হুং লু।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের এই তরুণী এক মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলের সময় ক্রীড়নক সৈনিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

শিয়াও শিয়ান তোয়ে—ইয়ং পাইওনীয়ার। এরা সাংতুং প্রদেশের প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী।

পিকিং-এর একদল শিশু 'ক্ষুদে ট্রাফিক পুলিশ' খেলায় অংশ নিচ্ছে।

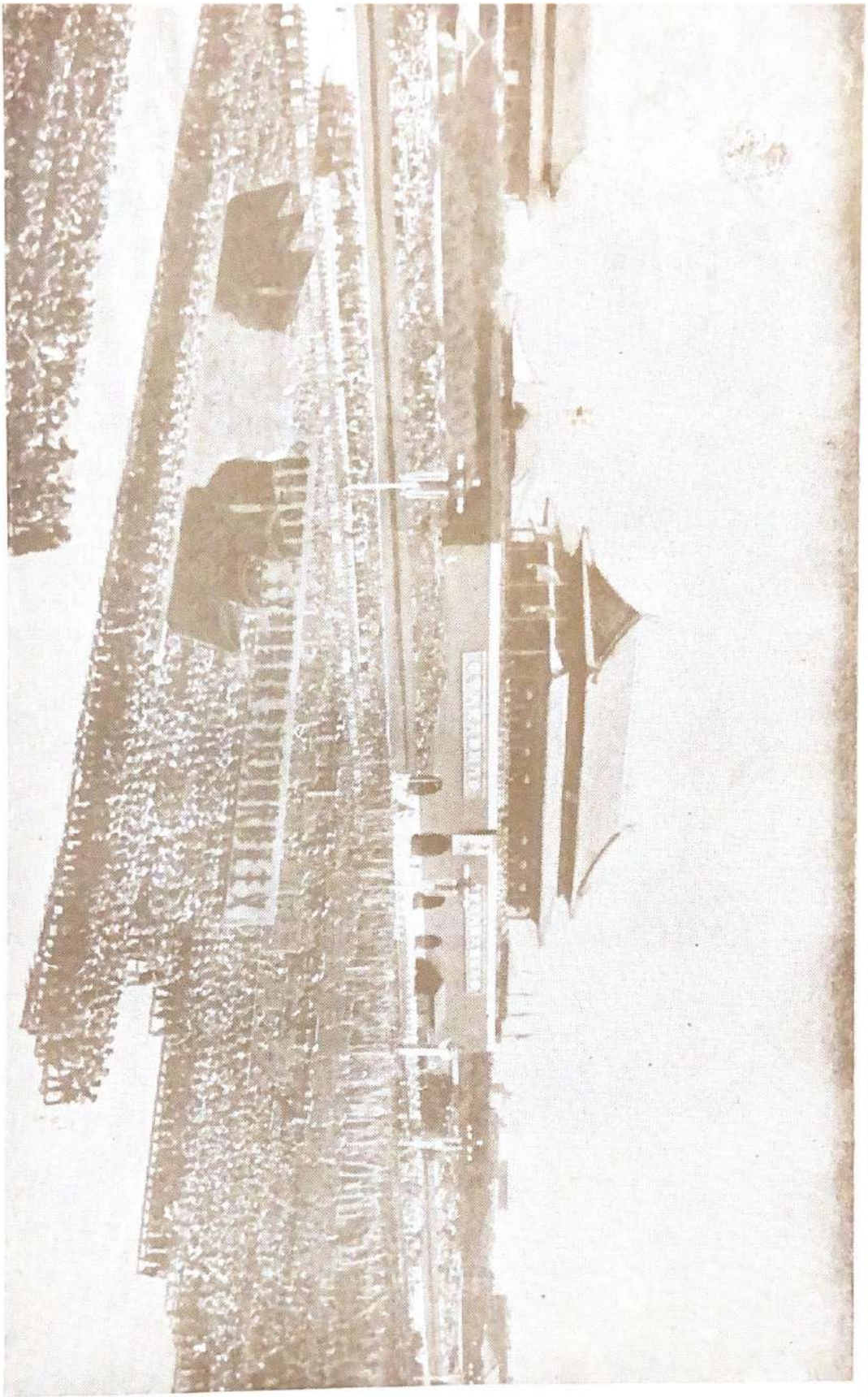

জাতীয় দিবস : ১৯৬৬ সালের ১লা অক্টোবর জাতীয় দিবসে চেয়ারম্যান মাও ও অন্যান্য নেতৃবর্গ তিয়ান আন মেন্ ময়দানে পনের লক্ষ নাগরিকের অভিবাদন গ্রহণ করেন।

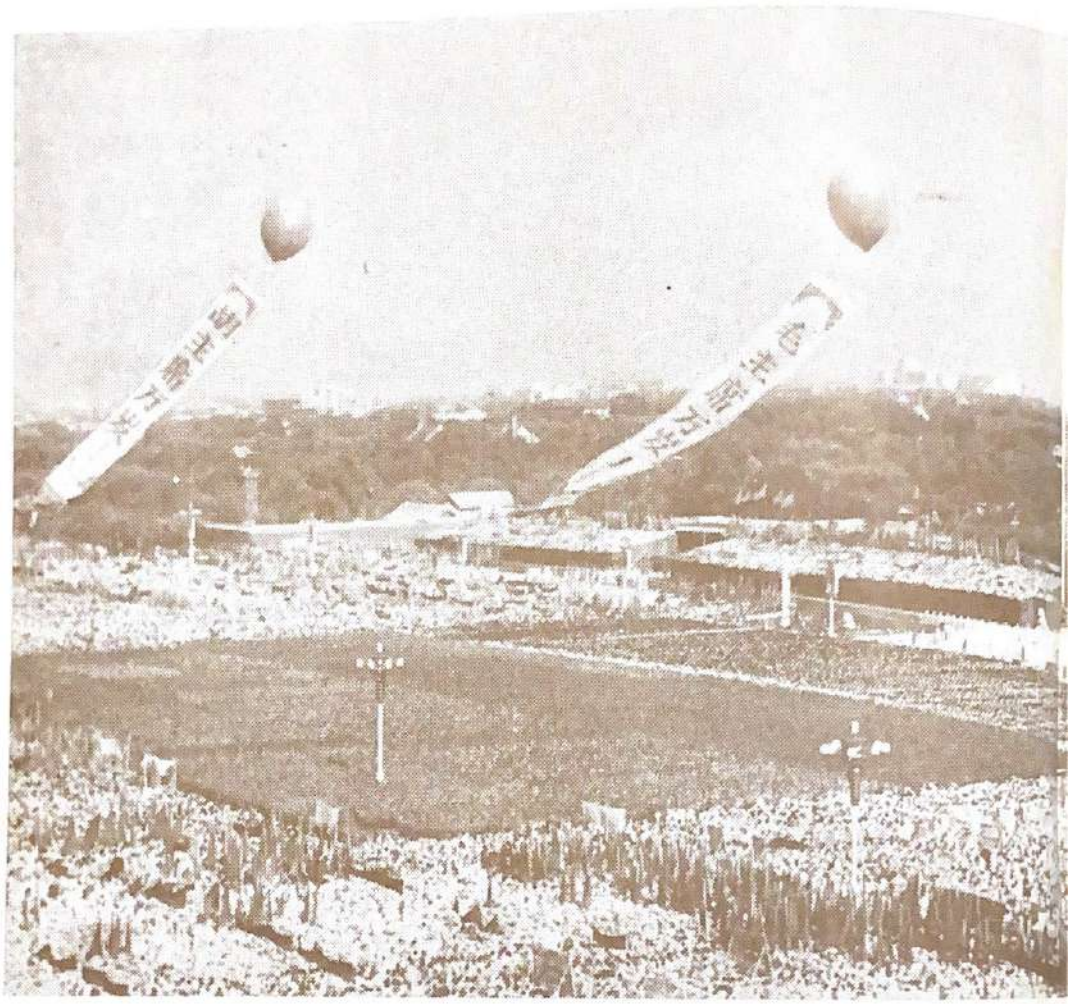

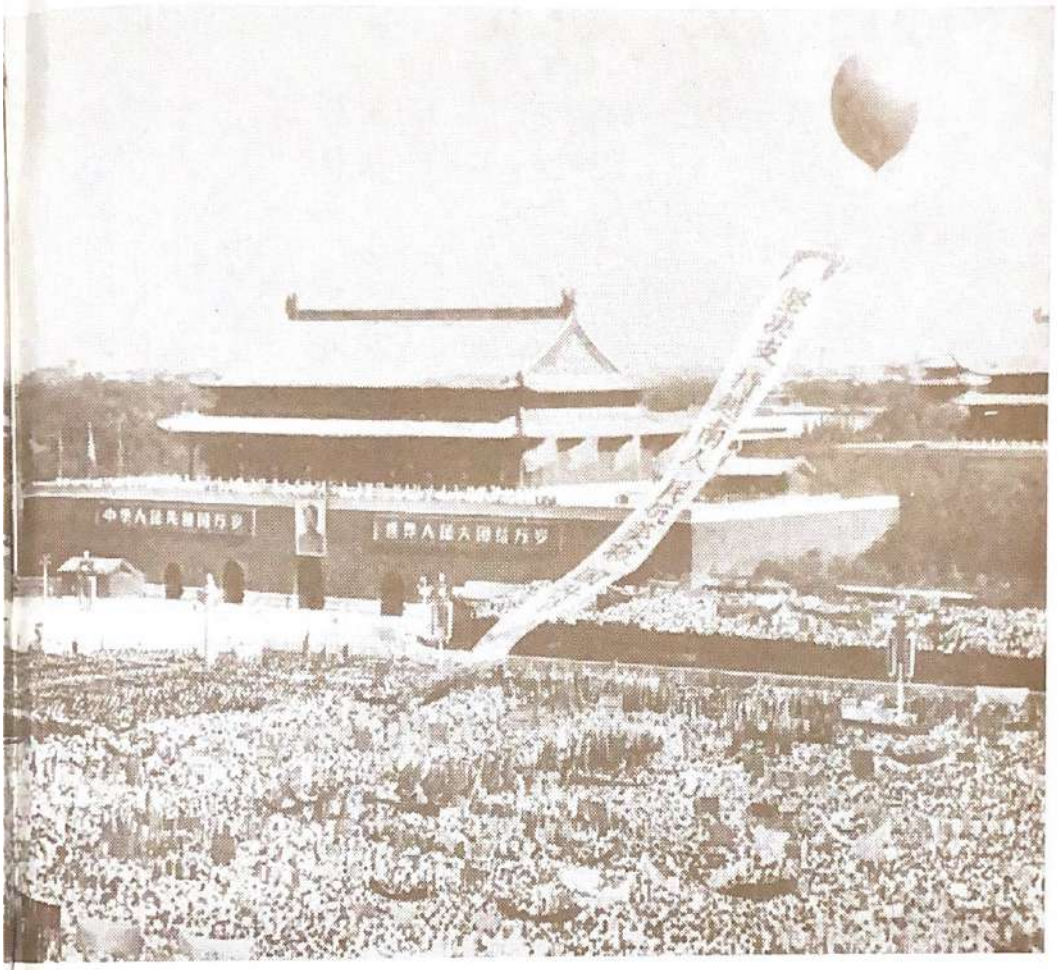

১৯৬৬ সালের ২২শে জুলাই পিকিং-এর তিয়ান আন মেন স্কোয়ারে ভিয়েতনাম মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে ও ভিয়েতনামে মার্কিন আক্রমণের প্রতিবাদে এক মিলিয়ন নাগরিকের বিক্ষোভ র‍্যালী। র‍্যালীতে তিন লক্ষ সশস্ত্র সৈন্য ও মিলিসিয়া যোগদান করে— উক্ত জুলাই মাসে দক্ষিণ ভিয়েতনামে হামলাকারী মার্কিনী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যাও ছিল তিন লক্ষ। চেয়ারম্যান লিউ শাও চী এই র‍্যালীতেই চীনা জন গণের পক্ষ থেকে শেষ বক্তৃতা করেন।

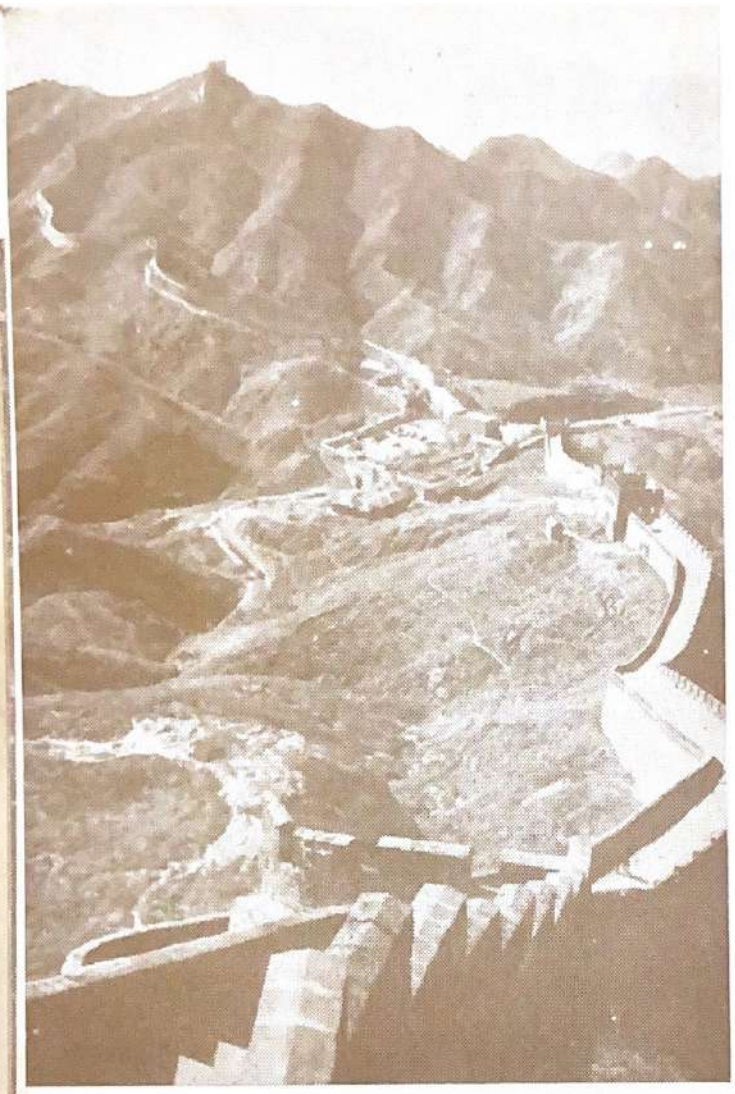

চীনের প্রাচীর : পিকিং-এর দূরবর্তী পা-তা-লিং পাহাড়ের উপরে উক্ত প্রাচীরের অংশ। চীনের বিশ হাজার বছরের বহু কাহিনী এই প্রাচীরের সাথে জড়িত।

পিকিং-এর গ্রীষ্ম প্রাসাদের 'কুনমিং' হ্রদ বিদেশী ও চীনাদের কাছে নৌকা বিহারের এক বিশেষ আকর্ষণ।

সিচোয়ান প্রদেশে তরুণ শিল্পীদের "খাজনা আদায়ের সেরেস্তা" ভাস্কর্য সেটের একটি অংশ। জমিদার লিউর সেরেস্তায় কর্মচারীদের অত্যাচারের দৃশ্য।

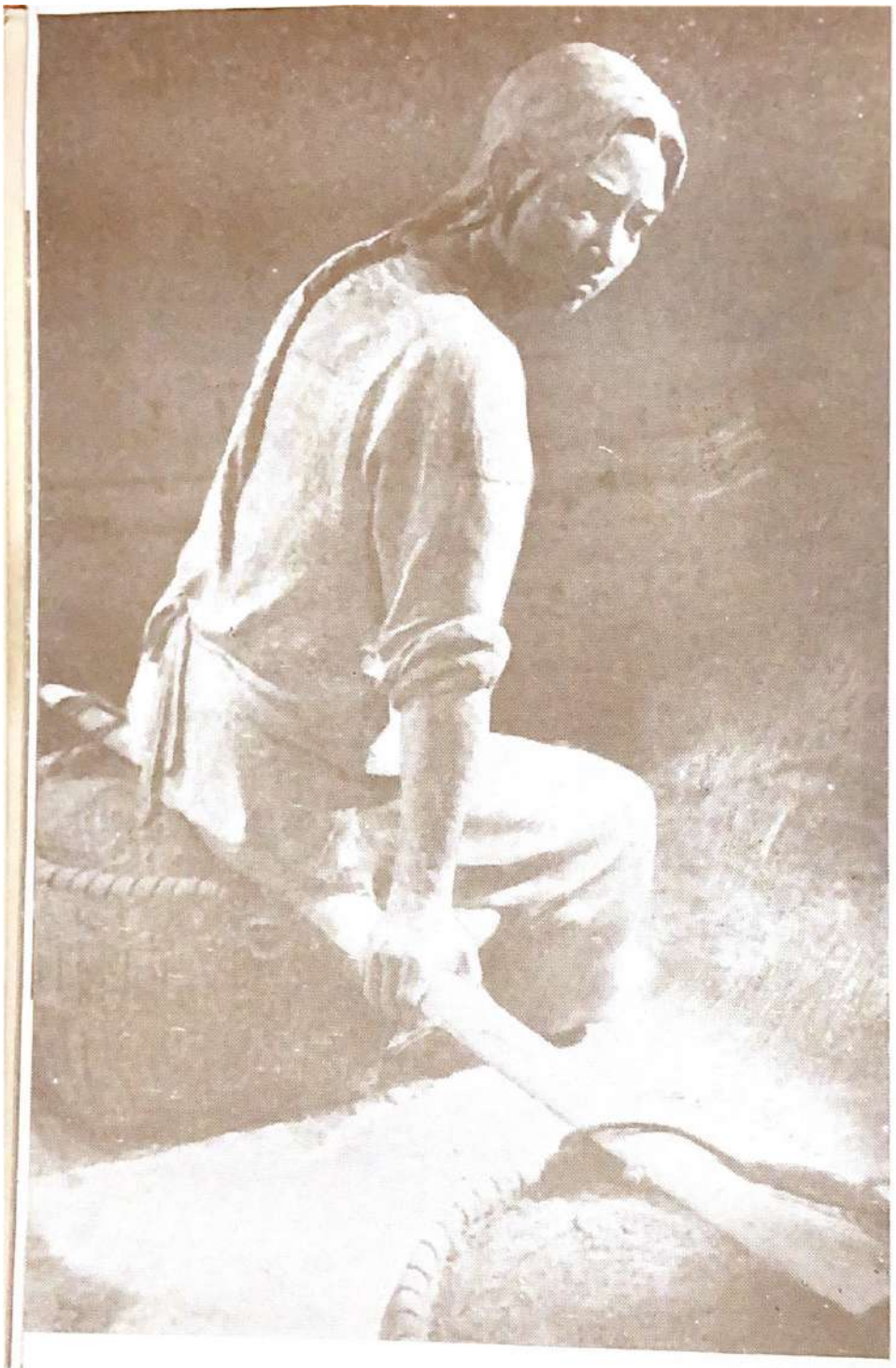

"খাজনা আদায়ের সেরেস্তা" ভাস্কর্যের দৃশ্যে এক তরুণী। তার মুখমণ্ডলে বিদ্রোহের পূর্বাভাষ।

বর্ত্তমান পর্য্যায়ে এই নতুন সিদ্ধান্ত বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। এ বছরের শেষ র‍্যালীর (২৫শে ও ২৬শে নবেম্বর) পর গত ২৮শে নবেম্বর সাহিত্য, শিল্প ও সাংস্কৃতিক কর্ম্মীদের এক সমাবেশে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। গ্রেট হলে অনুষ্ঠিত বিশ হাজার সাংস্কৃতিক কর্ম্মীর উক্ত সমাবেশে আরো ঘোষণা করা হয় যে, প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক নেত্রী চিয়াং চিং-কে চীনা গণমুক্তি বাহিনীর সমগ্র সাংস্কৃতিক কর্ম্মের উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হয়েছে। চিয়াং-চিং বর্ত্তমানে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংস্কৃতিক বিপ্লব গ্রুপের প্রথম সহকারী পরিচালিকা। উক্ত দুটি সিদ্ধান্তের ফলে প্রকৃতপক্ষে চিয়াং চিং-এর উপর সামরিক বাহিনী ও রাজধানী পিকিং-এর সমগ্র সাংস্কৃতিক কর্ম্মক্ষেত্রের দায়িত্ব পড়েছে। সাংহাই, ক্যাণ্টন ও অন্যান্য স্থানের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বভারও সামরিক বাহিনীর উপর ন্যস্ত হবে কিনা সে বিষয়ে এখনো কোন কিছু ঘোষণা করা হয়নি।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পার্টি কমিটির সামরিক কমিশন ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব গ্রুপ পিকিং-এর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো গণমুক্তি বাহিনীর হস্তে অর্পণের এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবং সামরিক কমিশন চিয়াং চিংকে সামরিক বাহিনীর সাংস্কৃতিক কার্য্যক্রমের উপদেষ্টা নিযুক্ত করেছেন। গণমুক্তি বাহিনীর সাধারণ রাজনৈতিক বিভাগের সাংস্কৃতিক দফতরের প্রধান শিয়ে তেং-চুং উক্ত সমাবেশে উক্ত দু'টি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সমাবেশে সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময় পলিট-ব্যুরোর স্থায়ী কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই, উক্ত স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব গ্রুপের নেতা চেন পো

তা এবং চিয়াং চিং উপস্থিত ছিলেন—সমাবেশে তাঁরা বক্তৃতা করেন। বর্ত্তমানে প্রধান চারটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সামরিক বাহিনীর পরিচালনাধীন হয়েছে—এদের মধ্যে দু'টি অপেরা সংস্থা, একটি ব্যালে নৃত্য প্রতিষ্ঠান ও একটি সঙ্গীত কেন্দ্র। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত চারটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছেঃ এক নম্বর পিকিং অপেরা কোম্পানী, জাতীয় পিকিং অপেরা থিয়েটার, কেন্দ্রীয় সঙ্গীত সমিতি এবং কেন্দ্রীয় সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিষ্ঠানের ব্যালে ট্রুপ ও অর্কেষ্ট্রা। এই চারটি প্রধান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় রাজধানীর প্রায় সমস্ত সাংস্কৃতিক তৎপরতার জন্যেই এখন থেকে সামরিক বাহিনী দায়ী থাকবেন। পিকিং-এ উক্ত চারটি প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য কোন উল্লেখযোগ্য এই জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নেই বললেই চলে।

চিয়াং চিং সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির সাথে বিশেষভাবে জড়িত—বিশেষ করে আধুনিক অপেরা ও প্রগতিশীল চলচ্চিত্র তাঁর প্রিয় সাবজেক্ট। চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর বর্ত্তমান স্ত্রী চিয়াং চিং ইতিপূর্ব্বে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পিকিং অপেরার সংস্কার সাধন করেছিলেন; এক সময় তিনি আর্ম্মি ষ্টুডিওতে কতিপয় চলচ্চিত্রের প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক রূপ দিয়েছেন। কিন্তু সে সময় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁর সংস্কার ও প্রস্তাব গ্রহণ করেননি বরং অনেক ক্ষেত্রে উল্টো পথ অবলম্বন করা হয়েছিল। তিনি পিকিং অপেরা, ব্যালে, সিমফনিক মিউজিক ও অন্যান্য শিল্প ক্ষেত্রে এক সময় যে সমাজতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করেছিলেন, তা এখন নয়া পরিচালনার অধীনে কার্য্যকরী করা হবে।

চেয়ারম্যান মাও প্রায় পঁচিশ বছর পূর্ব্বে ইয়েনান ফোরামে বলেছিলেন যে, "শত্রুকে পরাজিত করতে হলে প্রাথমিকভাবে সশস্ত্র সৈনিকের প্রয়োজন। কিন্তু কেবলমাত্র সেনাবাহিনীই যথেষ্ট নয়; আমাদের সাংস্কৃতিক বাহিনীও অবশ্য থাকতে হবে।" বর্ত্তমানে এই উদ্ধৃতি সর্ব্বত্রই ব্যবহার করা হচ্ছে। আর সর্ব্বস্তরে সাংস্কৃতিক বাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে।

অনেকের ধারণা, অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর সমস্ত সাহিত্য-শিল্প-সাংস্কৃতিক সংস্থা গণমুক্তি বাহিনীর সাংস্কৃতিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং চিয়াং চিং সামরিক বাহিনীর সংস্কৃতি কর্ম্মের উপদেষ্টারূপে এই গুরুদায়িত্ব বহন করবেন।

সাংস্কৃতিক কর্ম্মীদের এই সমাবেশে চেন পো তা সভাপতিত্ব করেন। তিনি ভাষণে চিয়াং চিং-এর প্রশংসা করে বলেন যে, সাহিত্য-শিল্প ক্ষেত্রে বিপ্লবের নীতি কার্য্যকরী করার ব্যাপারে চিয়াং চিং-এর অসাধারণ অবদান রয়েছে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব আরম্ভ হবার পর গত জুন মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশে চীনের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল—বলা হয়েছিল যে, নতুনভাবে সিলেবাস তৈরী করা হবে এই ছ'মাসে। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রচণ্ডতায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্ত্তন এসেছে এবং হয়তো নির্দ্ধারিত কর্ম্মসূচীর বাইরে ঘটনা প্রবাহ অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক সংস্থায়, রেডিও টেলিভিশন প্রচার কেন্দ্রে ও সরকারী দফতরে ব্যাপক পরিবর্ত্তন এসেছে। পিকিং-এ আগষ্ট মাস থেকে নবেম্বর

পর্য্যন্ত এগার মিলিয়ন নাগরিকের আটটি র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুনরায় শীতের পর মার্চ্চ-এপ্রিল বসন্তকালে র‍্যালী হবে। এ অবস্থায় ডিসেম্বরের মধ্যে নয়া সিলেবাস প্রস্তুত হয়নি বলে মনে হয়। হয়তো আগামী বছরের (১৯৬৭) আগষ্ট পর্য্যন্ত আন্দোলন বর্ত্তমান গতিতেই চলবে; কিন্তু সিলেবাস তৈরীর কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দফতরসমূহ ও কমিটির সভা হচ্ছে। স্থানীয় রিপোর্ট থেকে মনে হয়, আগামী বছর মার্চ্চ অথবা সেপ্টেম্বর মাসে সমস্ত স্কুল-কলেজ-ইন্সটিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় ক্লাশ শুরু হবে; তবে কোন সরকারী ঘোষণা নেই।

ভ্রম সংশোধনের নির্দ্দেশ

উপযুক্ত প্রমাণ ও তথ্য পাওয়া না গেলে কাউকে প্রতিক্রিয়াশীল, প্রতিবিপ্লবী বা পুঁজিবাদের পথগামী বলে আখ্যায়িত করা উচিত হবে না—সম্প্রতি এই মর্ম্মে সমস্ত ক্যাডার ও রাজনৈতিক কর্ম্মীদের প্রতি নির্দ্দেশ দান করা হয়েছে। তদুপরি কেউ যদি বিপথগামীও হয় তবুও বলপ্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। ভুল করে যদি কোন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে তীব্র নিন্দা বা দোষী সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে, তবে তা সংশোধনের জন্য নির্দ্দেশ এসেছে।

প্রকাশ, পার্টি কর্ত্তৃপক্ষ এজাতীয় ভুলের ব্যাপারে সতর্ক হয়েছেন এবং এভুলের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখছেন। অনেক ক্ষেত্রে যে বিশেষ উৎসাহের ফলে ভুল করে বিপ্লবপন্থী বা দোষমুক্ত ব্যক্তিদেরও প্রতিক্রিয়াশীল বা প্রতি-

বিপ্লবী বলে চিহ্নিত করা হয়নি, তা নয়।

এ শ্রেণীর ভুলভ্রান্তি সংক্রান্ত রিপোর্ট পার্টি কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁচেছে বলে জানা যায়। সে কারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে কর্ম্মীদের বিশেষ সতর্ক করে দিচ্ছেন এবং এভুল সংশোধন করতে বলছেন।

চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র তত্ত্বমূলক পত্রিকা "রেড ফ্ল্যাগের" এ মাসের শেষ সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে এই ভুল ও ভ্রম সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। "নয়া বিজয় অর্জ্জন করুন" শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে উক্ত বিষয়টিই আলোচনাকালে একথাও বলা হয়েছে যে, সামান্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একগুয়েমী করে এখনো বুর্জ্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করে চলছেন; কিন্তু তাঁরা ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। এক সময় ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিলেন, এমন অনেক ব্যক্তি তাঁদের ভুল পথ ত্যাগ করে সঠিক পথ গ্রহণ করছেন।

পত্রিকাটিতে বলা হয়েছে যে, কতিপয় মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদের পথগামী ব্যক্তি নিজেদের রক্ষার উদ্দেশ্যে জনগণের এক অংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছেন। এই বুর্জ্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল নীতির সমর্থক কিছু সংখ্যক ব্যক্তি পার্টির অভ্যন্তরে ছিলেন এবং তাঁদের হাতে ক্ষমতা ছিল।

মনে হয় বর্ত্তমানে কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে তিনটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হতে বলছেন: (ক) সর্ব্ব বিষয়ে বিবেচনা না করে যে কোন ব্যক্তিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে দোষী সাব্যস্ত করলে ভুল

করার আশঙ্কা রয়েছে এবং এভাবে অনেক ক্ষেত্রে ভুল করাও হয়েছে। এই ভুল এড়াতে হবে। (খ) কারো বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করা যাবে না—যুক্তি তর্ক দিয়ে বুঝিয়ে বলার নীতির প্রতি আস্থাবান হতে হবে। (গ) "পার্টির মধ্যে অবস্থিত কতিপয় মুষ্টিমেয় ব্যক্তির" বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রেখে তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে।

পত্রিকাটির মতে বিরোধী ব্যক্তিদের যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে বলার ও কোন প্রকার বলপ্রয়োগ না করার নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নীতিতে সর্ব্বহারা জনগণ ও বিপ্লবী জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত। অতীতে যারা ভুল করে বল প্রয়োগ করেছেন তাদের গুরুত্ব সহকারে সেই ভুল সংশোধন করতেই হবে। এবং ভুল ও শুদ্ধ সম্পর্কে তাঁদের যেন কোন বিভ্রান্তি না থাকে। পত্রিকাটি অতীতের ভ্রম-সংশোধন সম্পর্কে ৫টি কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। একটি বিশেষ নির্দ্দেশে বলা হয়েছে যে, আন্তরিকতার সাথে ভুল সিদ্ধান্ত সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়। এবং যে সমস্ত বিপ্লবী ব্যক্তিকে সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রবাহে ভুল করে "পার্টি বিরোধী" "ঝুটা বামপন্থী" "দক্ষিণ পন্থী" বা "প্রতিক্রিয়াশীল" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল তাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ ভুল সংশোধন করা হলে জনসাধারণ অবশ্যই তা সুস্থভাবে গ্রহণ করবেন এবং তাঁরা বুঝতে সক্ষম হবেন, সঠিক পথ কোন্‌টি ? জনসাধারণ যুক্তিবাদী ও বাস্তবপন্থী।

এ জাতীয় নির্দ্দেশ স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও লাল প্রহরী আন্দোলনের বিশেষ পর্য্যায়ে বহু ব্যক্তিকেই ; অনেক ক্ষেত্রে নির্ব্বিচারে, নিন্দা বা দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এমন কি অনেক বিশিষ্ট নেতাও এ আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন বিশেষ সতর্কতার সাথে ; বহু অভিযোগই তাঁরা উপেক্ষা করেছেন—তাঁরা জানতেন এ সমস্ত ভুল।

সাড়ে তিন কোটি গ্রন্থ সেট

চীন সরকারের সাংস্কৃতিক দফতর আগামী দেড় বছরের মধ্যে চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর নির্ব্বাচিত রচনার গ্রন্থাবলীর সাড়ে তিন কোটি সেট প্রকাশ ও দেশের সর্ব্বত্র বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মাও-রচনার প্রতি সেটে চার খণ্ড করে গ্রন্থ রয়েছে। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, বিপ্লবী কর্ম্মী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মাও-এর রচনা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করায় এবং ক্রেতা সাধারণের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

গত বছর মাও-এর বিভিন্ন শ্রেণীর রচনার (গ্রন্থাবলী নয়) বিশ কোটি ছোট-বড়ো পুস্তক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রয় হয়েছে। তা' ছাড়া গ্রন্থাবলীর কাটতিও উল্লেখযোগ্য ছিল।

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক দফতর সম্প্রতি চেয়ারম্যান মাও-এর গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয় সংক্রান্ত প্রশ্নে প্রকাশ, মুদ্রণ ও বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত কর্ত্তৃপক্ষের এক জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। উক্ত সম্মেলনে দ্রুতগতিতে পুস্তক প্রকাশ এবং দেশের সর্ব্বত্র সর্ব্ব স্তরে প্রকাশিত পুস্তক নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে পৌছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সম্মেলন সম্পর্কিত সংবাদে বলা হয়েছে যে, সাম্প্রতিককালে

বহু সংখ্যক প্রকাশনী ও প্রচার বিভাগ এক অশুভ চক্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। তারা বিভিন্ন অজুহাতে মাও-রচনা প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করেছে। তার ফলে মাও-রচনার চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় নাই। মাও-এর চিন্তাধারা ও সমাজতন্ত্র বিরোধী উক্ত অশুভ চক্রটি মাও-রচনাবলী প্রকাশ হ্রাস করে অতীতে বহু সংখ্যক সমাজ বিরোধী বিষাক্ত পুস্তক সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই।

নির্ব্বাচিত রচনার গ্রন্থাবলীর বাইরে 'ক' ও '৭' শ্রেণীভুক্ত মাও রচনা এবং তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচিত পুস্তিকাসমূহ প্রদেশ, পৌরসভা ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের কর্ত্তৃপক্ষ প্রধানতঃ প্রকাশের দায়িত্বে থাকবেন। প্রকাশক কর্ত্তৃপক্ষ লক্ষ্য রাখবেন যাতে আগামী দু বছরের মধ্যে মাও রচনার কোন প্রকাশ ঘাটতি বাজারে না থাকে।

মাও-এর পুস্তক ও চিত্র

গত ১লা অক্টোবরের (জাতীয় দিবস) পূর্ব্বে চেয়ারম্যান মাও-এর ত্রিশ মিলিয়ন বা তিন কোটি চিত্র (পোরট্রেট) বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হয়েছিল। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত চিত্রই বিক্রয় হয়ে যায় এবং পুনরায় উক্ত চিত্রের চাহিদা পূরণের জন্য মুদ্রণ চলছে। এছাড়া লাল প্রহরী ও অন্যান্যদের সাথে চেয়ারম্যান মাও-এর সাক্ষাৎকারের আলোকচিত্রও প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রয় হচ্ছে।

'মা-ও সে তুং প্রচার টীমের তরুণী লাল প্রহরীগণ
রাস্তার উপর নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করছেন—
'চেয়ারম্যান মাও-এর বই পেয়েছি আমরা'।

শানসী প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে তরুণ-তরুণী মিলিসিয়াদের
রাইফেল চালনা সম্পর্কে ক্লাশ নেয়া হচ্ছে।

অত্যাধুনিক উড কাভিং-এ বিপ্লবী জনতা।

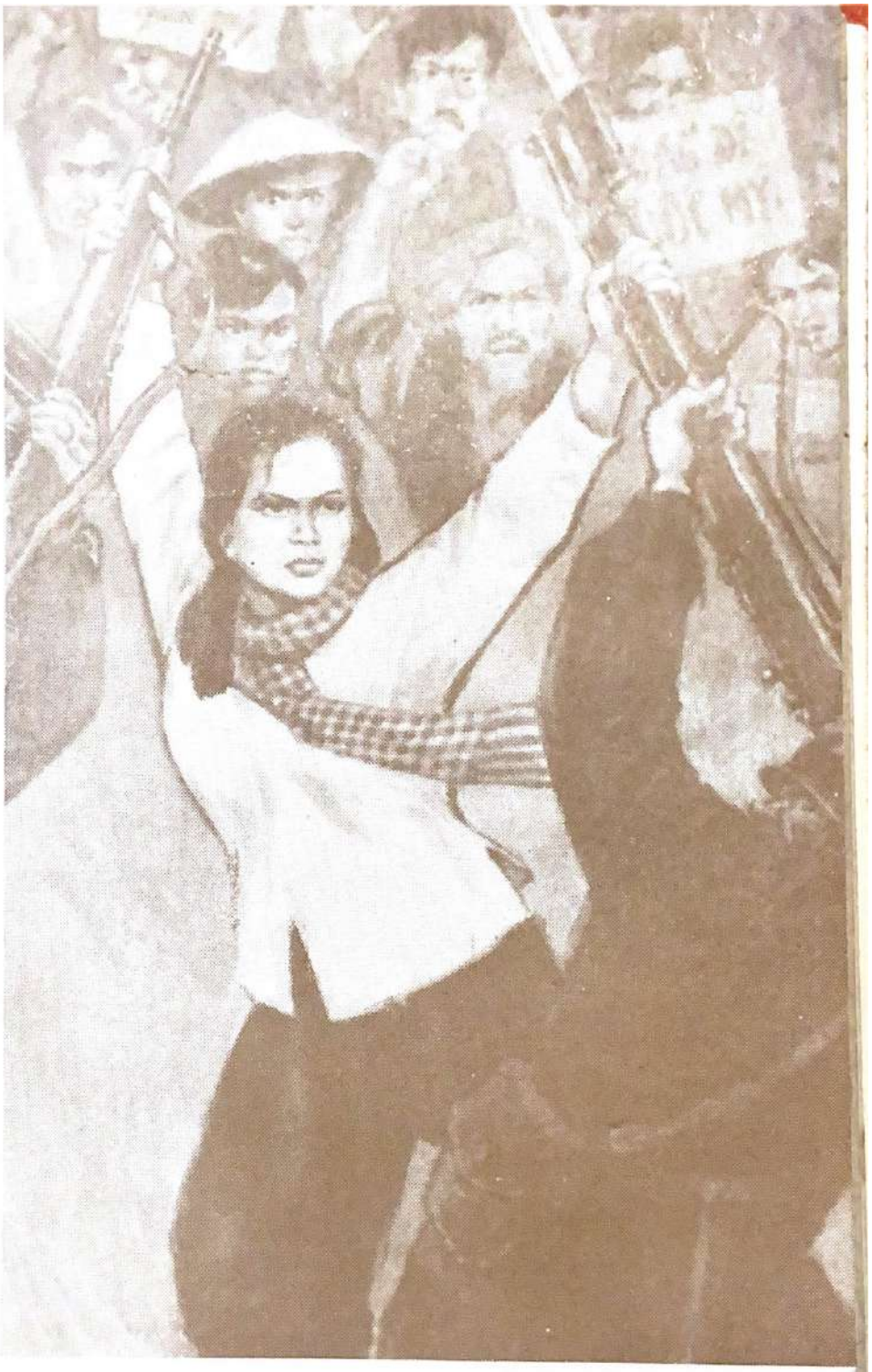

ইঙ্ক-ব্রাস। 'ক্রোধাগ্নি'। চীনা শিল্পী : হুং লু।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের এই তরুণী এক মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলের সময় ক্রীড়নক সৈনিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

শিয়াও শিয়ান তোয়ে—ইয়ং পাইওনীয়ার। এরা সাংতুং প্রদেশের প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী।

পিকিং-এর একদল শিশু 'ক্ষুদে ট্রাফিক পুলিশ' খেলায় অংশ নিচ্ছে।

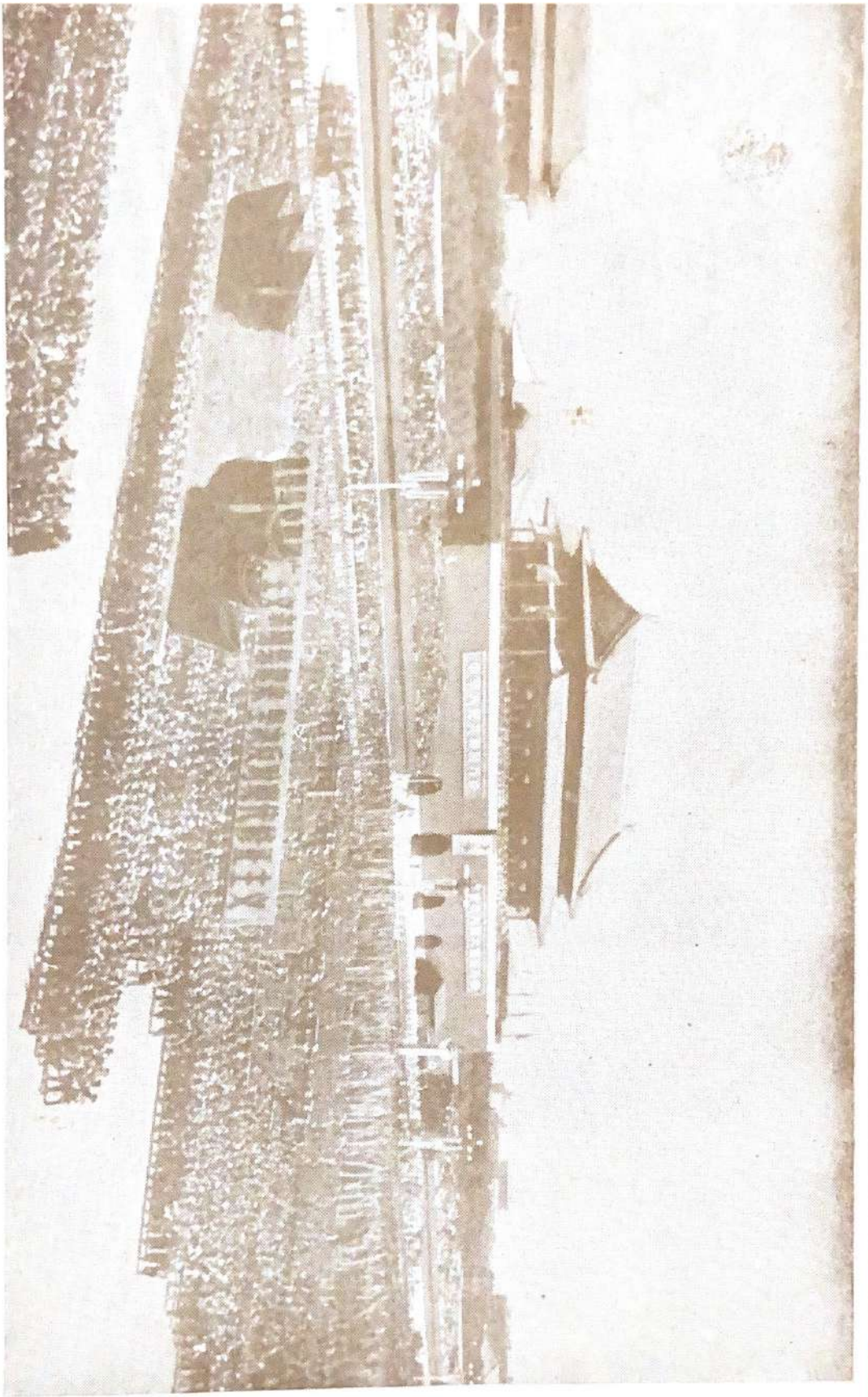

জাতীয় দিবস : ১৯৬৬ সালের ১লা অক্টোবর জাতীয় দিবসে চেয়ারম্যান মাও ও অন্যান্য নেতৃবর্গ তিয়ান আন মেন্ ময়দানে পনের লক্ষ নাগরিকের অভিবাদন গ্রহণ করেন।

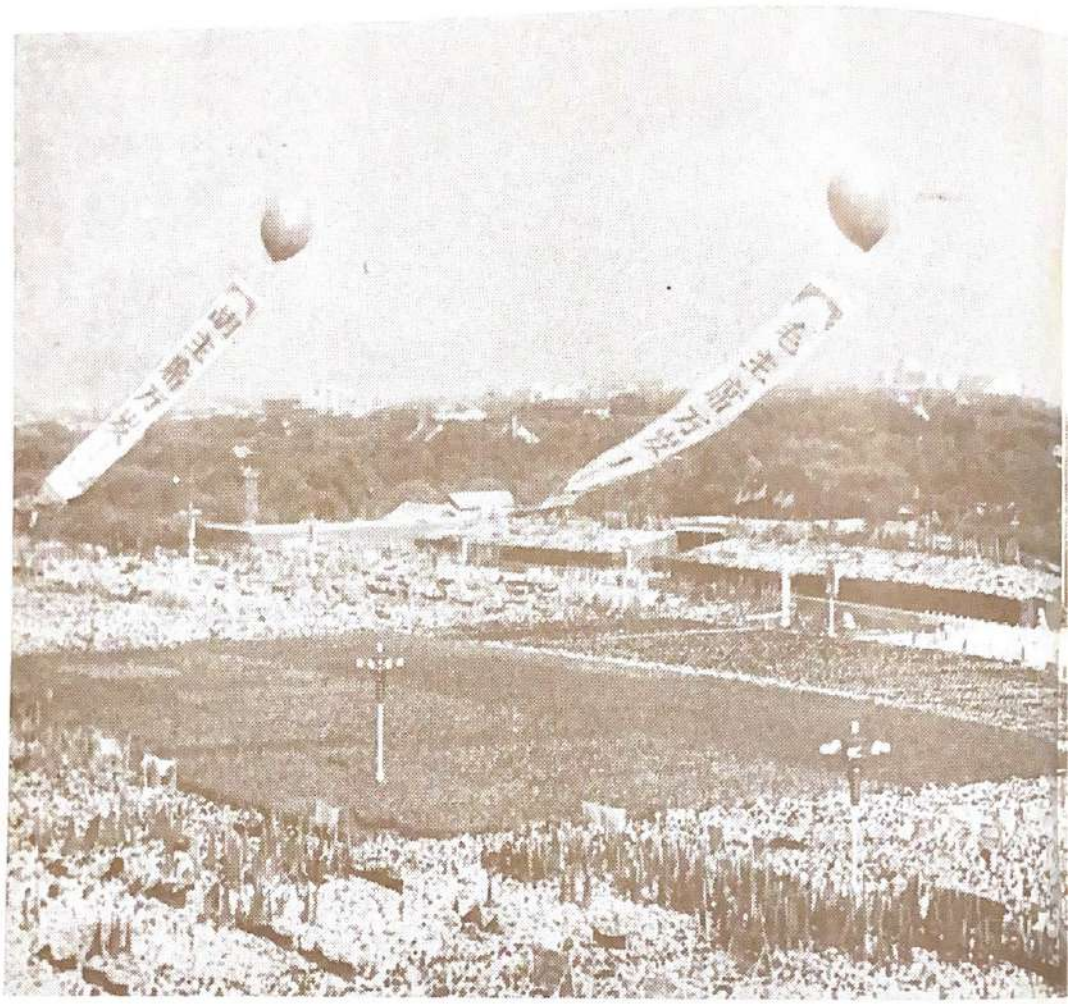

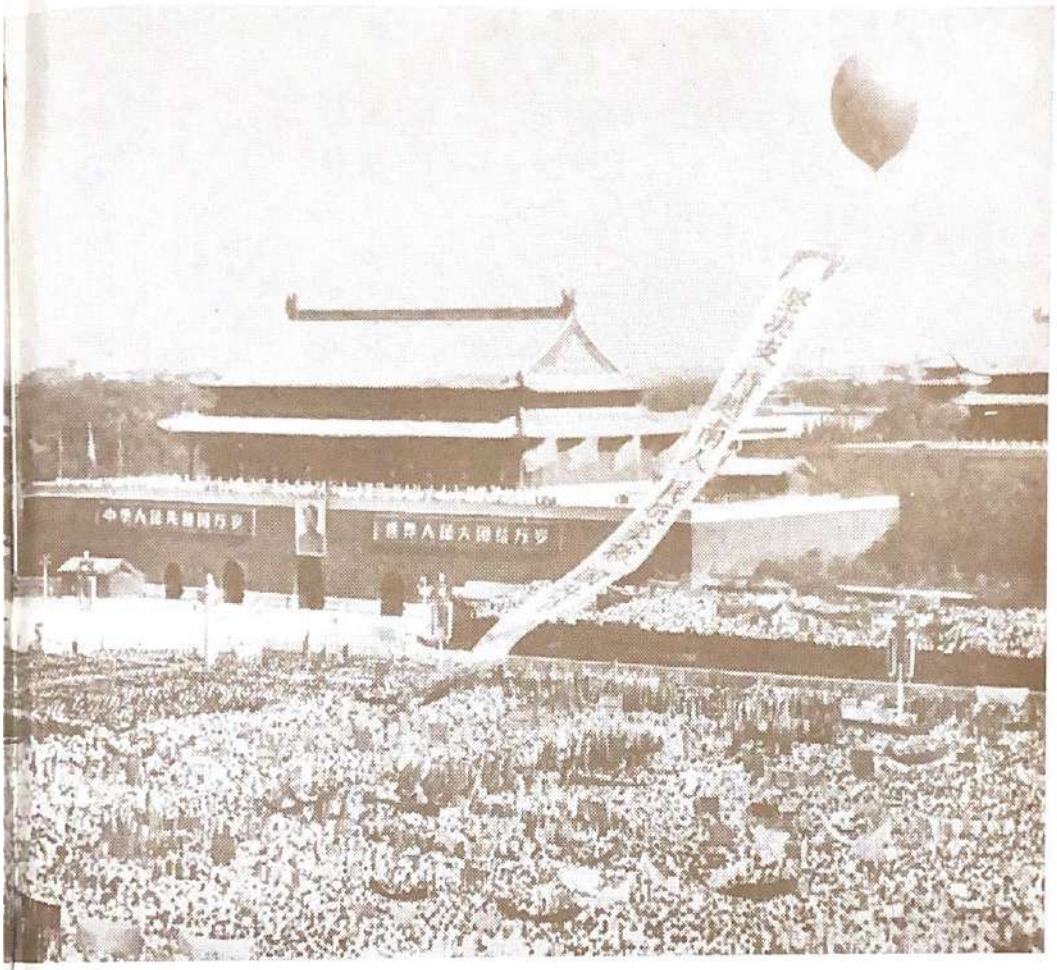

১৯৬৬ সালের ২২শে জুলাই পিকিং-এর তিয়ান আন মেন স্কোয়ারে ভিয়েতনাম মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে ও ভিয়েতনামে মার্কিন আক্রমণের প্রতিবাদে এক মিলিয়ন নাগরিকের বিক্ষোভ র‍্যালী। র‍্যালীতে তিন লক্ষ সশস্ত্র সৈন্য ও মিলিসিয়া যোগদান করে— উক্ত জুলাই মাসে দক্ষিণ ভিয়েতনামে হামলাকারী মার্কিনী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যাও ছিল তিন লক্ষ। চেয়ারম্যান লিউ শাও চী এই র‍্যালীতেই চীনা জন গণের পক্ষ থেকে শেষ বক্তৃতা করেন।

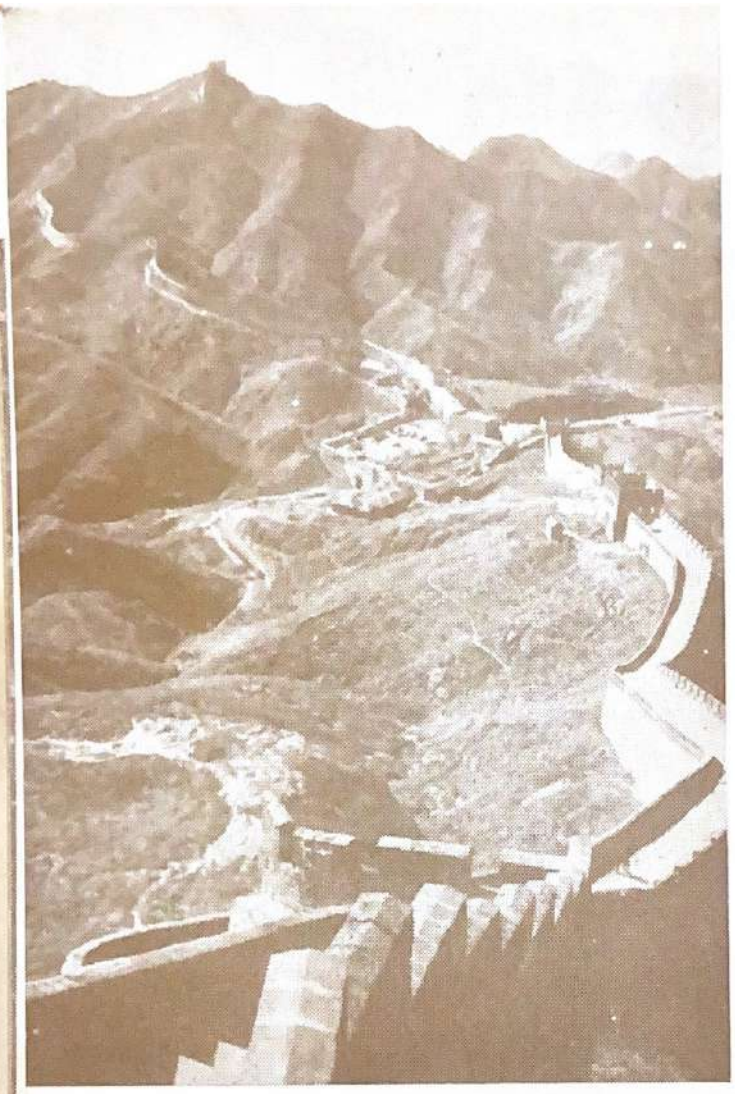

চীনের প্রাচীর : পিকিং-এর দূরবর্তী পা-তা-লিং পাহাড়ের উপরে উক্ত প্রাচীরের অংশ। চীনের বিশ হাজার বছরের বহু কাহিনী এই প্রাচীরের সাথে জড়িত।

পিকিং-এর গ্রীষ্ম প্রাসাদের 'কুনমিং' হ্রদ বিদেশী ও চীনাদের কাছে নৌকা বিহারের এক বিশেষ আকর্ষণ।

সিচোয়ান প্রদেশে তরুণ শিল্পীদের "খাজনা আদায়ের সেরেস্তা" ভাস্কর্য সেটের একটি অংশ। জমিদার লিউর সেরেস্তায় কর্মচারীদের অত্যাচারের দৃশ্য।

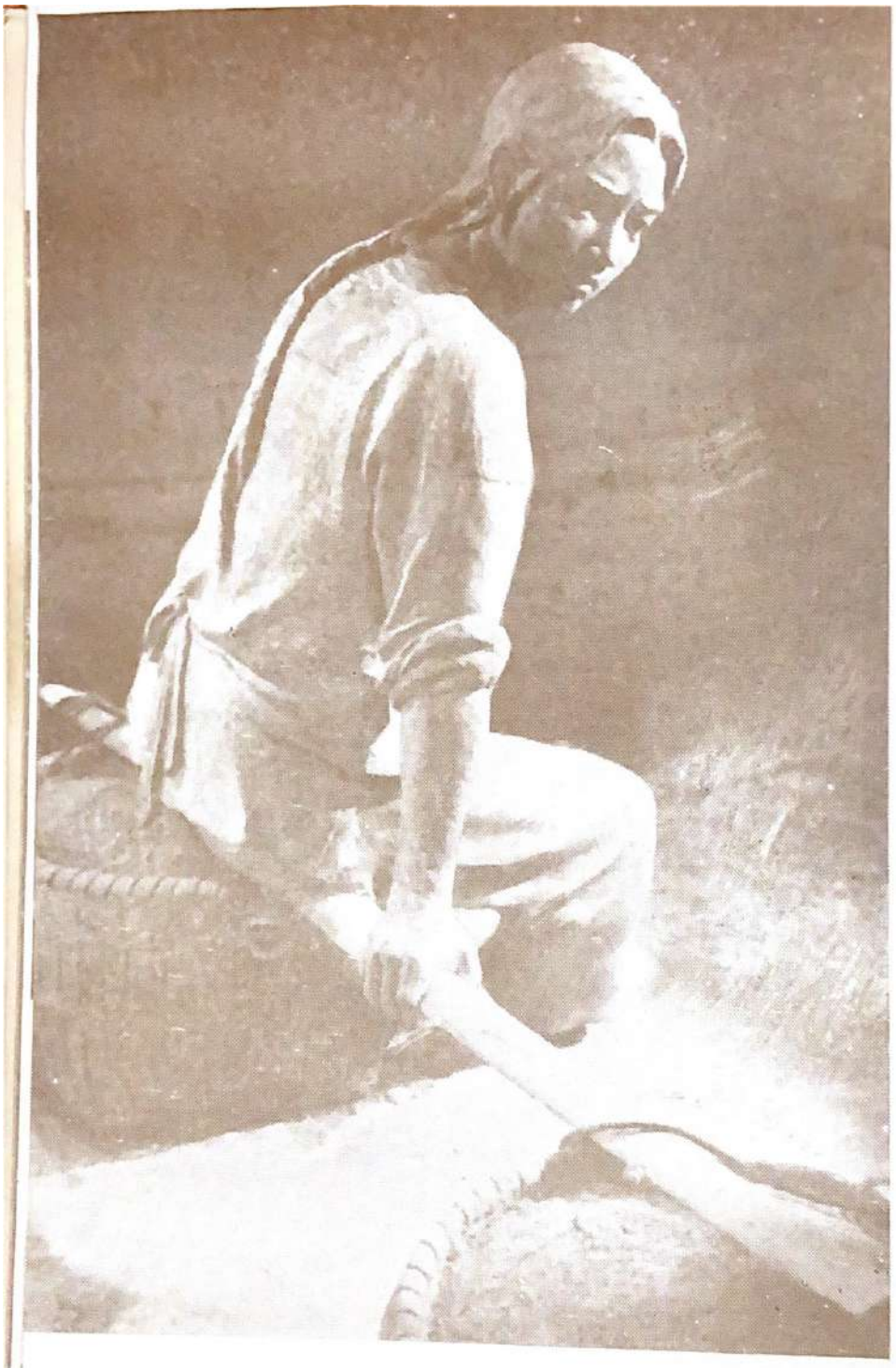

"খাজনা আদায়ের সেরেস্তা" ভাস্কর্যের দৃশ্যে এক তরুণী। তার মুখমণ্ডলে বিদ্রোহের পূর্বাভাষ।

চীনের আধুনিক উড কাভিং।

চীনের বর্তমান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ শারিরীক পরিশ্রম এবং সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে কাজ করতে যান।

যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত চিয়াং কাইশেকের এই চারটি ইউ-টু বিমান চীনের উত্তর ও পূর্ব আকাশে গণ মুক্তি বাহিনী গুলি বিদ্ধ করে ভূপাতিত করেছে।

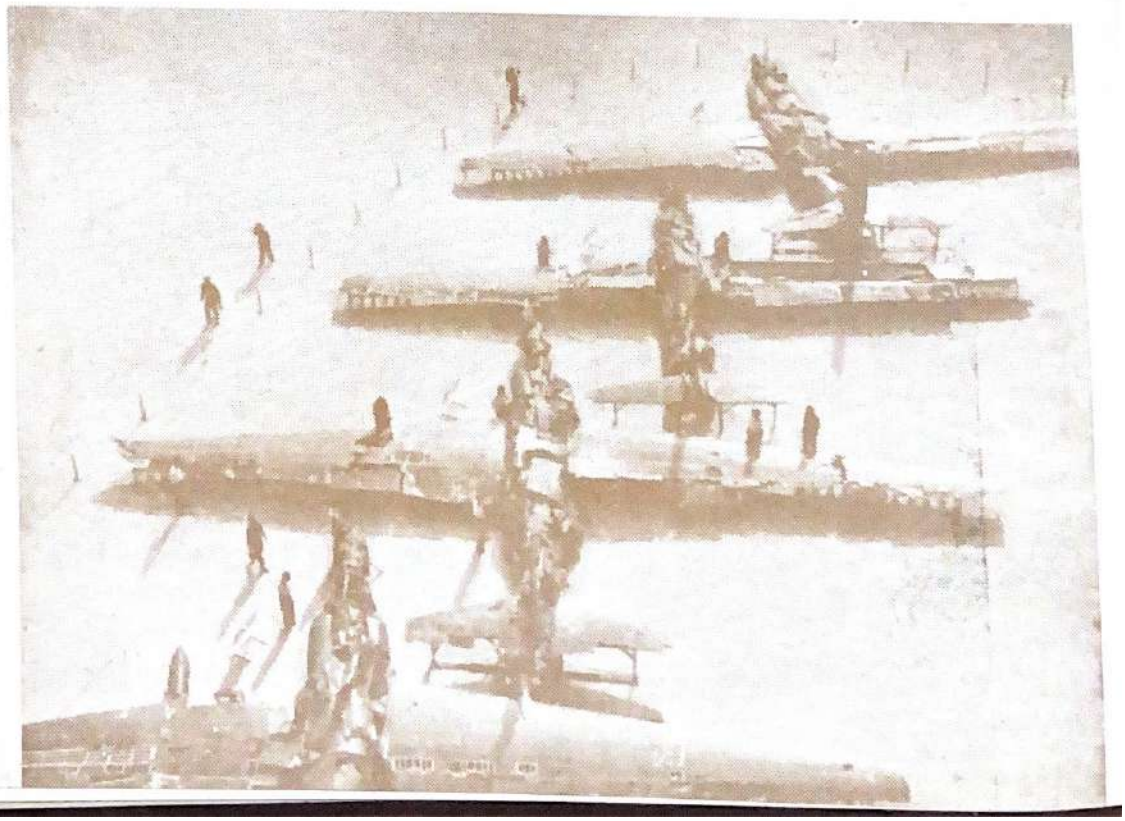

উত্তর চীনের একটি গণকম্যুনে জনৈকা তরুণী ক্ষেত থেকে তুলা সংগ্রহ করছেন।

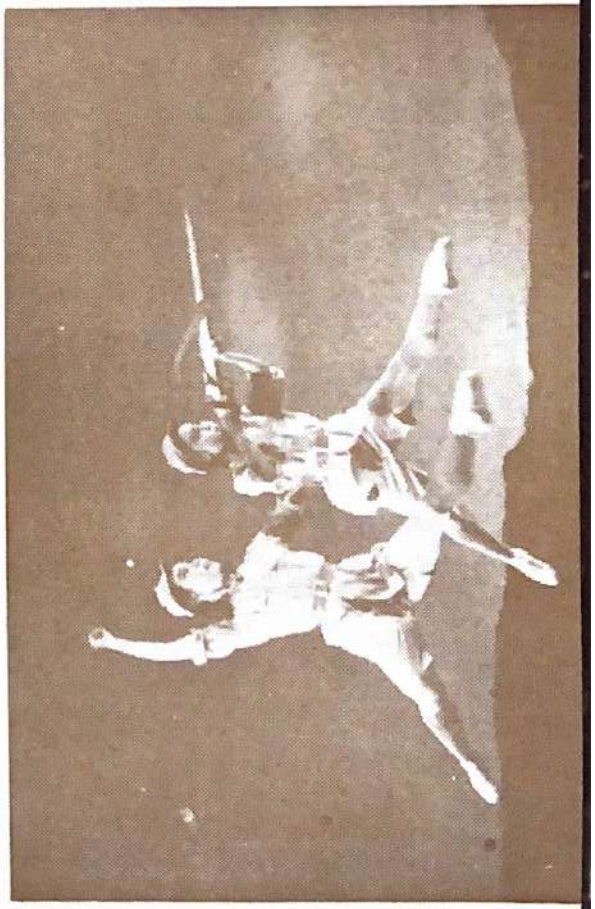

আধুনিক ব্যালে "লাল মহিলা বাহিনী"র একটি দৃশ্য।

উড কাট :
নেফড়েদের আড্ডায় হানা চীনা শিল্পী : চাং ছয়াং।

ভিয়েত না মে র বী রা ঙ্গ না সিসটার মুই এক ক্ষুদে গেরিলা দল নিয়ে শত্রু বাহিনীর বেন ত্রি পোষ্টে আকস্মিক হামলা করেন এবং পোষ্টের সবাইকে বন্দী করতে সক্ষম হন।

রাজধানী শহরের বিশেষ বিশেষ ফটোগ্রাফিক দোকানের সম্মুখে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত চেয়ারম্যান মাও-এর একটি নির্ব্বাচিত আলোকচিত্র টাঙিয়ে দেয়া হয়। উক্ত দোকানে দিনের পর দিন ওই একটি মাত্র চিত্রই বিক্রয় হতে থাকে, অবশ্য নিঃশেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত। মাও গ্রন্থাবলী যাতে প্রত্যেকের পড়ার অধিকার থাকে, প্রত্যেকটি ক্রেতার হাতে যেন পৌছায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ব্যাপকভাবে ছাপা হচ্ছে। বহু সংখ্যক প্রেস, যাতে কেবল ফর্ম বা রসিদ ছাপা হত, সেগুলোতেও চেয়ারম্যান মাও এর গ্রন্থাবলী ও উদ্ধৃতি পুস্তক ছাপার কাজ চলছে।

মাসাধিক কাল পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় পার্টি কমিটি মাও গ্রন্থাবলীর সাড়ে তিন কোটি সেট প্রায় দেড় বছরে মুদ্রণ ও বিক্রয়ের কথা ঘোষণা করেছেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজধানী পিকিং-এর এক ডজন প্রেসে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ৬৬ লক্ষ ভল্যুম মুদ্রণ সম্ভব হয়েছে এবং একই সাথে চেয়ারম্যান মাও-এর চল্লিশ লক্ষ চিত্র উক্ত প্রেসসমূহ ছাপিয়েছে।

চীনের সর্ব্বপ্রধান মুদ্রণ কেন্দ্র সাংহাই। চলতি বছরে সাংহাই এর প্রেসসমূহে মাও গ্রন্থাবলী যতো ছাপা হচ্ছে তার মোট সংখ্যা হবে গত বার বছরে মুদ্রিত সংখ্যার সমান। কাজের অগ্রগতি থেকে এই সংখ্যা অনুমান করা হয়েছে। চীনা ভাষা ছাড়াও তিব্বত, উইগুর, কাজাক, মোঙ্গল ও কোরিয়া ভাষাতেও চেয়ারম্যান মাও-এর গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য পুস্তক ছাপা হচ্ছে।

চেয়ারম্যান মাও-এর গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য পুস্তক জনসাধারণের চাহিদা মেটাবার জন্যে শেষ পর্য্যন্ত কতো কোটি প্রয়োজন হবে,

তা এই মুহূর্ত্তে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষও সঠিকভাবে বলতে পারছেন না। বর্ত্তমানে দ্রুতগতিতে আধুনিক ছাপাখানা স্থাপন করা হচ্ছে, বিশেষ করে মাও-গ্রন্থাবলী মুদ্রণের উদ্দেশ্যে।

উদ্ধৃতি পুস্তক

চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর উদ্ধৃতি পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন কপি ছাপা হয়েছে বলে প্রকাশ। এই লাল কভারযুক্ত পকেট সাইজ ক্ষুদে পুস্তকটি চীন দেশের প্রায় প্রত্যেকটি তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রী, অফিস কর্ম্মচারী ও রাজনৈতিক ক্যাডারের হাতে পৌঁচাচ্ছে।

প্রায় সোয়া তিনশ' পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি পুস্তকে মাও সে তুং-এর রাজনৈতিক দর্শন, ব্যাখ্যা ও তত্ত্বগত থিসিস সংক্ষিপ্ত আকারে স্থান পেয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে, বিশ্বের এক চতুর্থাংশ জনসংখ্যার একমাত্র রাজনৈতিক প্রশ্নোত্তর পুস্তকরূপে এই পুস্তকটি গৃহীত হয়েছে। শীঘ্রই এই পুস্তকটির প্রচার সংখ্যা ষাট মিলিয়নে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রণ কেন্দ্রে অন্যান্য মাও-রচনার সাথে দ্রুতগতিতে উদ্ধৃতি পুস্তকটি মুদ্রিত হচ্ছে। অনেকে মনে করেন, চাহিদা পূরণের জন্যে পুস্তকটির মুদ্রণ সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি করতে হবে।

পকেট পুস্তকটির মুখবন্ধে দেশরক্ষা মন্ত্রী লিন পিয়াও দেশবাসীকে চেয়ারম্যান মাও-এর রচনা পাঠ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে

এবং তাঁর নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। লিনের উক্ত আহবানের প্রতিলিপিও ছাপা হয়েছে। আর রয়েছে চেয়ারম্যান মাও-এর একটি আলোক চিত্র।

এই লাল কভারের ক্ষুদে পুস্তকটি প্রায় প্রত্যেকটি নাগরিকের হাতে পৌঁছাবে এবং এখন সর্ব্বত্রই দেখা যায়। পার্টি ও রাষ্ট্রের বিশিষ্ট নেতৃবর্গও পকেটে এই পুস্তকটি রাখেন। র‍্যালীর সময় চৌ এন লাই, লিন পিয়াও থেকে শুরু করে প্রায় প্রত্যেক নেতাই এই পুস্তকটি হাতে রাখেন। গ্রেট হলের সভায় প্রায়ই প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইকে জনসাধারণের উদ্দেশে এই লাল পুস্তকটি তুলে ধরতে দেখা যায়। কম্যুনের কৃষক, কারখানার শ্রমিক, অফিসের কর্ম্মচারী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীগণ কাজের অবসরে উদ্ধৃতি পুস্তক থেকে সমবেত কণ্ঠে পাঠ করেন। অধিকাংশ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সভা শুরু হয় লাল পুস্তকের উদ্ধৃতি পাঠ দিয়ে। গণমুক্তি বাহিনীর প্রত্যেকের পকেটে এই পুস্তকটি স্থান পেয়েছে। কৃষকগণ মাঠে এই পুস্তক নিয়ে যান। সৈনিকদের এক হাতে রাইফেল আর এক হাতে পুস্তক। ট্রলি-ড্রাইভার ও বিমানের পাইলট উদ্ধৃতি পুস্তকটি সাথে রাখেন। হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সদের পকেটে এই পুস্তক।

সংবাদপত্র, সিনহুয়া, রেডিও এবং টেলিভিশনে মাও-উদ্ধৃতি একটি স্থায়ী ফিচার এখন। বর্ত্তমানে উক্ত উদ্ধৃতি পুস্তক জাপানী ও ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। অন্ততঃ আরো এক ডজন ভাষায় পুস্তকটি অনুবাদের কাজ চলছে বলে প্রকাশ।

শিশু-কিশোরদের অতিরিক্ত শিক্ষা

সমগ্র চীনে বর্ত্তমানে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলছে, তার একটি প্রধান অংশ হচ্ছে শিশু-কিশোরদের স্কুলের নির্দ্ধারিত পাঠ্য-তালিকায় অতিরিক্ত শিক্ষার কার্য্যসূচী। হাজার হাজার শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক বর্ত্তমানে শিশুদের পাঠ্য-তালিকার বহির্ভূত শিক্ষা দান কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁরা স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কেও শিক্ষামূলক গল্প বলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

গ্রামের প্রাইমারী স্কুলসমূহে এখন দশ হাজার কৃষক-শ্রমিক শিশুদের অতিরিক্ত শিক্ষাদান কার্য্যে লিপ্ত রয়েছেন। কেবলমাত্র পিকিং-এর স্কুলগুলোতেই কয়েক হাজার শ্রমিক-কৃষক-সৈনিক অতিরিক্ত 'শিক্ষকের' কাজ করেছেন।

বিশিষ্ট কৃষক, সৈনিক বা শ্রমিকদেরই শুধু স্কুলে আনা হয় না, স্কুলের ছাত্রদেরও তাদের সাথে সাক্ষাৎ ও আলাপ করার উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চল, ফ্যাক্টরী ও মুক্তি বাহিনীর ব্যারাকে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর শিক্ষাদান কার্য্যে আদর্শ কৃষক ও গণমুক্তিবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সৈনিকদের ভূমিকা উল্লেখ-যোগ্য। দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন ও রক্ষা সম্পর্কে এই সমস্ত বৃদ্ধ সৈনিক ঘরোয়া পরিবেশে নিজেদের জীবনের সংগ্রাম কাহিনী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বর্ণনা করেন। আদর্শ কৃষকগণ খামারে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি কার্য্য সম্পর্কে শিশু-কিশোরদের জ্ঞান দান করার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন।

কম্যুনে কম্যুনে

রেন্‌মিন কুন্‌শ। এই চীনা শব্দ দুটোর আমরা অর্থ করেছি গণ-কম্যুন। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় পিপল্‌স কম্যুন। বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিভিন্ন সময় কম্যুন শব্দটি নানা পরোক্ষ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কম্যুনিটি ও সমবায় অর্থেও ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। 'প্যারী কম্যুন' কথাটার ঐতিহাসিক অর্থও অনেকে জানেন। কিন্তু চীনের 'কুন্‌শ' বা কম্যুন, যাকে গণ-কম্যুন বলা হয়, অন্য ধরনের। অথচ আদিকালের সমবায় জীবন পদ্ধতিও নয় এই কম্যুন। অপরদিকে কম্যুন

কম্যুনিজমের পথে অগ্রসরের প্রস্তুতি হতে পারে, এখনো পদক্ষেপ নয়।

চীনা অর্থেই চীনের কম্যুনের ব্যাখ্যা ও বিচার করা বাঞ্ছনীয়। বৃহৎ সমবায়ের সমবায় বললে অনেকটা অর্থ হয়। কিন্তু সাধারণভাবে কেবলমাত্র সমবায় বললেই এর পূর্ণ অর্থ হয় না—ব্যাপক দায়িত্ব, কাজ ও ক্ষমতা রয়েছে এ সমস্ত কম্যুনের। চীনের সমস্ত গ্রামাঞ্চলেই কম্যুন রয়েছে; শহরে, টাউনে, বন্দরে ও শিল্প অঞ্চলে নয়। শুধুমাত্র কৃষি ফার্মিংই কম্যুনের কাজ নয়—শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্থানীয় প্রতিরক্ষা এবং মিলিসিয়া ও অন্যান্য ক্ষমতাসহ বহু রষ্ট্রীয় দায়িত্বই কম্যুনের উপর ন্যস্ত হয়েছে।

একটি রিপোর্ট অনুযায়ী সমগ্র চীন দেশে বর্ত্তমানে ৭৪ হাজার কম্যুন রয়েছে। কিন্তু ১৯৫৮ সালে চীনের পাঁচ শ' মিলিয়ন কৃষক সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার বৃহৎ কৃষি সমবায় গড়েছিলেন। এ সমস্ত সমবায় থেকে উক্ত সালে প্রথমে ছাব্বিশ হাজার কম্যুন গঠিত হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে মোটামোটি দশটি সমবায়ের সমতুল্য এক একটি কম্যুন সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে কম্যুনের সংখ্যা ছাব্বিশ হাজার থেকে ৭৪ হাজার দাঁড়িয়েছে। ১৯৫৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, দেশের শতকরা নব্বই পয়েন্ট চারভাগ কৃষক পরিবার কম্যুনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তখন প্রথম পর্য্যায়ের বৃহৎ আকৃতির এই সমস্ত কম্যুনের সংখ্যা ছিল তেইশ হাজার ৩৯৪টি। আর প্রতিটি কম্যুনে পরিবারের সংখ্যা ছিল গড়পড়তা চার হাজার ৭৯৭টি। উক্ত বছরেই শতকরা নিরানব্বইটি পরিবার কম্যুনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

কম্যুনের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, এ দেশের প্রথম কম্যুন হোনান প্রদেশের 'স্প্যুটনিক কম্যুন'। ১৯৫৮ সালের ৭ই আগষ্ট স্প্যুটনিক কম্যুনের গঠনতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। এই 'নতুন সমাজ ব্যবস্থা গঠনের অগ্রদূত' স্প্যুটনিক কম্যুনের সৃষ্টি চীনের সমাজ জীবনে এক বৈপ্লবিক ঐতিহাসিক ঘটনা বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। সে সময় উক্ত কম্যুনের ন' হাজার তিন শ' পরিবারের ৪৩ হাজার জনসংখ্যা। প্রায় একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট কম্যুনের প্রায় শতকরা ত্রিশটি কম্যুন গঠিত হয়েছিল বলে প্রকাশ এবং এ সমস্ত কম্যুন গঠিত হচ্ছিল অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে।

এ সমস্ত কম্যুন গঠিত হয়েছিল স্থানীয় অধিবাসীদের আগ্রহ ও প্রচেষ্টায়। পিকিং-এর নির্দ্দেশে বা সরকারের প্রচেষ্টায় প্রথম দিকের কম্যুন সৃষ্টি হয়নি। কম্যুন গঠন করার সরকারী প্রস্তাব কৃষকদের উপর চাপিয়ে দেয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং প্রথম পর্য্যায়ে কম্যুনের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদানের প্রশ্নে কর্ত্তৃপক্ষ দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। অবশ্য পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে কম্যুনের অসাধারণ উন্নতির মূলে সরকারের ব্যাপক সহযোগিতা রয়েছে।

৭ই আগষ্ট প্রথম কম্যুন গঠিত হয়ে থাকলেও চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি ২৯শে আগষ্ট (১৯৫৮) প্রথম কম্যুন সম্পর্কিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং এই প্রচেষ্টার প্রতি অভিনন্দন জানান। কিন্তু উক্ত প্রস্তাবে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং পেতায়হো নামক স্থানে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্ত্তৃক গৃহীত উক্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে, "সমবায় সমন্বয় নির্ভর করে স্থানীয় সিদ্ধান্তের উপর এবং কম্যুন সৃষ্টির

জন্যে তাড়াহুড়া করার প্রয়োজন নেই"। এতে আরো বলা হয় যে, কারো ইচ্ছার বাইরে কিছু চাপিয়ে দেয়া উচিত হবে না। ১৯৫৮ সালেরই ১০ই ডিসেম্বর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি উহানে অনুষ্ঠিত এক সভায় কম্যুন সম্পর্কে আরো একটি প্রস্তাব নেন। এদিকে ডিসেম্বরের মধ্যে সমগ্র দেশের শতকরা ৯৯ জন কৃষক কম্যুনের সদস্য হয়েছেন। কিন্তু তখন পর্যান্ত গণকংগ্রেস কম্যুন সম্পর্কে কোন আইন পাশ করেননি এবং এমনকি সরকারও কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন কিনা জানা যায়নি, তবুও কম্যুনের এই সর্ব্বব্যাপী উত্থান অব্যাহত ছিল—সর্ব্বস্তরের কর্তৃপক্ষ স্বীকৃতি দিয়েছেন পরবর্ত্তীকালে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চীন মুক্তি লাভের সাথে সাথে ১৯৪৯ সাল থেকে ভূমি সংস্কার শুরু হয়। অবশ্য এই ভূমি সংস্কার মুক্ত এলাকায় পূর্ব্ব থেকেই ছিল এবং "প্রত্যেক কৃষকের জন্য জমি ও জমি চাষীর" এই নীতি কার্য্যকরী হয়ে আসছিল। ভূমি সংস্কারের পরই প্রথম পর্য্যায়ে মাঝারি ও ছোট আকারের সমবায় কৃষির ব্যবস্থা করা হয়। এরও পূর্ব্বে ছিল "পারস্পরিক সাহায্য গ্রুপ"। ১৯৫৫-৫৬ সালে উচ্চ স্তরের বৃহৎ সমবায় সমিতিগুলো সৃষ্টি হতে থাকে। এ সমস্ত উচ্চ স্তরের সমবায়ের হাতে প্রধানতঃ কৃষি উৎপাদনই ছিল। তারপরই ১৯৫৮ সালের আগষ্ট মাস থেকে কম্যুন গঠিত হতে থাকে। কম্যুন গঠনের সময় সমগ্র চীনে সাত লক্ষ ৪০ হাজার বৃহৎ সমবায় ছিল।

প্রথমে চীনা কৃষক সাধারণের একটা ভুল ধারনা সৃষ্টি হচ্ছিল যে, তাঁরা কম্যুনিজমের পথে অগ্রসর হচ্ছেন এবং তাঁরা "যার

যা প্রয়োজন সেভাবে পাবেন।" তখন তাঁদের অতি উৎসাহের এই ভুল ধারণা সংশোধন করেন পার্টি। পার্টি ঘোষণা করেন যে, প্রকৃত কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা করতে অনেক বছর লাগবে এবং এর জন্যে উচ্চ স্তরের উৎপাদন প্রয়োজন হবে। পার্টি আরো বলেন যে, যার যা প্রয়োজনের নীতিতে নয়, বরং যে যা কাজ করেন সেই নীতিতেই। বর্ত্তমানে কম্যুনে "মজুরী প্রথা" প্রবর্ত্তনের পরামর্শ দেয়া হয়। সেই থেকে বর্ত্তমানে কৃষকদের প্রত্যেক দিনের কাজের ভিত্তিতে মাসিক মজুরী দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া শস্যের মওসুমে বিনিপয়সায় শস্য ও শাকসব্জী তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। কোন পরিবারের জনসংখ্যা অধিক ও শ্রম শক্তি তার তুলনায় অল্প হলে কম্যুন থেকে অতিরিক্ত পয়সা দেয়া হয় সংসার চালাবার জন্যে। কম্যুনের সদস্যদের এখন জীবনের পাঁচটি রক্ষাকবজ রয়েছে। যথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা। একটি কম্যুনের ছোট-বড় শতাধিক গ্রামও থাকতে পারে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে পঁচিশ-ত্রিশটি গ্রাম একত্র করা হয়েছে। কম্যুনের তিনটি স্তর বা বিভাগ। প্রথমে কম্যুনের কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্ব, দ্বিতীয় স্তর ব্রিগেড ও ব্রিগেডের অধীন উৎপাদক টিম। প্রত্যেকটি টিমের কৃষকগণ বিভিন্ন গ্রুপে কাজ করেন।

কম্যুন প্রতিষ্ঠার পর পল্লী সমাজে কয়েকটি ব্যাপক পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। প্রথমে বাড়ীর কর্ত্তা ব্যক্তির আয় ও ব্যয়ের কর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়েছে এবং একজনের রুজির উপর পরিবারের সবাই নির্ভর করেন না। প্রকৃত কৃষি-মজুরকে মজুরী প্রদান করা হয়। কার্য্যক্ষম প্রত্যেকেই—মা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে রোজগার

করেন এবং শ্রম অনুযায়ী পয়সা পান। দ্বিতীয়তঃ, অনেক কম্যুনে সাধারণ খাবারঘর চালু করা হয়েছে এবং এ সমস্ত পাবলিক ডাইনিং হলে যে কোন সদস্য স্বেচ্ছায় খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন—কিন্তু অধিকাংশই নিজের বাড়ীতে রান্না করে খান, তদুপরি সর্ব্বত্র নার্সারী ও কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এর ফলে মহিলাদের কাজের সুবিধা হয়েছে এবং তাঁরা পারিবারিক ঝামেলা থেকে রেহাই পেয়েছেন। কম্যুন গ্রামের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত করে ফেলছে। কোন কোন উৎপাদক টিম দুটি গ্রামের অংশ বিশেষের কৃষক নিয়ে গঠিত। এতে করে কৃষকদের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছেন। কম্যুনের কৃষক পরিবারের ব্যক্তিগত স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি কিছু নেই বলে একটা প্রচার রয়েছে। কিন্তু কোন কম্যুনেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্তির প্রমাণ পাওয়া যায় না। সমস্ত কম্যুনেই কৃষকদের ব্যক্তিগত চাষাবাদের জন্য জমি দেয়া হয়। অধিকাংশ কম্যুনেই ব্যক্তিগত চাষাবাদের জন্য কম্যুনের জমির শতকরা পাঁচভাগ কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়ে থাকে। এই পাঁচভাগ জমিতে কৃষকগণ প্রধানতঃ বছরে তিনবার শাকসব্জী উৎপাদন করেন।

কম্যুনের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হচ্ছে শূকর পালন। শূকর থেকে মাংস, চর্ব্বি, সার, চামড়া ও লোম পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেকটি কম্যুনেই শূকরের সংখ্যা জন সংখ্যার সমান। শহরের নিকটবর্ত্তী কম্যুনগুলোতে সাধারণতঃ শতকরা ষাট ভাগ শাকসব্জী ও চল্লিশ ভাগ খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়। চেয়ারম্যান মাও কৃষকদের

এক সময় অধিক শূকর পালন করতে এবং শহরের উপকণ্ঠের কম্যুন-গুলোতে অতিরিক্ত শাকসব্জী উৎপাদনের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কম্যুনের এটা হচ্ছে অতি সাধারণ পরিচয়। দু'চার ঘণ্টা পরিদর্শনে বিদেশী পর্য্যটকগণ কিছুই বুঝতে পারেন না। আমরা কিছু সংখ্যক বিদেশী গত এক সপ্তাহ যাবত কয়েকটি কম্যুনের কৃষকদের সাথে বাস করছি সেই কারণে।

দ্বিতীয়

আমরা কাঠি দিয়ে খাচ্ছিলাম। আমার সাথে আর যে তিনজন চীনা খাচ্ছিলেন, তাঁদের কাছে খাদ্যে চামচের পরিবর্ত্তে দুটো কাঠি ব্যবহারই স্বাভাবিক। তাঁরা চামচ ব্যবহার করেন না এবং হাত দিয়েও খান না। চীনের মানুষের এই ঐতিহ্য সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই। প্রায় এক ফুট লম্বা বাঁশ বা কাঠের দু'টো কাঠি দিয়ে চীনারা ছোট ছোট মটরদানাও বাটি থেকে দ্রুত তুলে খেতে পারেন। কিন্তু আমাদের মতো বিদেশীদের কাছে এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ছ' ইঞ্চির মতো উঁচু একটা কাঠের চৌকি বা টেবিলের চারপাশে সবাই পা গুটিয়ে বসেন এবং সামনের প্লেট থেকে নুডুল, (এক প্রকার সেমাই—আটা, ময়দা, মিষ্টি আলু বা ডালের হতে পারে) শাকসব্জী, তরকারী, বিভিন্ন শ্রেণীর মটর, মাংস, ভাত ইত্যাদি কাঠি দিয়ে তুলে তুলে খান। খাদ্য সামগ্রী বিভিন্ন প্লেটে পরিবেশন করা হলেও চীনারা যে পাত্রে খান, সেটা একটা বাটি, প্লেট নয়। অনেক সময়

সুপের মধ্যেও অনায়াসে কাঠি ব্যবহার করে যাচ্ছেন। চীনাদের প্রতিটি ঘরে খাদ্য গ্রহণের এই রীতি। কিন্তু কোন বিদেশী পিকিং বা সাংহাই-এর প্রথম শ্রেণীর হোটেল থেকে এই চীনা পরিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে পারেন না।

চলতি নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা একটা গ্রামে গিয়ে দশদিন থেকে ছিলাম। আমি যে কৃষকের বাড়ীতে থাকতাম তার নাম ওয়াং সুন তোও। ওয়াং একজন খাঁটি চীনা কৃষক। তার বাড়ীতে উক্ত পরিবেশে আমি তিন বেলা খেতাম। পিকিং এর চীনা হোটেলে অবশ্য অনুচ্চ টেবিল বা ছোট চৌকি জাতীয় কিছু নেই, স্বাভাবিক টেবিল-চেয়ার। কিন্তু কাঠি, বাটি, নুডুল মিলে আর সব পরিবেশ একই।

পিকিং-এ কার্য্যরত বিদেশিগণ সাধারণতঃ গ্রামের কৃষক সাধারণের জীবন, রীতিনীতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানার সুযোগ পান না। এমাসের (নভেম্বর) প্রথম সপ্তাহে ৬৫ জন বিদেশী পল্লী জীবন, কম্যুন ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে গ্রামের সাধারণ কৃষকদের বাড়ীতে বাস করেছেন এবং তাঁদের সাথে মাঠে পরিশ্রম করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। আমি ছিলাম তাঁদের মধ্যে একজন। চীনের সাথে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মৈত্রী সম্পর্কের ভিত্তিতেই এই অভিজ্ঞতা সফরের আয়োজন করা হয়। চীনের সব কৃষকই কোন না কোন কম্যুনের সদস্য—কিছু সংখ্যক গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত এই সমস্ত গণ-কম্যুনে সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদ হয়। কৃষকদের জীবন কম্যুনের নয়া

সমাজে বহুলাংশে সমবায় বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

প্রায় ৩০টি দেশের এই ৬৫ জন বিদেশীর মধ্যে পঁচিশজন হবেন মহিলা। কর্তৃপক্ষ পিকিং-এর কাছাকাছি তিনটে কম্যুনে এই সমস্ত বিদেশীর থাকার ব্যবস্থা করেন। তাঁরা কৃষকদের ঘরে বাস করেছেন, তাদের খাদ্য খেয়েছেন, তাদের সাথে কাজ করেছেন এবং তাদের রীতিনীতি অনুযায়ী চলেছেন। চীনকে সঠিকভাবে জানার এ এক উৎকৃষ্ট উপায়। পিকিং শহরে প্রকৃত চীনের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। চীনাদের কাছেও পিকিং শহর এক আশ্চর্য্য যাদুঘর বিশেষ। কর্তৃপক্ষ এবারই প্রথম বিদেশীদের গ্রামের কৃষকদের সাথে বাস করার সুযোগ দিলেন। ইতিপূর্ব্বে যারা গ্রামে বা কম্যুনে গেছেন তাঁরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরিদর্শনের কাজ সেরে এসে শহরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে কফিতে ঠোঁট ডুবিয়েছেন।

আমি যে কম্যুনে দশদিন ছিলাম তার নাম 'নানইউয়ান'—দক্ষিণ উদ্যান। ইতিপূর্ব্বে আমি সাংহাই ও পিকিং-এর নিকটবর্ত্তী তিনটি কম্যুন চারবার পরিদর্শন করেছি। বিদেশীদের ভ্রমণ যেমন হয়, কৃষকদের ঘরে থাকিনি। 'নানইউয়ান' কম্যুন রাজধানী পিকিং-এর দক্ষিণে এবং শহর থেকে মাত্র বারো কিলোমিটার দূরে হবে। গ্রামে যেতে হলে কম্যুনে যেতে হয়। এবং গ্রামে থাকতে হলে কম্যুনের অংশ উৎপাদক ব্রিগেডের অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। উক্ত কম্যুনের একটা ব্রিগেডে (এতে চারটি বড়ো গ্রাম) আমরা সতের জন বিদেশী ও দশজন ইণ্টারপ্রেটর সহ ষোল জন চীনা কর্ম্মচারী। বিভিন্ন কৃষকের বাড়ীতে আমাদের বাসের ব্যবস্থা।

কৃষক ওয়াং সুন তোও গত বছর এক হাজার ইউয়ান ব্যয় করে এই ঘরটা তৈরী করেছেন। তিনকক্ষ বিশিষ্ট এই ঘরের ছাদে টালি ও এক শ্রেণীর নল, কিন্তু চারদিকে ইট ও মাটির দেয়াল। তাছাড়া সামনের দিক প্রায় সম্পূর্ণটাই কাচের জানালা। ঘরে আলো আসার জন্যে এই ব্যবস্থা। তিনকক্ষে তিনটে ইলেকট্রিক বাতি। এ গ্রামের নাম সি থিয়ে ইং—পশ্চিম লৌহ শিবির। গ্রামটির আরো কয়েকটি বাড়ীতে আমি গিয়েছিলাম। সবগুলো ঘরই এক ধরনের, সম্মুখভাগে কাচ ও ঘরে বৈদ্যুতিক বাতি আছে। অবশ্য দেশের সমস্ত কম্যুনের সমস্ত গ্রামেই যে বৈদ্যুতিক আলো রয়েছে, তা নয়।

বিদেশী প্রচারণা এমন ব্যাপক যে, কৃষকদের ব্যক্তিগত স্থাবর বা অস্থাবর কোন সম্পত্তি নেই বলেই অনেকে ধরে নিয়েছেন। সেজন্যে এ ব্যাপারের সত্য মিথ্যা সম্পর্কে জানার আগ্রহ আমারও ছিল। আমি যে বাড়ীতে থাকতাম তার মালিক কৃষক ওয়াং-এর কথাই ধরা যাক। প্রত্যেক কম্যুনেই ব্যক্তিগত উৎপাদনের জন্যে কৃষকদের মধ্যে শতকরা চার থেকে পাঁচ ভাগ জমি বণ্টন করা হয়েছে। ওয়াং-এর পাঁচ সদস্যের পরিবারের জন্যে এক 'মু'র চার ভাগের এক ভাগ জমি আছে। (চীনা এক 'মু' জমি এক একরের ছয় ভাগের একভাগ)। এ-জমিতে ওয়াং বছরে তিনবার শাকসব্জী প্রধানতঃ উৎপন্ন করেন। তিনি তরকারী ক্রয় করেন না। গ্রামে কৃষকগণ তরিতরকারীই প্রধানতঃ খান। দেয়ালের পাশে একটা ছোট ঘড়ি আছে। খাবার চৌকি, দু'টো টুল ও একটা বড়ো টেবিল। তাঁরা মাটিতে ঘুমান না। দু'টো কক্ষে

ইট ও মাটি দিয়ে তৈরী চৌকি আছে। আমাদের দেশের কৃষকদের মতো থালাবাটি, বাক্স সবই তাঁর রয়েছে। তাঁর ঘরে একটা লোকাল রেড়িও সেট রয়েছে, একশ দশ ইউয়ান (প্রায় দু'শ পনের টাকা) দিয়ে কিনেছেন। তাছাড়া তিনটে শূকর ও মোরগ-মুরগী অন্যান্য কৃষকদের মতই তাঁর আছে। এসমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং এর আয়ের উপর কম্যুন কর্তৃপক্ষের কোন অধিকার নেই। উক্ত গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবারেরই এ ধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রয়েছে।

ওয়াং-এর বাবা-মা পাশেই একটা ঘরে বাস করেন। তাঁদের রয়েছে সতেরটা খরগোশ ও একটা বিরাট শূকর, মোরগ মুরগী, চায়ের সেট, কাঠের সিন্দুক। একটা মেয়ে রোজই আমাদের বাড়ীতে আসত। এগার বছরের মেয়ে ফিং একদিন তাদের বাড়ীতে ধরে নিয়ে চলল। বলল: আমার মাকে দেখবে না? আমার ছোট বোনটা ভারী সুন্দর। তার বাহুতে লাল প্রহরীদের ব্যাণ্ড। সে প্রাইমারী স্কুল পাশ করেছে এবার। এক কক্ষের একটা ছোট ঘর। বাবা পিকিংয়ে মিস্ত্রী।

তাদের ঘরে কাঠের খাট। একটা ড্রয়ার, টেবিল, চীনামাটির সেটে ফিং-এর মা আমার জন্য চা তৈরী করলেন।

কম্যুন থেকে ফেরার দিন ওয়াং-এর মা বললেনঃ তুমি বড়ো খরগোশ পছন্দ কর! খরগোশের এ দুটো বাচ্চা শহরে নিয়ে যাও। ওয়াং গাড়ীর কাছে দুটো বাঁধাকপি ও পালংশাক নিয়ে এলেন। ফিং-দৌড়ে এসে আমাকে ধরল। সে বলল: এই নাও তোমার জন্যে এনেছি। সে আমার জামার উপর 'শান্তি কপোত ব্যাজ' লাগিয়ে দিল।

গত সপ্তাহে পিকিং ফিরেছি কৃষকদের এ সমস্ত ব্যক্তিগত উপহার নিয়ে। খরগোশ দু'টো এখন আমাদের আবাসিক হোটেলের ছেলেমেয়েদের খেলার সাথী।

তৃতীয়

কম্যুনে উপস্থিত হয়ে সব সময়ই আমি ব্যারাকের সন্ধান করেছি—এ হবে রঙরুটদের মুলি বাঁশের ব্যারাক, চারদিকে হয় তো কাঁটাতারের বেড়া। সে সমস্ত ব্যারাকে কৃষি-শ্রমিকদের রাখা হয়, পরিবারের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই বললেই চলে—অর্থাৎ সংসার উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাছাড়া রোজ সকালে বিকেলে সরকারী কর্ম্মচারিগণ কৃষকদের মাঠের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যান; কৃষকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উৎপাদনের কাজ হয়। এক কথায় বলতে গেলে, আমেরিকার ধনকুবেরদের খামারে কয়েকজন কাউবয় ঘোড়ায় চড়ে রোজ যেমন করে হাজার হাজার গরু-ভেড়া তৃণভূমির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমনি। প্রত্যেকটি কম্যুনের চারিদিকে যে দেয়াল থাকবে, সে কথাও ভাবা বিচিত্র ছিল না। আর খাদ্য? সে তো কারো এখানে ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী ভাবার কথা নয়! কারণ রান্না হয় লঙ্গরখানায়, কর্তৃপক্ষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যতোটুকু খেতে দেন, তাই খেতে হয়। এ সমস্ত কল্পনা করে কোন বিদেশী যদি চীন দেশে আসেন কম্যুন দেখতে, তবে তাঁকে বিশেষ দোষ দেয়া যায় না।

পাশ্চাত্য প্রেসের কম্যুনের বিরুদ্ধে এ সমস্ত বক্তব্য আমার কাছে অপপ্রচারই শুধু মনে হয়নি, উদ্দেশ্যমূলক ও বিদ্বেষ প্রধান

বলেও প্রতিপন্ন হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত কোন কম্যুনে ব্যারাক খুঁজে পাইনি, যার রূপটা মার্কিনী ধরনের 'ষ্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেটের' মতো। গ্রামে কোনদিন সরকারী কর্ম্মচারীর সন্ধান পাইনি, যিনি বা যারা কৃষকদের মাঠের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যান কাজ করতে। কৃষকগণ ব্যক্তিগত ঘরেই সংসার করেন স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে। অনেকের উপর বৃদ্ধ পিতামাতার স্বাভাবিক দায়িত্ব। এক্ষেত্রে আমাদের দেশের কৃষকের সাথে চীনা কৃষকের তফাৎ নেই। তদুপরি সংসারের তো বিলোপ সাধন করা হয়ই নি বরং সংসারের বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে। খাদ্যের অভাবে এখানে কেউ স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করেন না, সম্পত্তির লোভে পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন না, আপন ভাইকে সংসার থেকে তাড়িয়েও দেন না। রুজির নিশ্চয়তা, সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার সংসারে স্থিতিশীলতা আনয়ন করেছে। কেউ কারো রুজির উপর নির্ভর করে পরগাছার ন্যায় বেঁচে থাকে না। সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক নিশ্চয়তা সংসার ও সমাজের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে—যে কোন নিরপেক্ষ পর্য্যবেক্ষকের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এক কম্যুনকে অপর কম্যুন থেকে সুস্পষ্টভাবে ভাগ করা হয়েছে স্থানীয় প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, উৎপাদন ও সাংস্কৃতিক অবস্থার ভিত্তিতে ; কিন্তু দেয়াল দিয়ে নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকটি কম্যুন মিলে যুগ্ম পরিকল্পনা নিয়েছে পরস্পরের স্বার্থে।

সবার জন্যে 'সাধারণ খাবারঘর' কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ কম্যুনের কোন কোন কার্য্যকেন্দ্রে রয়েছে। আর সে সমস্ত সাধারণ

খাবারঘরে খাদ্য গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু ফসল বোনা বা ফসল তোলার সময় উক্ত খাবারঘর সব কৃষকই সুবিধেজনক বলে গণ্য করেন। এর ফলে রান্না করার জন্যে অযথা সময় ব্যয় করতে হয় না। তা'ছাড়া বছরের সব সময়ই যে এ ব্যবস্থা তা নয় এবং এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, চীনাদের কতগুলো সাধারণ খাদ্য আছে যা সব কৃষকই সর্ব্বদাই পছন্দ করেন ও সেগুলোই প্রধানতঃ খান। উক্ত খাবারঘরে সে সমস্ত খাবারই প্রত্যহ প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু সাধারণভাবে সমস্ত কৃষকই নিজ নিজ বাড়ীতে খাদ্য গ্রহণ করেন, বলতে গেলে সব কৃষকই নিজ সংসারে খান।

বর্ত্তমান পর্য্যায়ের কম্যুনকে চীনারাও কম্যুনের চূড়ান্ত রূপ বলে মনে করেন না। তাঁরা মনে করেন যে, কম্যুন চিরস্থায়ী হতে এসেছে, তার আট বছর বয়সকে কেবলমাত্র শৈশব বলেই গণ্য করা যেতে পারে। এখনো আশানুরূপ উৎপাদন অনেক ক্ষেতে যে সম্ভব হয়ে উঠেনি, তা তাঁরা স্বীকার করেন। এদেশে এখনো অনেক পতিত জমি রয়েছে যা উদ্ধার করতে হবে। কৃষি-শ্রমিকদের মজুরী প্রথা এখনো বহুক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে চালু রয়েছে। উৎপাদন যদি একটা বিশেষ উন্নত পর্য্যায়ে না পৌঁছে তবে 'যার যা প্রয়োজন' এই নীতির ভিত্তিতে আয় বণ্টন চালু করা যাবে না। কম্যুন পরিচালনার বিভিন্ন সমস্যা সমাধান অভিজ্ঞতা থেকেই করতে হয়।

কম্যুন পরিচালকগণ ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ বিভিন্ন সমস্যা ও দোষত্রুটি সম্পর্কে সচেতন। দেশী বা বিদেশী পরিদর্শকদের উন্নয়নমূলক যে কোন প্রস্তাব তাঁরা আলোচনার উদ্দেশ্যে সাদরে

গ্রহণ করেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় কম্যুন, ব্রিগেড ও টিম। কম্যুন, যা কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং ব্রিগেডে কৃষক সদস্যদের নির্ব্বাচিত কাউন্সিল রয়েছে; সর্ব্বনিম্ন স্তরের টিমগুলোও নির্ব্বাচিত কমিটি। প্রত্যেকটি সমস্যা ও সিদ্ধান্ত কাউন্সিল কমিটিতে আলোচনা করা হয়। টিম কমিটিই কৃষকদের মজুরী নির্দ্ধারণ করে।

সমস্ত দিক পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে পাশ্চাত্য প্রেসের প্রচারণা উদ্ভট ও কাল্পনিক কাহিনী। কম্যুন সম্পর্কে অনেক কিছু বলার রয়েছে, কিন্তু তাদের অবাস্তব প্রচারণার পক্ষে কোন সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য দেশীয় অনেক লেখকও তাঁদের কম্যুন সম্পর্কিত কাহিনীকে মিথ্যা বলে উপেক্ষা করছেন। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ক্যামব্রিজের প্রফেসর জোয়ান রবিনসন, যিনি ছ'বার চীন ভ্রমণ করেছেন, বি-বি-সি-তে (১৯৬৪) বলেছেন: এমন কি সামান্যতম প্রাথমিক জ্ঞান থাকলেও কেউ কম্যুন সম্পর্কিত প্রচারণার কুয়াশায় আচ্ছন্ন হবেন না। বলা হচ্ছে যে, কম্যুনের উদ্দেশ্য সংসার (ব্যক্তিগত) ধ্বংস করা। অপরপক্ষে, কম্যুন সংসারকে পোষণ ও রক্ষা করছে। সুইডেনের গবেষক-লেখক জন মায়ারডেল কয়েক মাসব্যাপী সানসী প্রদেশের কম্যুনে সরেজমিনে তদন্তের পর যে তথ্য প্রকাশ করেছেন (১৯৬৫)—রিপোর্ট ফ্রম এ চায়নীজ ভিলেজ—তা' প্রফেসর রবিনসনের বক্তব্য সমর্থন করে।

ইতিহাসের পাঠকগণ চীনের অতীতের দুর্যোগ, দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষ, সামাজিক আনাচার ও স্বৈরাচারী শাসন সম্পর্কে জানেন। মুক্তির

পূর্ব্বে এদেশে একটা বছরও সম্ভবতঃ সাধারণ মানুষ অনাহার বা বন্যার কবল থেকে রেহাই পাননি। কিন্তু গণচীন প্রতিষ্ঠার পর চীনা-বিরোধী প্রচারকগণও অনাহারে মৃত্যুর বা বেকারত্বের কোন নজীর দেখাতে পারেননি। অনেকে মনে করেন, চীনের ভূমি সংস্কার ও পরে কম্যুন এই সমস্ত অভিশাপ থেকে কোটি কোটি মানুষকে রক্ষা করেছে। কম্যুন প্রতিষ্ঠার দু'বছর পরে চীনে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। ৭০ কোটি মানুষের দেশটা রক্ষার দায়িত্ব যেন সে সময় কম্যুনের উপরই ন্যস্ত হয়েছিল।

প্রফেসর রবিনসন তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনায় কম্যুনের সে সময়কার দায়িত্ব সম্পর্কে বলেছেন ঃ দুর্যোগের সময় কি কম্যুন বিলুপ্তির পথে চলছিল ? চীনের যে কোন ব্যক্তি এর বিপরীত রায় দেবেন। কম্যুনই চীনের দুর্ভিক্ষ ও অনাহারে ব্যাপক মৃত্যু রোধ করেছে এবং খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে পেরেছে। দুর্ভিক্ষ ও অনাহারে মৃত্যু মুক্তির পূর্ব্বে এ দেশে এক সাধারণ ব্যাপার ছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার লেখিকা মায়রা রোপার তিনবার চীন দেশ ব্যাপক-ভাবে ভ্রমণ করে লিখেছেন যে, পশ্চিম দেশে কম্যুনকে আধা-বন্দীশিবির রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। আমি এই প্রচারের কোন ভিত্তির সন্ধান পাইনি।

চতুর্থ

চীনের বিভিন্ন অঞ্চলের কম্যুনের আয় বিভিন্ন প্রকার। জমির প্রকৃতি, প্রাকৃতিক অবস্থা, শ্রমশক্তি ও শিল্প নির্ভরতা

প্রকৃতপক্ষে কম্যুনগুলোর আয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ সমস্ত কারণে কোন কোন কম্যুনের আয় ও উৎপাদন অল্প সময়ের মধ্যে আশার অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন কম্যুন যে উৎপাদন-লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করছে না, তা' নয়। কিন্তু আজ একথা সত্যি যে, চীন দেশের গ্রামাঞ্চলে বা কম্যুনে খাদ্যাভাব অতীতের ইতিহাস।

কৃষকদের ব্যক্তিগত আয়ও উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। এদেশের সমস্ত কম্যুনের কৃষকদের মাসিক বা বার্ষিক আয় এক নয়, বর্ত্তমান অবস্থায় সেটা সম্ভবও হয়ে উঠেনি। তাছাড়া কম্যুনের কৃষকদের মধ্যে 'মজুরী প্রথা' প্রবর্ত্তনের ফলে শ্রম ও শ্রমশক্তির প্রকারভেদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়েছে। এবং এতে কম্যুনের উৎপাদনের উপর সংশ্লিষ্ট কৃষি-শ্রমিকদের আয় নির্ভর করছে—উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে আয় বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন হ্রাস পেলে কৃষকদের আয় কমে আসতে পারে।

কৃষির বিভিন্ন কাজের বিভিন্ন শ্রেণীর দক্ষতা প্রয়োজন। সুতরাং একজন কৃষকের দক্ষতার মাপকাঠিতে অন্যদের মজুরী প্রদান সম্ভব নয়। সেজন্যে একটা নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে—যাকে বলা হয় 'ওয়ার্ক পয়েন্ট' বা শ্রম-পয়েন্ট। সমস্ত কম্যুনের শ্রম-পয়েন্ট এক নয় এবং এখনো বিভিন্ন কম্যুনে এই শ্রম-পয়েন্টের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কর্তৃপক্ষ শ্রমের মজুরী প্রদানের চাইতেও উন্নত ধরনের মজুরী প্রথা উদ্ভাবনের কথা ভাবছেন।

যে কোন একটা কম্যুনের শ্রম-পয়েন্টের কথা ধরা যাক। নান ইউয়ান কম্যুনে আমি অন্যান্যদের সাথে যেখানে কিছুদিন

ছিলাম, সর্ব্বোচ্চ শ্রম পয়েন্ট হচ্ছে বারো, আর প্রতি পয়েন্টের শ্রমমূল্য পনের সেন্ট (প্রতি সেন্ট প্রায় পাকিস্তানী দু'পয়সা)। অর্থাৎ যে কৃষক প্রথম শ্রেণীর কাজ করেন বা যিনি দক্ষ কৃষক তিনি প্রতিদিন বারো পয়েন্ট লাভ করেন এবং তাঁর প্রতিদিন আয় একশ' আশি সেন্ট (এক ইউয়ান আশি সেন্ট)। মাসের ত্রিশ দিনই যদি তিনি কাজ করেন তবে প্রতি মাসে গড়-পড়তা তাঁর আয় দাঁড়ায় ৫৪ ইউয়ান। তবে, মাসে দু'থেকে চার দিন পর্য্যন্ত তাঁরা সাধারণতঃ বিশ্রাম নেন বা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকেন। এই বিশ্রাম বা কাজ কোনটাই বাধ্যতামূলক নয়। প্রতিদিনই কৃষিকার্য্য অব্যাহত থাকে। যার যেদিন বিশ্রামের প্রয়োজন, বিশ্রাম নেন। এর ফলে প্রকৃত আয় দাঁড়ায় প্রায় ৪৫-৪৭ ইউয়ান। এই হচ্ছে উক্ত কম্যুনের একজন প্রথম শ্রেণীর কৃষকের মাসিক গড়পড়তা আয়। মেয়ে শ্রমশক্তি সাধারণতঃ আট, নয় ও দশ পয়েন্ট দৈনিক পান। এই কম্যুনের দক্ষ মেয়ে শ্রমশক্তির দৈনিক সর্ব্বোচ্চ আয় দশ পয়েন্ট বা দেড় ইউয়ান এবং তিনিও মাসে চার দিনের ছুটি নেন। তাতে তাঁর আয় ৩৮-৪০ ইউয়ানে দাঁড়ায়; মাসে এই শ্রম পয়েন্টের সাতটি ভাগ আছে—ছ' থেকে বারো পর্য্যন্ত। বারো, এগারো, দশ এভাবে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমশক্তির শ্রেণী বিভাগ। যে যেমন কাজ করে সে তেমন শ্রম পয়েন্ট লাভ করে। এই শ্রম পয়েন্ট নির্দ্ধারণ করা হয় কৃষকদের সাপ্তাহিক বা মাসিক আলোচনা সভায়। প্রত্যেক কৃষকের কাজ পর্য্যালোচনার পর মজুরী বা শ্রম পয়েন্ট নির্দ্ধারণ করা হয়ে থাকে। যদি কোন

মতবিরোধ দেখা দেয় তবে তা উচ্চতর কমিটিতে সিদ্ধান্তের জন্যে প্রেরণ করা হয়। কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন শ্রম পয়েন্ট সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় না বলেই কৃষকগণ জানিয়েছেন। অনেকে এই শ্রমপয়েন্ট ব্যবস্থাকে মোটামুটি সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা বলে মনে করেন।

কিন্তু প্রতি মাসেই কৃষকগণ যার যা আয় তা পান না। পরিবারের মাসিক খরচের তুলনায় একটা নির্দ্ধারিত টাকা প্রত্যেককে দেয়া হয়। যেমন, যে কৃষক মাসিক ৪৫ ইউয়ান আয় করছেন, শ্রম পয়েন্টের ভিত্তিতে তাঁকে ত্রিশ ইউয়ান প্রতিমাসে অগ্রিম দেয়া হয়ে থাকে এবং তার অর্জ্জিত শ্রম পয়েন্টের হিসেব রাখা হয়। বৎসরান্তে সমস্ত হিসেব হয় এবং কম্যুনের আয়-ব্যয় দেখা হয়। এভাবে কম্যুনের আয়ের ভিত্তিতে চূড়ান্ত হিসেবের পর কৃষকদের অবশিষ্ট অর্জ্জিত অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে। এর ফলে প্রতি কৃষক পরিবারই বর্ষ শেষে একটা মোটা টাকা একসাথে পান এবং সেটা হয় তাঁদের সঞ্চয়। এ টাকা তাঁরা সাধারণতঃ গৃহ নির্ম্মাণ, বস্ত্র ও আসবাবপত্র ক্রয় ও উৎসবে ব্যয় করেন।

তা'ছাড়া কৃষকগণ কম্যুনের প্রত্যেক উৎপাদন থেকে বিনি পয়সায় কৃষি ফসল পান। এই কৃষি ফসলের ভাগ নির্ভর করে উৎপাদনের উপর। কোন কৃষকই সম্ভবতঃ শাকসব্জি ক্রয় করেন না। কম্যুন থেকে প্রত্যেক পরিবারকে যে জমি দেয়া হয়েছে তা থেকে বছরে তিন-চারবার তাঁরা প্রধানতঃ শাকসব্জি উৎপাদন করেন। এ জমির মালিক কম্যুন, কিন্তু এর উৎপাদন ও চাষের অধিকার কৃষকদের—ব্যক্তিগত জমির মতো এ জমি গণ্য হয়।

ভিয়েতনাম দূর থেকে

জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট

চীনের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর ও এলাকায় দক্ষিণ ভিয়েৎনাম জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হচ্ছে। পিকিং-এ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান ছাড়াও গত ১৮ই ডিসেম্বর স্থানীয় শ্রমিক ষ্টেডিয়ামে সরকারী উদ্যোগে এক লক্ষ নাগরিকের একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুক্তিফ্রন্টের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন ও হ্যানয়ে মার্কিন সরকারের বোমা

বর্ষণের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল। পিকিং প্রবাসী প্রায় ষাটটি দেশ ও অঞ্চলের নাগরিকগণ এই অনুষ্ঠানে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের বার্ষিকী পালন করেছেন।

১৯৬০ সালের ২০শে ডিসেম্বর দক্ষিণ ভিয়েৎনাম জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। চলতি সালের ২০শে ডিসেম্বর ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দিবস। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আঠারটি রাজনৈতিক, কৃষক, শ্রমিক, যুবক, মহিলা, ছাত্র, শিক্ষক, ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সদস্য। মুক্তিফ্রন্টের সভাপতি অগ্নিপুরুষ ন'গুয়েন হু থো এবং মুক্তিফ্রন্টের সহকারী প্রধান সেনাপতি একজন মহিলা—ম্যাডাম ন'গুয়েন থি দীন। ছ'বছর পূর্ব্বে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠিত হওয়ার পর ভিয়েৎনাম যুদ্ধের প্রচণ্ডতা শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্রমিক ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সমাবেশে চীনা কমুনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী চেন ই চীন কমুনিষ্ট পার্টি, সরকার ও ৭০ কোটি চীনা নাগরিকের পক্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত একত্রিশ মিলিয়ন ভিয়েৎনামী দেশপ্রেমিকদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ঘোষণা করেন যে, চীনের ৭০ কোটি নাগরিক ভিয়েৎনামী নাগরিকদের শক্তিশালী সমর্থন জানাচ্ছে এবং বিশাল চীনের এলাকা তাদের নির্ভরযোগ্য পশ্চাৎভূমি। তিনি বলেন, চীনা জনগণ একথা জানেন যে, ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণের সামিল। মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভিয়েৎনামী জনগণের প্রতি সমর্থন জানানো চীনা জনগণের আন্তর্জ্জাতিক দায়িত্ব। তিনি বক্তৃতায় পার্টির

ভাইস চেয়ারম্যান লিন পিয়াও—এর বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দেন—আমরা সমস্ত প্রকার প্রস্তুতি নিয়েছি, ভিয়েৎনামকে সমর্থন করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, গত ২২শে জুলাই চীনা জনগণ ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তিয়ান আন মেন স্কোয়ারে এক মিলিয়ন নাগরিকের এক র‍্যালীতে চেয়ারম্যান লিউ ভিয়েৎনামের প্রতি অনুরূপ সমর্থন ও সাহায্যদানের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

বর্ত্তমানে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পাঁচভাগের চারভাগ এলাকা মুক্ত করে শাসন করছেন এবং চৌদ্দ মিলিয়ন নাগরিকের মধ্যে দশ মিলিয়ন নাগরিক মুক্ত এলাকায় বাস করছেন। ১৯৬১ সালের প্রথম থেকে ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মুক্তিফ্রন্ট ও জনগণ আটলক্ষ ৫০ হাজার শত্রু সৈন্য ধ্বংস করেছে।

এদের মধ্যে এক লক্ষ দশ হাজার মার্কিন ও মার্কিন সমর্থক বিদেশী সৈন্য। চলতি সালের প্রথম ন' মাসে ৯০ হাজার মার্কিন ও বিদেশী সৈন্য সহ দু'লক্ষ শত্রুসৈন্য নিহত বা অকেজো করা হয়েছে।

মুক্তিফ্রন্ট এপর্য্যন্ত যুদ্ধে (নবেম্বর) ৩৬টি ব্যাটালিয়ন, ২১২টি কোম্পানী ও ২১৫টি প্লাটুন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছে এবং ১৫৫১টি বিমান বিধ্বংস ও ২৫৭০টি বিভিন্ন শ্রেণীর যুদ্ধযান বিনষ্ট করেছে। ১৫০টি শত্রু পোষ্ট পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে।

১৯৫৪ সালে ভিয়েৎনামে মার্কিন সৈন্য ছিল দু'শ, ১৯৬১ সালে ৩ হাজার ৫শ,' ১৯৬৫ সালে এক লক্ষ ৮০ হাজার এবং ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন লক্ষ ৭২ হাজারে। উত্তর ভিয়েৎনামে চলতি সালের ২৩শে নভেম্বর পর্য্যন্ত এক হাজার ৫শ' ৬০টি মার্কিন বিমান ধ্বংস করা হয়েছে।

বর্ত্তমানে মার্কিন সৈন্য ছাড়া ভিয়েৎনামে কাওকীর সৈন্য প্রায় সাত লক্ষ এবং দক্ষিণ কোরিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ফিলিপাইন ও থাইল্যাণ্ডের ৪০ হাজার সৈন্য রয়েছে। চৌত্রিশ শ' মার্কিন বিমান ও হেলিকপ্টার এই যুদ্ধে নিয়োগ করা হয়েছে।

অগ্নিপুরুষ হু থো

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের প্রেসিডেন্ট অগ্নি-পুরুষ ন'গুয়েন হু থো আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র মুক্তিকামী ভিয়েৎনামের বলিষ্ঠ জননেতা ও অসাধারণ সৈনিকরূপে পরিচিত। সাধারণ জীবনে তিনি ছিলেন আইনজীবী, কিন্তু বর্ত্তমানে তিনি বাইরের পৃথিবীর সাথে কথা বলেন অল্প। সাংবাদিকগণ এখন তাঁর সন্ধান পান না বললেই চলে। আজ সমগ্র ভিয়েৎনামই আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তি যোদ্ধাদের যুদ্ধক্ষেত্র , আর প্রেসিডেন্ট হু থো মুক্ত এলাকায় স্বাধীনতা ও মুক্তি-যোদ্ধাদের পরিচালনা করেন।

বর্ত্তমান বিশ্বের আধুনিক গেরিলা যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের মধ্যে ন'গুয়েন হু থো অন্যতম। আধুনিক গেরিলা যুদ্ধের জনক ও

ব্যাখ্যাতা চীনের গণনেতা মাও সে তুং। তাঁর পরই উত্তর ভিয়েৎ-নামের বর্ত্তমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল গিয়াপের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিই ফরাসীদের ১৯৫৪ সালে ভিয়েৎনাম থেকে বিতাড়নের মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দিয়েন বিয়েন ফু-তে ফরাসীদের চূড়ান্ত পরাজয়ের জন্য জেনারেল গিয়াপই দায়ী। যুদ্ধবিশারদগণ গেরিলা যুদ্ধের নেতা হিসেবে কিউবার ক্যাস্ট্রো ও চে-গুয়েভেরার নামও প্রথম সারিতে উল্লেখ করেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ ভিয়েৎনাম যুদ্ধের ব্যাপকতা, প্রচণ্ডতা ও বিশ্বের বৃহত্তম (?) যুদ্ধ-শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ব্যাপী সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ন'গুয়েন হু থোকে (চেয়ারম্যান মাও-এর পরই) সমগ্র বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গেরিলা নেতারূপে বিবেচনা করছেন।

অবশ্য এখনো বহির্বিশ্বে তাঁর গেরিলা যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশেষভাবে প্রকাশ পায়নি। বিভিন্ন সময়ে ভিয়েৎকংদের মারাত্মক আক্রমণ ও বিজয়লাভ এবং মুক্তি ফৌজের মহা শক্তিশালী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে "বাঁশের ফালি দিয়ে যুদ্ধ" করার কৌশল থেকে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ তাঁর সম্পর্কে মত প্রকাশ করছেন। ফরাসী দেশে শিক্ষিত ব্যারিষ্টার ন'গুয়েন হু থো দেশকে স্বাধীন করার জন্যে সংগ্রাম, জনগণের সেবায় ত্যাগ স্বীকার ও ব্যক্তিত্বের জন্যে আজ দক্ষিণ ভিয়েৎনাম জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডি-য়ামের সভাপতির পদলাভ করতে পেরেছেন। তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদ বর্ত্তমানে বহির্বিশ্বে পাওয়া যাচ্ছে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কোলন নামক স্থানে ১৯১০ সালের জুলাই মাসে (১০ই) এক চাকুরিজীবী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

প্যারিসে শিক্ষা শেষ করার পর তিনি সায়গনে বহু বছর আইন ব্যবসায় করেন। সায়গনের বারে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যারিষ্টার। ফরাসী উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত রাজনৈতিক নেতা ও কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় তিনি দীর্ঘদিনব্যাপী স্বদেশপ্রেমিকদের পক্ষ সমর্থন করেছেন। এভাবে তিনি ভিয়েৎনামের বুদ্ধিজীবী মহলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি উপনিবেশবাদী ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও সরকারী কর্ম্মচারীদের আন্দোলন পরিচালনা করেন।

১৯৫০ সালের ১৯শে মার্চ্চ ইন্দোচীনে মার্কিন সরকারের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে পরিচালিত দেশব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলনে ন'গুয়েন হু থো নেতৃত্ব দেন। তাঁকে গ্রেফতার করার পর বিদেশী সরকার উত্তর ভিয়েৎনামের লাই চ্যু-তে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তির পর বিপ্লবী হু থো মুক্তিলাভ করেন এবং নব প্রতিষ্ঠিত সায়গন-কোলন শান্তি আন্দোলনের সহসভাপতি নিযুক্ত হন। এই সংস্থা তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পুনরায় তাঁকে গ্রেফতার করে দীর্ঘ কয়েক বছর কারাগারে রাখা হয়। ১৯৬১ সাল পর্য্যন্ত তিনি কারাগরে ও অন্তরীণাবদ্ধ ছিলেন। উক্ত সালে মুক্তিলাভের পর থেকে ন'গুয়েন হু থো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ক্রীড়নক সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এ পর্য্যন্ত মাতৃভূমির দু' তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা ও চার-পঞ্চমাংশ ভূখণ্ড মুক্ত করেছেন।

অপরাজেয় ভিয়েৎনাম

ভিয়েৎনামের সংগ্রামী জনগণ প্রায় প্রত্যেক দিনই আক্রমণকারী যুক্তরাষ্ট্র ও এর তাঁবেদার বাহিনীকে পর্য্যুদস্ত ও পরাজিত করছে। প্রায় প্রাত্যহিক পরাজয়কে মার্কিন সরকার এখন অস্বীকার করতে পারছেন না—আর পৃথিবীর "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাধুনিক বাহিনীর" পরাজয় ঘটছে "গেঁয়ো মানুষের বাঁশের বর্শার ডগায়"।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সাম্প্রতিক তথ্য থেকে জানা যায় যে, আমেরিকা ও ক্রীড়নক সেনাবাহিনীর আক্রমণ ভয়াবহ রূপ ধারণ করা সত্ত্বেও জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পাঁচভাগের চারভাগ এলাকা মুক্ত করে বর্ত্তমানে শাসন করছেন এবং এ মুক্ত অঞ্চলে দেশের মোট জনসংখ্যার তিনভাগের দু'ভাগ নাগরিক বাস করেন।

গত আড়াই বছরে সায়গনে ১৩টি ক্যু-দে-তা বা সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে এবং ন'টি ক্রীড়নক সরকার পরপর ক্ষমতায় এসেছে। আর এসব সরকারকে ভরণপোষণ ও রক্ষা কার্য্যে যুক্তরাষ্ট্রকে যত ব্যয় করতে হচ্ছে, তা সাধারণভাবে কল্পনা করা যায় না।

মার্কিন সরকারের হিসেবে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র গত ৩০শে জুন যে আর্থিক বছর সমাপ্ত হয়েছে তাতে দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে "এক বিলিয়ন ডলার" সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দান করেছে। এ সাহায্য অঙ্কের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েৎনামে নিজস্ব সামরিক বাহিনীর ব্যয় ধরা হয়নি। ১৯৬৫ সালের জুন মাসে সমাপ্ত আর্থিক

বছরে প্রদত্ত সাহায্যের তুলনায় এ সাহায্য দ্বিগুণ। এ সাহায্য যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ভারতে প্রদত্ত সাহায্যের চাইতেও বেশী—ভারতের জনসংখ্যা ৪৫ কোটি এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জনসংখ্যা মাত্র এক কোটি ৪০ লক্ষ। এতো সাহায্য প্রদান সত্ত্বেও দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়নক সায়গন সরকার সম্পর্কে এক বছর পূর্ব্বে (১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫) আমেরিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান বলেছেন : "বর্ত্তমানে পল্লী অঞ্চলে (দক্ষিণ ভিয়েৎনামে) সায়গন সরকারের কোন শাসন কর্তৃত্ব নেই, এমন কি সায়গন সহ বড়ো বড়ো শহরগুলোতেও এই সরকার নিশ্চিত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে অক্ষম।" তিনি সে সময় আরো বলেছিলেন যে, সায়গন সরকারের এই পরাজয়ের বিপরীত কিছু আশা করা বৃথা। তাছাড়া এই সামরিক সরকারের পক্ষে ভিয়েৎনামের জনগণের আস্থা ও সমর্থন লাভ মোটেই সম্ভব নয়।

অপরদিকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট দেশের পাঁচ ভাগের চারভাগ মুক্ত এলাকায় কৃষক সাধারণের মধ্যে ইতিমধ্যেই পঞ্চাশ লক্ষ একর জমি বণ্টন করেছেন এবং বর্ত্তমানে মুক্ত এলাকার কৃষকগণ দু'লক্ষ টন ধানের পরিমাণ ভূমিরাজস্ব থেকে রেহাই পেয়েছেন। প্রত্যেক গ্রামে একজন করে উপযুক্ত চিকিৎসক রয়েছেন। মুক্তিফ্রন্ট সরকার তিনটি সহকারী চিকিৎসক ট্রেনিং স্কুল, প্রত্যেক প্রদেশে নার্স, ঔষধ বিক্রেতা ও ধাত্রী ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমগ্র মুক্ত এলাকায় বর্ত্তমানে ৪০টি বিভিন্ন শ্রেণীর সংবাদপত্র, ১৭টি রিভিউ ও ৪০টি বুলেটিন প্রকাশিত হচ্ছে। মুক্তিফ্রন্টের রেডিও প্রত্যহ পাঁচটি ভাষায় প্রোগ্রাম প্রচার করে থাকে এবং সংবাদ

সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এল, পি, এ, (লিবারেশন প্রেস এজেন্সী) বহির্বিশ্বে নিয়মিত সংবাদ সরবরাহ করছে।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বিজয়লাভের উদ্দেশ্যে সর্ব্বশক্তি দিয়ে আক্রমণে লিপ্ত হয়েছে। চলিত বছরে (১৯৬৬) মার্কিন ও তাঁবেদার বাহিনীর আক্রমণ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তাদের পরাজয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ এবং তা কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ধ্বংসের সামিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিন মিলিয়ন সৈন্যের (ত্রিশ লক্ষ) এক মিলিয়ন বা দশ লক্ষই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মোতায়েন করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ন'গুয়েন কাও কী সরকারের পক্ষে যুদ্ধ করছে। মুক্তিফ্রন্টের সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এল, পি, এ-র তথ্য থেকে দেখা যাবে, যুক্তরাষ্ট্র ও কাও কী সরকারের ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি ও পরাজয় চলতি বছরের প্রথমাংশে গত বছরের ক্ষয়ক্ষতির সমান হয়েছে। অর্থাৎ আক্রমণ বৃদ্ধি করায় তাদের ক্ষতিও বেড়েছে। ১৯৬৫ সালে আক্রমণকারীদের (মার্কিন ও অন্যান্য ক্রিড়নক সৈন্য) এক লক্ষ ৬৭ হাজার ৫ শত সৈন্য হতাহত, নিখোঁজ বা বন্দী হয়েছে। এর মধ্যে মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা ১৯ হাজার ২ শ'। কিন্তু ১৯৬৬ সালের প্রথম ছ'মাসেই (৩০শে জুন পর্য্যন্ত) দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আক্রমণকারী বাহিনীর এক লক্ষ ৬২ হাজার সৈন্য হতাহত, নিখোঁজ বা বন্দী হয়েছে—এর ৪৭ হাজার সৈন্য মার্কিনী। ১৯৬৫ সালে মুক্তিফ্রন্ট এক হাজার ৩৩৭টি বিমান ও এ সালের প্রথম ছ' মাসে এক হাজার ৪৩৯টি বিমান ধ্বংস করেছে। মুক্তিফ্রন্ট ১৯৬৫ সালে

ট্যাঙ্কসহ বিভিন্ন ধরনের সামরিক গাড়ী ধ্বংস করেছে এক হাজার ৯৬০টি এবং গত ছ'মাসে ৫৩০টি ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী সহ এক হাজার ১২২টি সামরিক গাড়ী ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। গত বছর ১৬৬টি যুদ্ধ জাহাজ এবং গত ছ'মাসে মুক্তিফ্রন্ট ২২টি যুদ্ধ জাহাজ সমুদ্রে ডুবিয়েছে। অপরদিকে আক্রমণকারীদের যুদ্ধাস্ত্র দখলের সংখ্যা হচ্ছে ২৭ হাজার (১৯৬৫) এবং গত ছয় মাসে সাত হাজার বিভিন্ন ধরনের কামান বন্দুক মুক্তিফ্রন্ট হস্তগত করেছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে জনগণের সমর্থনপুষ্ট মুক্তিফ্রন্ট বাহিনী, আঞ্চলিক বাহিনী ও ভিয়েৎকং গেরিলা সেনা এই অসাধারণ বিজয় সম্ভব করেছে।

সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এল পি এ-র সর্ব্বশেষ খবরে জানা গেছে যে, গেরিলা মুক্তিফ্রন্ট বাহিনী ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে গত জুন মাস থেকে জুলাই মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কুয়াংত্রি ও থুয়া থিয়েন প্রদেশ দু'টির ১১৫টি গ্রাম মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। এই সমস্ত মুক্ত গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা এক লক্ষ। প্রকৃতপক্ষে জিউ লিন, ক্যামলো, কোয়াং দিয়েন ও কোং দিয়েন চারটি জেলার প্রায় সমগ্র এলাকাই (উক্ত দুইটি প্রদেশের) মুক্তিফ্রন্টের শাসন কর্তৃত্বে এসেছে। এ ছাড়া আরো ২২টি গ্রাম কাও কী সরকারের শাসন থেকে ছিনিয়ে লওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় ক্রীড়নক কাও কী সরকারের অধীনে প্রধানতঃ শহর ও শিল্প এলাকাই শুধু রয়েছে এবং এ সমস্ত এলাকাতেও নিশ্চিত নিরাপত্তা নেই।

৬ লক্ষ টন বোমা

চলতি বছরের প্রথমাংশে উত্তর ভিয়েৎনামের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ বোমাবর্ষণ ও ধ্বংস যজ্ঞের একটি খতিয়ান সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। উত্তর ভিয়েৎনামের পররাষ্ট্র দফতরের তথ্য বিভাগ গত ২২শে জুলাই এক স্মারকলিপির মাধ্যমে "বর্ব্বরোচিত অপরাধের" তালিকা প্রকাশ করেছেন। ১৯৬৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী থেকে ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত স্মারকলিপিতে উল্লেখ হয়েছে—৩১শে জানুয়ারী থেকে যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েৎনামের উপর হামলা পুনরায় শুরু করে।

স্মারকলিপিতে যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা মন্ত্রী ম্যাকনামারার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র গত মার্চ্চ মাসেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েৎনামের উভয় অঞ্চলে ৫০ হাজার টন বোমা বর্ষণ করেছে। কোরিয়ার যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র প্রতি মাসে যে পরিমাণ বোমা বর্ষণ করেছে, এ তার প্রায় তিন গুণ। তা'ছাড়া ১৯৬৬ সালে আমেরিকা ভিয়েৎনামে ছয় লক্ষ ৩৮ হাজার টন বোমা বর্ষণের পরিকল্পনা নিয়েছে। উক্ত পরিমাণ বোমা ৩৭ মাস ব্যাপী কোরিয়ার যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত বোমার একশভাগের ৯১ ভাগ।

আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেসের বরাদ্দ দিয়ে বলা হয়েছে, আক্রমণ পুনরায় শুরু করার পূর্ব্বে প্রতি মাসে বিমান হামলায় যে পরিমাণ গুলী ব্যবহার করা হতো, বর্ত্তমানে তা দু'শো থেকে তিন শ' গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে মার্কিন বিমান উত্তর ভিয়েৎনামের রাজধানী ও অন্যান্য বৃহৎ শহর ছাড়াও ১২টি প্রাদেশিক শহর ও বিশটি জেলা কেন্দ্রে আক্রমণ করেছে। শিক্ষায়তনসমূহ "সামরিক লক্ষ্যস্থল" বলে গণ্য হচ্ছে। গত দেড় বছরে ২৪০টি বিভিন্ন ধরনের স্কুল আক্রান্ত হয়েছে। বিগত ছ'মাসে বাঁধ ও সংরক্ষিত জলসেচ এলাকার উপর ৭ শ' বার বিমান আক্রমণ করা হয়েছে। তারা গত ১৩ই জুলাই আন্তর্জাতিক যাত্রীবাহী ট্রেনের উপর আক্রমণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। মার্কিন সরকার বিশ্বে প্রচার করতে চেয়েছে যে, কেবলমাত্র "সামরিক লক্ষ্যস্থলের" উপর আক্রমণ চলছে; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক লক্ষ্যস্থল হচ্ছে জনপদ, ঘনবসতিপূর্ণ শহর, টাউন এলাকা, স্কুল, হাসপাতাল, বাঁধ, ফার্ম্ম, কারখানা, জলসেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

মার্কিন সরকার ১৯৬৬ সালের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে চার লক্ষ সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, আগামী বিশ বছর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করতে হলেও বিজয়লাভ না করা পর্য্যন্ত ভিয়েৎনামের জনগণ ক্ষান্ত হবে না।

প্রতিবাদমুখর চীন

বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ নাগরিক চীনের ৭০ কোটি মানুষ উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বোমা বর্ষণের প্রতিবাদে আগুনের মতো জ্বলে

উঠেছে। পিকিং, সাংহাই, হ্যাংচৌ, খারবিন থেকে আরম্ভ করে চীনের সমস্ত বড়ো শহরেই বর্তমানে প্রতিবাদমুখর—প্রতিদিনই জনসভা, র‍্যালী, মিছিলের মাধ্যমে মার্কিন বোমা বর্ষণের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে।

গত ১০ই জুলাই পিকিং র‍্যালী ছিল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ—এ বিক্ষোভে চীন সরকার, সমস্ত শ্রেণীর নাগরিক এবং এমনকি সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিও যোগদান করেন। চীন শান্তি কমিটিসহ বারোটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আয়োজিত এই র‍্যালী পিপল্‌স গ্রেট হল বা জনগণের মহাবিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। গণকংগ্রেসের সহসভাপতি ও শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কো-মো-জো দশ সহস্রাধিক শ্রোতার এই র‍্যালীতে সভাপতিত্ব করেন।

চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই, সহকারী প্রধানমন্ত্রী চেন ই, জাতীয় গণকংগ্রেসের পাঁচজন সহসভাপতি, মুক্তি বাহিনীর ডেপুটি চীফ অব দি জেনারেল ষ্টাফ চাং সু সুন, চীনের গণতান্ত্রিক পার্টিসমূহের প্রতিনিধি ইয়াং কি সুয়ান, আন্না লুইস ষ্ট্রং প্রমুখ নেতা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় চীনে নিযুক্ত উত্তর ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রদূত ট্রান হুমিন ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের পিকিং-এ নিযুক্ত প্রতিনিধি ট্রান ভান থান বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ও অন্যান্য নেতৃবর্গ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রোগ্রামে অংশ নেন। ভিয়েৎনামবাসীদের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানোর উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষ থেকে চৌ এন লাই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করেন সহকারী প্রধানমন্ত্রী চেন ই।

তিনি স্পষ্টতঃ বলেন যে, চীন কোন দিনই ভিয়েৎনামে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ও আক্রমণ বরদাস্ত করবে না। যুক্তরাষ্ট্র হ্যানয় ও হাইফং-এ বোমাবর্ষণ করে যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রসারিত করেছে। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোন দেশ বা জাতি নিজেদের কর্ম্মপন্থা গ্রহণের প্রশ্নে কোন প্রকার বিধিনিষেধে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য নয়। "বোমাবর্ষণের মাধ্যমে শান্তি আলোচনায় বাধ্য করার" নীতি ব্যর্থ হতে বাধ্য।

র‍্যালীর সভাপতি কো-মো-জো ও অন্যান্য বক্তাগণ বক্তৃতাকালে ভিয়েৎনামের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও হ্যানয়ে বোমা বর্ষণের পর গত ৩রা জুলাই চীন সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিবৃতির প্রতি সমর্থন জানান।

উক্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভিয়েৎনামকে সাহায্য ও সমর্থন করার প্রশ্নে চীন হ্যানয়-হাইফং-এ বোমা বর্ষণের পর বিধিনিষেধের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে। এতে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, ভিয়েৎনামের জনগণের স্বার্থ ও প্রয়োজনে আমরা যে কোন সময়ে আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

গত বছর (১৯৬৫ সাল) মার্চ্চ মাসে চীন ভিয়েৎনামের ব্যাপারে প্রথম এই জাতীয় বিবৃতি প্রকাশ করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, গত ১০ই এপ্রিল চৌ এন লাই বলেন যে, যদি একবার যুদ্ধ শুরু হয়, তবে সে যুদ্ধের আর কোন নির্দ্ধারিত সীমা থাকবে না।

চীনা সরকারের বিবৃতি ও চীনা নেতৃবর্গের স্পষ্ট উক্তি সত্ত্বেও বিদেশী সংবাদদাতাগণ বলেছেন যে, চীন ভিয়েৎনামকে সাহায্যের

ব্যাপারে এমন কোন ঝুঁকি এই মুহূর্তে নেবে না, যা তাকে ব্যাপক যুদ্ধে লিপ্ত করে।

কিন্তু চৌ এন লাই বলেছেন ঃ চীনারা যা বলে, তাই তারা করে।

মিলিয়ন নাগরিকের কণ্ঠ

গত ২২শে জুলাই পিকিং-এর বিখ্যাত তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে এক মিলিয়ন (দশ লক্ষ) নাগরিক বজ্রকণ্ঠে ভিয়েৎনামী জনগণের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে ভিয়েৎনামের প্রতি সমর্থন জানাবার উদ্দেশ্যে আহুত এই বিশাল র‍্যালীতে যোগদানের জন্যে রাত্রি তিনটা থেকে ছাত্র, শ্রমিক, মিলিসিয়া, বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিক, সৈন্যবাহিনী স্কোয়ারে উপস্থিত হতে থাকে। চেয়ারম্যান লিউ শাও চী, গণ-কংগ্রেসের সভাপতি চু তে, প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এবং মন্ত্রিসভা ও পার্টির প্রায় সমস্ত নেতাই প্যাভেলিয়নে উপস্থিত ছিলেন।

সকাল আটটায় এই র‍্যালী শুরু হয়। র‍্যালীতে সৈনিক ও রাইফেলধারী মিলিসিয়ার সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ—বর্ত্তমানে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যুদ্ধরত মার্কিন সেনা সংখ্যার অধিক। পিকিং-এর বিভিন্ন স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় তিন লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী এবং চার লক্ষ শ্রমিক, অফিস কর্ম্মচারী ও অন্যান্য নাগরিক এই র‍্যালীতে অংশ নেন। ইতিপূর্ব্বে পিকিং-এ সুয়েজ আক্রমণ, কিউবা ব্লকেড ও কঙ্গো-চক্রান্তের সময় এই জাতীয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী "ম্যাস র‍্যালী" অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

চেয়ারম্যান লিউ শাও চী প্রথম বক্তৃতায় বলেন ঃ চীনের ৭০ কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমি সমগ্র বিশ্বে ঘোষণা করছি যে, চীনের জনগণ ও সরকার দৃঢ়তা ও আন্তরিকতার সাথে গণতান্ত্রিক ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট হো চী মীনের গত ১৭ই জুলাই-এর আবেদন পূর্ণ সমর্থন করে।

তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন ঃ আমরা মার্কিন আক্রমণকারীদের বিশেষ জোরের সাথে সতর্ক করে দিয়ে বলছি, হিসেবে ভুল করবেন না এবং আপনারা বিপরীত শক্তিকে ভুল ধারনা করবেন না। ভিয়েৎনামের জনগণকে মার্কিন বিরোধী যুদ্ধে সাহায্য করার জন্যে চীনা জনগণ যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত রয়েছে।

"চীন সরকার পুনরায় জানাচ্ছে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ভিয়েৎনামের উপর হামলা চীনের উপর আক্রমণের সামিল। ৭০ কোটি চীনা নাগরিক ভিয়েৎনামী জনগণের শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক। বিশাল চীন দেশ ভিয়েৎনামী জনগণের জন্যে বিশ্বাসযোগ্য পশ্চাৎভূমি।"

লিউ শাও চী আরো স্পষ্ট করে বলেন ঃ চীনের জনগণ তাঁদের মনস্থির করেছেন এবং তাঁরা উভয় দেশের জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে মার্কিন আক্রমণকারীদের যুগ্মভাবে কঠোর আঘাত হানার উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন।

"ভিয়েৎনামকে সাহায্য করা আমাদের জন্য আন্তর্জাতিক নৈতিক দায়িত্ব"। তিনি বলেন।

চীন গণ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান চু তে র‍্যালীতে বক্তৃতা করেন এবং তাঁর এই বক্তৃতা ভিয়েৎনাম গণ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান ট্রং চীনের কাছে বাণী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি বাণীতে বলেছেন : যে কোন মূল্যে আমরা ভিয়েৎনামকে সাহায্য করব।

উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রতিনিধিরাও বক্তৃতা করেন। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রতিনিধি বলেন : আমরা গত ছ'মাসে এক লক্ষ ১২ হাজার শত্রু সৈন্য (মার্কিনীসহ) হতাহত ও বন্দী করেছি।

র‍্যালী সমাপ্তি ঘোষণার পর এক মিলিয়ন নাগরিক তিনটি প্রধান বিক্ষোভ মিছিলে বিভক্ত হয়ে সারাদিন ব্যাপী পিকিং শহর প্রদক্ষিণ করে।

পর্য্যবেক্ষকদের মতে চেয়ারম্যান লিউ-র র‍্যালীতে আমেরিকার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী এবং ভিয়েৎনামকে সাহায্যদানের সর্ব্বশেষ ঘোষণা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

* চেয়ারম্যান লিউ উল্লিখিত র‍্যালীর পর ১৯৬৬ সালে কোন জনসমাবেশে রাষ্ট্র প্রধানরূপে বক্তৃতা করেননি।

সচেতন বৈজ্ঞানিকদের প্রতিবাদ

চারটি মহাদেশের একশ' দশজন বৈজ্ঞানিক ভিয়েৎনামের উপর "সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রের বর্ব্বর আক্রমণের" কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। গত ৩০শে জুলাই পিকিৎ-এ প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে উক্ত বৈজ্ঞানিকগণ ভিয়েৎনামী জনগণের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। গত ৩১শে জুলাই সমাপ্ত পদার্থ

বিজ্ঞান সম্পর্কিত ৯ দিবস ব্যাপী আন্তর্জ্জাতিক আলোচনা সভায় যোগদানকারী এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও ওশেনীয়া মহাদেশের বৈজ্ঞানিকগণ মানবতা ও কর্ত্তব্যের তাগিদে এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন।

কিন্তু পাকিস্তানের বৈজ্ঞানিকগণ মার্কিন আক্রমণ বিরোধী ভিয়েৎনামী জনগণের পক্ষে প্রদত্ত এই বিবৃতিতে স্বাক্ষরদান করেননি। পদার্থ বিজ্ঞান আলোচনা সভায় যোগদানকারী তিন সদস্য বিশিষ্ট পাকিস্তানী বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদলের নেতা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগের প্রধান জনাব এম, আর, সরকার মনে করেন যে, ভিয়েৎনাম সমস্যাটি রাজনৈতিক এবং এ বিষয়ে কথা বলার দায়িত্ব তাঁদের নয়।

মানবতা বিরোধী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বকল্যাণে নিয়োজিত বৈজ্ঞানিকদের কোন কিছু করণীয় রয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে জনাব সরকার মন্তব্য করতে নারাজ। পদার্থ বিজ্ঞান আলোচনা সভার পর প্রকাশিত এশতেহারে ভিয়েৎনাম সমস্যা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা না হলেও তাতে বলা হয়েছে যে, "সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমেই জাতীয় বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সম্ভব।" পাকিস্তানের বৈজ্ঞানিকগণ এশতেহারের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। পাকিস্তান সরকারের "ভিয়েৎ-নাম নীতি" আর যাই হোক, তা স্পষ্ট করে "আক্রমণকারী আমেরিকার বিরুদ্ধে" নয় বলে বহির্বিশ্বের সম্মেলনে যোগদানকারী পাক-প্রতিনিধিদের পক্ষে এ ব্যাপারে কিছু মন্তব্য করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। জনাব সরকার সে সমস্যারই সম্মুখীন হয়েছিলেন।

তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েরই তেরজন অধ্যাপক সম্প্রতি আক্রমণ-বিরোধী ও ভিয়েৎনামী জনগণের সমর্থনে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। স্মরণ থাকতে পারে যে, পিকিং-এ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এ্যাফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে পাক-প্রতিনিধিদল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও দক্ষিণ ও উত্তর ভিয়েৎনামের পক্ষে গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

একশ' দশজন বৈজ্ঞানিকের ভিয়েৎনাম সম্পর্কিত যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছে ঃ জাতীয় মুক্তির জন্য আমেরিকার আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ভিয়েৎনামকে এশিয়া, আফ্রিকান ও ল্যাটিন আমেরিকার প্রগতিশীল জনসাধারণ ও ন্যায়নিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের সমর্থন জানান মহৎ কর্ত্তব্য।

"আমরা এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও ওশেনিয়া মহাদেশের বৈজ্ঞানিকগণ সমস্ত জাতির স্বাধীনতা ও সাধারণ নিরাপত্তা, শান্তি ও ন্যায়বিচার এবং বিজ্ঞানের মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যে ভিয়েৎনামের উপর আমেরিকার হামলার তীব্র নিন্দা করছি এবং ভিয়েৎনামের জনগণকে ব্যাপকহারে হত্যার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের আবিষ্কার প্রয়োগ করার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য নিন্দা করছি।"

বৈজ্ঞানিকগণ উত্তর ভিয়েৎনামের চার-দফা নীতি ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পাঁচ-দফা বিবৃতি এবং প্রেসিডেন্ট হো চী মীনের গত ১৭ই জুলাই প্রদত্ত আবেদনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে ভিয়েৎনামবাসীদের ন্যায়যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিশ্বের সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও কল্যাণকামী জনগণকে হামলাকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় কর্ম্মপন্থা অবলম্বনের আহ্বান জানান হয়েছে।

যুদ্ধ জীবনের অংশ

সাংবাদিক সুগিয়ামা সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছিলেন। উত্তর ভিয়েৎনামে এক সপ্তাহকাল সফরান্তে তিনি সম্প্রতি পিকিং ফিরে এসেছেন। গত ২৯শে জুন থেকে মার্কিন সরকার উত্তর ভিয়েৎনামের উপর অবিরাম বোমা বর্ষণ করে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে তারই কোন কোন দিক সম্পর্কে তিনি বন্ধুদের সাথে আলাপ করছিলেন। মিঃ সুগিয়ামা এ্যাফ্রো-এশীয় সাংবাদিক সংস্থার পিকিং-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীয়েটে জাপানের পক্ষ থেকে অন্যতম সেক্রেটারীরূপে কাজ করছেন। তিনি জাপান সাংবাদিক কংগ্রেসের একজন সদস্য। মিঃ ইচিহি সুগিয়ামা জাপান প্রেস-সার্ভিসের প্রতিনিধি হিসেবেও কাজ করছেন।

এ্যাফ্রো-এশীয় সাংবাদিক সংস্থার প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ সুগিয়ামা গত ৮ই আগষ্ট পিকিং থেকে হ্যানয় পৌঁছান এবং এক সপ্তাহ উত্তর ভিয়েৎনাম সফরের পর গত ১৬ই আগষ্ট ফিরে আসেন। উক্ত দলে আরো দু'জন সাংবাদিক সদস্য ছিলেন। প্রতিনিধি দল উত্তর ভিয়েৎনামে আক্রমণ সম্পর্কে সাংবাদিক সংস্থার কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন।

তিনি উত্তর ভিয়েৎনামের গুরুত্বপূর্ণ শহর থাং হোয়া সম্পর্কে বলছিলেন। শহরের নিকটবর্ত্তী মা-নদীর সেতু হামরোঙ। স্থানীয় শব্দের অর্থ ড্রাগনের মুখ। এই সেতুটির উপর মার্কিন বিমান বাহিনী শতাধিক বার তীব্র আক্রমণ করেছে। একবার দু'দিন-ব্যাপী পরপর আটবার ব্যাপক আক্রমণ চলে। প্রত্যেকবারই

এক শ' থেকে দেড় শ' বিমান আক্রমণে অংশ নিয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই মার্কিন হানাদার বিমান বহর পর্যুদস্ত হয়ে ব্যর্থ হয়েছে। এখন পর্য্যন্ত আক্রমণকারী বাহিনী সেতুটির বিশেষ কোন ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হয়নি। এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুটির উপর দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। শত্রুপক্ষ এই সেতু বিনষ্ট করতে পারলে ভিয়েৎনামের একটি অঞ্চলের সামরিক ও বেসামরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা অস্থায়ীভাবে হলেও পঙ্গু করতে পারত।

সামরিক বাহিনী, প্রাদেশিক আঞ্চলিক বাহিনী ও মিলিসিয়া অসীম বীরত্ব সহকারে সেতুটী রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। যে কোন ক্ষতির বিনিময়ে এই সেতুটি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মিলিসিয়া বাহিনী সারাদিন রাত সতর্ক প্রহরীরূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কোন মার্কিন বিমানই নীচে নেমে আসতে পারে না। মিলিসিয়াদের কৃতিত্ব এই সেতুরক্ষা যুদ্ধে অপরিসীম।

এই হামরোঙ সেতু ধ্বংস করতে এসে মার্কিন বিমান বাহিনী এ পর্য্যন্ত সাতচল্লিশটি বিমান হারিয়েছে। বিমান আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে শত্রুপক্ষ অন্য উপায়ে সেতুটি ধ্বংস করার চেষ্টা করে। কারণ মার্কিন বিমান সেতুর নিকট আসার পূর্ব্বেই সেনাবাহিনী বা মিলিসিয়াদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। সরাসরি আক্রমণ ব্যর্থ মনে করে মার্কিন বিমান মা-নদীর উর্দ্ধ অঞ্চলে স্রোতের অনুকূলে 'টাইম-মাইন' নিক্ষেপ করতে শুরু করে। বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত এই সমস্ত 'টাইম-মাইন' নদীর স্রোতের সাথে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হামরোঙ সেতুর নিকট এসে বিস্ফোরিত হবে, মার্কিন রণনেতাদের এটাই ছিল আশা। কিন্তু তাদের এই রণকৌশল

সদাজাগ্রত প্রহরী মিলিসিয়াদের কাছে ধরা পড়ে। সেতুর কাছে ভেসে আসার পূর্ব্বে সেনাবাহিনী ও মিলিসিয়া ইউনিট সে সমস্ত টাইম মাইন ধ্বংস করে ফেলে। মা-নদীর হামরোঙ সেতু রক্ষার এই বীরত্বপূর্ণ ইতিহাসের স্রষ্টা থাং হোয়া অঞ্চলের জনসাধারণ প্রধানতঃ। সেনাবাহিনী ও জনগণের বাহিনী মিলিসিয়া এই সেতুর প্রতিটি স্তম্ভকে আপন সন্তানের মতো রক্ষা করছে। পাশ্চাত্য প্রেস এই হামরোঙ সেতু যুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর পরাজয়ের কাহিনী প্রচারের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ মনে করে।

মিঃ সুগিয়ামার মতে এ পর্য্যন্ত মার্কিন বিমানের হামলা উত্তর ভিয়েৎনামের সামরিক দিকের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। তার প্রধান কারণ হচ্ছে সেনাবাহিনী ও জনগণের বাহিনী মিলিসিয়া ইউনিটের যুক্ত দেশরক্ষা ব্যবস্থা। তা'ছাড়া দেশের প্রত্যেকটি মানুষ এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। তাদের কাছে ধান কাটার কাস্তে ও রাইফেলের মধ্যে কোন তফাত নেই। মার্কিন বিমান আক্রমণের জন্যে আসার সাথে সাথে বিমান ধ্বংসী ইউনিটের (মূল সেনাবাহিনীর) গোলার সম্মুখীন হয়। এর পরবর্ত্তী স্তরে রয়েছে আঞ্চলিক বাহিনীর মেশিনগান। আর সর্ব্বনিম্ন স্তরে মিলিসিয়া ইউনিটের রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত্রের আক্রমণ। এই তিন স্তরের প্রতিআক্রমণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থার মুখে প্রত্যেকবারই মার্কিন বিমান বাহিনীকে পরাজয় বরণ করতে হচ্ছে। এই প্রতিরোধের ব্যূহ ভেদ করতে না পেরে মার্কিনী বিমান নির্ব্বিচারে বেসামরিক এলাকায় সাধারণ নাগরিকদের উপর বোমা বর্ষণ করছে। কিন্তু যারা

যুদ্ধকে জীবনের অংশ করে নিয়েছে. তাদের কাছে পরাজয় বলে কোন শব্দ পরিচিত নয়। তাদের সুদৃঢ় মনোবলের ধ্বংস হয় না।

উত্তর ভিয়েৎনামে মুদ্রাস্ফীতি নেই। সাইকেল, ক্যামেরা ইত্যাদি আমদানীকৃত জিনিস ছাড়া কোন কিছুর দাম বাড়েনি। দেশের কৃষি ও শিল্প উৎপাদন কমেনি বরং এই বছর পূর্ব্বাভাসের অতিরিক্ত ফসল হচ্ছে। প্রতিদিন শত্রু কর্তৃক আক্রমণের মধ্যেও খাদ্যের অভাব ঘটেনি এবং উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। কারণ, চাষী ধান বুনেন, তিনি যোদ্ধাও। কিছুদিন পূর্ব্বে কৃষকদের একটি মিলিসিয়া ইউনিট একটি মার্কিন জেট বিমান গুলীবিদ্ধ করে ভূপাতিত করেছে। বিমানটির গায়ে চারটি বুলেটের ক্ষত ছিল। আর উক্ত মিলিসিয়া ইউনিটের চারজন কৃষক সদস্য— অস্ত্র রাইফেল।

সুগিয়ামা ও তাঁর বন্ধুরা হ্যানয় থেকে থাং হোয়া পর্য্যন্ত ১৬০ কিলোমিটার পথে রাত্রি বেলা শত শত সাধারণ নাগরিককে রাস্তা নির্ম্মাণ ও ট্রেঞ্চ তৈরীর কাজে লিপ্ত দেখেছেন।

প্রেসিডেন্ট হো চী মীন এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলেছেন। তিনি উক্ত ভ্রাম্যমাণ এ্যাফ্রো-এশীয় সাংবাদিকদের সাথে ১৫ই আগষ্ট আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বিশ্বে এ্যাটমের চাইতে আরো একটি শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা জনশক্তি। এই জনশক্তিই যুদ্ধ মীমাংসা করবে, এ্যাটম বা ডলার নয়।

বন্ধুবচনে চীন

সাঁতারু মাও

যে সময় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন ভিয়েৎনাম সম্পর্কিত তথাকথিত 'শান্তি প্রস্তাব' বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মস্কোতে উপস্থিত হন, ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের শিখণ্ডী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী যখন আমেরিকার মুখপাত্রের ভূমিকা গ্রহণ করতে গিয়ে নিজের দেশের সচেতন জনগণের তীব্র সমালোচনার মুখে ব্যতিব্যস্ত, যখন পাশ্চাত্য সাংবাদিকগণ ভিয়েৎনাম আক্রমণে

জল্লাদের ভূমিকায় প্রেসিডেন্ট জনসনের মানসিক অবস্থার বিচিত্র বর্ণনায় লিপ্ত, সে সময় ভিয়েৎনাম সমস্যার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত ভিয়েৎনামকে পূর্ণ সাহায্য দানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ চীনের ৭০ কোটি মানুষের নেতা চেয়ারম্যান মাও তরঙ্গ সঙ্কুল ইয়াংসী নদীতে নির্ব্বিঘ্নে সাঁতার কাটছিলেন। গত ১৬ই জুলাই দুপুরে চেয়ারম্যান মাও সে তুং হুপে প্রদেশের উহান শহরের নিকটে ইয়াংসী নদীতে একঘণ্টা পাঁচ মিনিট কাল সাঁতার কেটেছেন। তিনি উক্ত সময়ের মধ্যে পনের কিলোমিটার বা ন' মাইলের অধিক দূরত্ব অতিক্রম করেছেন। এই দীর্ঘ সময় সাঁতার কাটার পরও বৃদ্ধ নেতাকে (৭২ বৎসর) ক্লান্ত মনে হয়নি।

চেয়ারম্যান মাওয়ের সন্তরণের পরে গত ২৫শে জুলাই সমগ্র চীনের সংবাদপত্র সমূহ, রেডিও ও টেলিভিশনে একযোগে এ সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি পত্রিকায় সন্তরণরত ও মোটরবোটের উপর দণ্ডায়মান চেয়ারম্যান মাও-এর আলোক-চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। পিপল্‌স ডেলী ও অন্যান্য পত্রিকা সন্তরণ উপলক্ষে দীর্ঘ রাজনৈতিক সম্পাদকীয় লিখেছেন।

বিভিন্ন পত্রিকায় ব্যানার শিরোনামায় বলা হয়েছে: 'চীনের জনগণ ও বিশ্বের বিপ্লবী জনসাধারণের জন্যে সেরা সংবাদ।' 'চেয়ার-ম্যান মাও-এর স্বাস্থ্য অটুট।' 'চেয়ারম্যান মাও পুনরায় ইয়াংসীতে সাঁতার কেটেছেন।' এ খবর প্রচারিত হওয়ার পর থেকে চীনের বিভিন্ন অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ নাগরিক সাঁতার কাটতে শুরু করেছেন। চেয়ারম্যান মাও যে কথা বলেন, তা ৭০ কোটী মানুষের কাছে

রাজনৈতিক দর্শনে মণ্ডিত বাণী; তিনি যে কাজে অংশ নেন তা সমগ্র জনসাধারণ স্বেচ্ছায় করণীয় বলে মনে করেন। উল্লেখ্য যে, কয়েক বছর পূর্ব্বে চেয়ারম্যান মাও প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে হলেও সাঁতারে অংশগ্রহণ করার জন্যে চীনের জনসাধারণকে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর উপদেশে অন্ততঃ একশ' মিলিয়ন যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ, কিশোর-কিশোরী নদী ও সমুদ্রে সাঁতার শিখেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

তাঁর এ সাঁতারের পর দুটো বিষয় সত্য ও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। চেয়ারম্যান মাও গত নবেম্বর মাস থেকে অসুস্থ এবং তাঁর পক্ষে জনসাধারণের মধ্যে আর ফিরে আসা হয়তো সম্ভব হবে না—পাশ্চাত্য প্রেসের এ ধরনের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার মূলে যে কোন সত্য নেই, তা এখন স্পষ্ট। গত মে মাসে তাঁকে আলবেনীয়ার প্রধানমন্ত্রী মোহামেদ সেহুর সাথে বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে দেখা গেছে। ১১ই মে সাক্ষাতের সে ছবি প্রকাশিত হয়েছে। চলতি জুলাই মাসে তিনি নেপালের যুবরাজ ও সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এ্যাফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎদান করেছেন। দীর্ঘ সময় ইয়াংসীতে সন্তরণের পর এখন তাঁর অসুস্থতা সম্পর্কিত প্রচার অকেজো। অপরদিকে ভিয়েৎনামে মার্কিন আক্রমণ (অনেকের মতে যা চীন আক্রমণের সমতুল্য) যে চীনা নেতৃবর্গকে মোটেই বিচলিত করেনি, তা' এ সন্তরণের ব্যাখ্যা থেকে অনুমান করা সম্ভব।

দশ বছর পূর্ব্বে তিনি বলেছিলেন: লোকে বলে, ইয়াংসী নদী খুব বড়ো—প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ কিছুকে ভয় করার কোন কারণ

নেই। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বৃহৎ শক্তি নয় কি? একবার তাদের আমরা প্রতিরোধ করেছি এবং তাতে কোন ক্ষতি হয়নি। সুতরাং পৃথিবীর অনেক কিছুই বৃহৎ যাদের ভয় করার কিছু নেই।

১৬ই জুলাই, সেদিন ছিল ১১ তম ইয়াংসী অতিক্রম প্রতিযোগিতা। উহানের পাঁচ হাজার যুবক-যুবতী, কৃষক, শ্রমিক, অফিস কর্ম্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছিল। সকাল ৯টা বিশ মিনিটের সময় চেয়ারম্যান মাও অপ্রত্যাশিতভাবে একটি মোটরবোটযোগে প্রতিযোগিতা দেখতে আসেন। তাঁরই উৎসাহে দশ বছর পূর্ব্বে ইয়াংসী অতিক্রম প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বর্ষার পানিতে ইয়াংসী নদী পরিপূর্ণ; তাছাড়া তীব্র স্রোত ও তরঙ্গের ফলে নদী নিরাপদ ছিল না। সন্তরণ পরিদর্শনকালে বেলা এগারটার সময় চেয়ারম্যান মাও সাঁতার কাটার উদ্দেশ্যে নদীতে নেমে পড়েন।

ইয়াংসী নদীতে চেয়ারম্যান মাও-এর সন্তরণ এই প্রথম নয়। ইতিপূর্ব্বেই তিনি চারবার সাঁতার কেটে ইয়াংসী নদী অতিক্রম করেছেন। প্রথমবার তাঁর বয়স ছিল ৬২ বছর। তবে এবার তিনি ৬৫ মিনিট সাঁতার কেটেছেন, নদী অতিক্রম করেননি। তাঁর সাথে সন্তরণরত হুপে প্রদেশের পার্টি সেক্রেটারীর অনুরোধে তিনি ১২টা ৫ মিনিটে নদী থেকে উঠে আসেন।

১৯৫৬ সালে মে মাসে তিনি প্রথম ইয়াংসী নদী অতিক্রম করেন। এ সময় তিনি উ চাং থেকে সাঁতার কেটে হ্যাংকও পৌঁছান। ইয়াংসী প্রথম অতিক্রম করার পর তিনি একটি কবিতা লেখেন—'সাঁতার'। উক্ত বছর গ্রীষ্মকালে (জুন?) তিনি ইয়াংসি

নদী পুনরায় অতিক্রম করেন, দু'বার হ্যান ইয়াং থেকে উ চ্যাং পর্য্যন্ত। চতুর্থবার তিনি ইয়াংসী নদী অতিক্রম করেন ১৯৫৭ সালে।

গত ২৬শে জুলাই পিকিং-এর সমস্ত কাগজে চেয়ারম্যান মাও-এর দশ বছর পূর্ব্বে রচিত "সাঁতার" কবিতাটি পুনরায় মুদ্রিত হয়েছে। "সাঁতার" কবিতার প্রথমাংশের সরল অনুবাদ :

"চাংশার জল আমি পান করেছি
উ চ্যাং-এর মাছ খেয়েছি আমি
এই মাত্র।
হাজার মাইল দীর্ঘ এ নদী
অতিক্রম করছি আমি,
চু-এর উন্মুক্ত আকাশ আমার
দৃষ্টিপথে।
ঝড়ের এই দাপট আর
তরঙ্গের এই আঘাত
উপেক্ষা করি আমি—
অনেক ভাল এ,
অঙ্গনে আলস্য জড়িত পদচারণ
অপেক্ষা।"

চেয়ারম্যান মাও-এর এ কবিতার "ঝড়ের এই দাপট আর তরঙ্গের এই আঘাত উপেক্ষা করি আমি।"—পংক্তি এখন প্রত্যেকটি নর-নারী মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করেন। চীনা জনসাধারণের কাছে রাজনৈতিক অর্থে এ কয়টি লাইনের গুরুত্ব অপরিসীম।

আইদিত

আইদিত কি জীবিত আছেন?—এ প্রশ্নের জবাব এখনো সঠিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। গত বছর (১৯৬৫) সুহার্তো-নাসুসান সরকার ক্ষমতা দখলের পর থেকে পাশ্চাত্য প্রেস ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান ডি, এন, আইদিত সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে পরস্পর বিরোধী সংবাদ সরবরাহ করেছেন। ক্ষমতা দখলের সময় তিন মাস ব্যাপী 'হত্যাভিযানে' তিন লক্ষাধিক লোকের সাথে আইদিতকেও হত্যা করা হয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত জাকার্ত্তা সরকার কোন স্পষ্ট ঘোষণা করেননি।

হয়তো বা বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গত কয়েক মাস পাশ্চাত্য প্রেস নিজস্ব সংবাদসূত্রের বরাদ্দ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে বলেছেন: 'আইদিত বেঁচে নেই।' 'সুহার্তো অচিরেই আইদিতের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করবেন'। 'আইদিত কি বেঁচে আছেন?' 'আইদিত কি পিকিং-এ আছেন?'

এ সমস্ত সংবাদের প্রণেতাগণ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন বলে অনেকের ধারণা। আইদিত নিহত হয়েছেন—একথা প্রচার করে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে হত্যাযজ্ঞে উৎসাহিত করা হয়েছে। আইদিত হয়ত বেঁচে আছেন—এ জাতীয় প্রচারে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। তাই নিহত আইদিতকে "জীবিত" বলে প্রচার করলে পাল্টা বিদ্রোহের আশঙ্কা হ্রাস পেতে পারে। অপরদিকে গণচীনে আইদিতের রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ সম্পর্কিত সংবাদ প্রচারের

পশ্চাতে চীনকে ইন্দোনেশিয়ায় গত বছর 'আন্তঃ বিদ্রোহে' জড়িত করার প্রয়াস রয়েছে।

আইদিতকে চীনে আশ্রয় দেয়া হয়েছে, এ কথার স্বীকৃতি কখনো চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে পাওয়া যায়নি। সাম্প্রতিক গণহত্যার সময় আইদিত নিহত হয়েছেন কিনা সে সম্পর্কেও চীন কর্তৃপক্ষের স্পষ্ট উক্তি উদ্ধৃত করা কঠিন। কিন্তু এখানে সবাই বিশ্বাস করেন যে, আইদিতকে হত্যা করা হয়েছে, এবং এ বিষয়ে কেউ দ্বিতীয় মত পোষণ করেন না। এই রাজনৈতিক হত্যা সম্পর্কে বিশ্বের সর্ব্বত্র হয়তো একই বিশ্বাস পাওয়া যাবে। অপরদিকে, আইদিত যদি নিহত না হয়ে থাকেন, তবে তিনি কোথায়?

চীনে তিনি আশ্রয় নেননি, এ কথা এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট। গত ৪ঠা জুন অশীতিপর বৃদ্ধা মহিলা সাংবাদিক ও লেখিকা আনা লুইস ষ্ট্রং এক নিবন্ধে বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন: ইন্দোনেশিয়ায় অর্দ্ধমিলিয়ন (পাঁচ লক্ষ) লোকের গণহত্যার সময় হয়তো আইদিতকে ইতিমধ্যেই হত্যা করা হয়েছে। চীনে বসবাসকারী এই আমেরিকান বৃদ্ধা মহিলা সাংবাদিকের বক্তব্য ও রচনার উপর সর্ব্বদাই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য সরকারী বক্তব্য নয়, সরকারী ঘোষণা বলেও গণ্য নয়। তবু লেখিকা আনার বক্তব্যের গুরুত্ব এতো বেশী যে, অনেকে তাঁর বক্তব্যকে সরকারী বক্তব্য বলে গণ্য করতে চান।

সেজন্যে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উক্ত বক্তব্য: গণহত্যার সময় হয়তো আইদিতকে ইতিমধ্যেই হত্যা করা হয়েছে—আইদিতের

হত্যা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা দিতে সমর্থ হচ্ছে। তাঁর এই উক্তির পর একথাই সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হচ্ছে যে, আইদিত নিহত। যদি আইদিত নিহত না হয়ে থাকেন, তবে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন—চীন দেশে আশ্রয় নেননি। একথা এখন স্পষ্ট।

চৌ এন লাই-এর চার দফা

চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই গত ১০ই এপ্রিল পিকিং-এ পাকিস্তানী ইংরেজী দৈনিক 'ডন' পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি এজাজ হোসেনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে যে চার দফা নীতি পেশ করেছেন, তা' এখন চীনের সংবাদপত্রসমূহ, রেডিও, এমনকি আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনেও বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে চীনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত এই বিবৃতি বর্ত্তমানে "চৌ এন লাই-এর চার দফা" নামে পরিচিত। গত দু' বছরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী চৌ'র আমেরিকা সম্পর্কে এটাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি। চীনের একজন প্রখ্যাত রাজনৈতিক ভাষ্যকার এই চার দফাকে ব্যাখ্যা করে নতুন নাম দিয়েছেন—'কখন এবং কি ভাবে চীন যুদ্ধে লিপ্ত হবে।'

এই চার দফাকে কেউ কেউ সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদ মুক্ত বিশ্বের পক্ষে যুদ্ধলিপ্সুদের মৃত্যুবাণ এবং শান্তি প্রস্তাব বলেও উল্লেখ করতে চাইছেন। বর্ত্তমানে চীন সরকারের এই নীতি নির্দ্ধারক চার দফা-বিবৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হচ্ছে : চীন

কখনো যুদ্ধ করতে চায় না—কিন্তু চীনের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে চার দফায় চৌ এন লাই স্পষ্ট করে বলেছেন যে, (ক) চীন কোন দিনই অগ্রণী হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবে না। চীন হাওয়াইতে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে নাই, বরং যুক্তরাষ্ট্রই চীনের প্রদেশ তাইওয়ান দখল করে রেখেছে। (খ) এশিয়া, আফ্রিকা বা অন্য কোথাও যদি কোন দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনায় সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে চীন সরকার ও জনগণ নিশ্চিতভাবে আক্রান্ত দেশের প্রতি সমর্থন জানাবে এবং তাদের সাহায্য করবে। যদি এই ন্যায্য সাহায্যের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের উপর আক্রমণ করে, তবে আমরা কোন প্রকার দ্বিধা না করে উক্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করব এবং শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করে যাব। (গ) চীন প্রস্তুত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র যদি চীনের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, এবং এক কোটি সৈন্যও প্রেরণ করে তবুও তারা নিশ্চিতভাবে চীনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। (ঘ) যদি একবার যুদ্ধ আরম্ভ হয় তবে তা আর সীমাবদ্ধ যুদ্ধ হবে না। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ আরম্ভ করতে পারবে, কিন্তু তার গতি নির্দ্ধারণের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের একার নয়। যুক্তরাষ্ট্র আকাশ দিয়ে আসলে ভূখণ্ডে আমরা আক্রমণ করতে পারবো না কেন? সেজন্যে বলছি—যুদ্ধ একবার আরম্ভ হলে এর কোন নির্দ্ধারিত সীমা থাকবে না।

কিন্তু চৌ-এর এই চার দফা নীতি নির্দ্ধারক বিবৃতির উত্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বরং যুদ্ধের ঝুঁকি কতোটা পর্য্যন্ত নেয়া সম্ভব, ওয়াশিংটনে

তা' চিন্তা করা হচ্ছে। কিন্তু "চীন আক্রান্ত হলে, সে যুদ্ধ কেবলমাত্র চীনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না"—এই উক্তি যুক্তরাষ্ট্রকে চিন্তিত করে তুলেছে।

তবে সে যুদ্ধ চীনের বাইরে আর কোথায় ছড়িয়ে পড়তে পারে? চীন ভূখণ্ডে কাকে আক্রমণ করবে? এ প্রশ্নের উত্তর সহজেই অনুমেয়—এশিয়ায় চীনের চতুর্দ্দিকে যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলোর কথা ভুলে গেলে চলবে না।

১০ হাজার মেগাটন আণবিক বোমা বর্ষণ করে চীনকে ঘায়েল করা যাবে কি? "লাইফ" পত্রিকার মতে এভাবে হয়তো চীনের অর্দ্ধেক নাগরিক হত্যা করা যাবে। কিন্তু মার্কিন বিজ্ঞানীদের মতে জাপান, কোরিয়া, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া, ফিলিপাইন এমনকি সোভিয়েটের কোন কোন এলাকাও চীনের উপর নিক্ষিপ্ত আণবিক বোমার তেজস্ক্রিয় ভস্ম দ্বারা ব্যাপকভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। এমনকি কারো কারো মতে এই তেজস্ক্রিয় ভস্ম বা মৃত্যুকণা যুক্তরাষ্ট্রকেও বিপদগ্রস্ত করে তুলবে।

(চীনের তৃতীয় আণবিক বিস্ফোরণের ভস্ম নাকি মেঘের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশেও দেখা গেছে)।

অপরদিকে ব্যাপক বোমা বর্ষণ করে চীনকে যারা পর্য্যুদস্ত ও বিচ্ছিন্ন করতে চান তাঁরা জানেন না যে, চীন ৭৫ হাজার স্থায়ী কম্যুনে বিভক্ত হয়ে স্বাধীন অর্থনীতির ভিত্তিতে বেঁচে থাকতে পারে। তাছাড়া অতীতে মুক্তি যুদ্ধের সময় তারা রেল, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, শহর ছাড়াও বাঁচতে পেরেছে। এসব দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, চীনকে আক্রমণ করে ক্ষতিগ্রস্ত

করা সম্ভব, সব দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কিন্তু জয় করা সম্ভব নয়।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চৌ এন লাই-এর যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে নীতি নির্দ্ধারক চার দফা বিশ্ব শান্তির সহায়ক। গত ১৫ই জুন জেনেভায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে চীনা প্রতিনিধি দলের নেতা লী-চু ওয়েন তাঁর বক্তৃতায়ও চৌ-এর চার দফা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই চার দফা বিশ্বের সমগ্র "মানব জাতির মুক্তির প্রতিশ্রুতি"।

এক প্রতিবিপ্লবীর মৃত্যুদণ্ড

প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট ও প্রতিবিপ্লবী কার্য্যে নিয়োজিত প্রাক্তন জমিদারপুত্র ইয়াং কো চীর-এর মৃত্যুদণ্ডাদেশ ১৩ই জুন সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকরী করা হয়েছে। চীনের সর্বোচ্চ গণ-আদালত (সুপ্রিম পিপল্‌স কোর্ট) চীর-কে হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগে ১৩ই জুন (১৯৬৬) মৃত্যুদণ্ড দেন।

গত ২৯শে এপ্রিল প্রতিবিপ্লবী ইয়াং কো চীর হত্যার উদ্দেশ্যে পিকিং-এর একটি দোকানে দু'জন বিদেশীকে ধারালো ছুরি দ্বারা আক্রমণ করে। আক্রমণের পর পালিয়ে যাবার সময় রাস্তায় জনগণ তাকে আটক করতে সমর্থ হয়।

মুক্তিলাভের পর চীনে বিদেশীদের উপর এই জাতীয় আক্রমণ হয়েছে বলে বিশেষ নজির নেই। কর্তৃপক্ষ বন্ধু রাষ্ট্রের অতিথিদের সম্পর্কে সর্ব্বপ্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন,

তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তবু প্রতিবিপ্লবীর ঘৃণ্য গোপন আক্রমণ দুঃখজনক হলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে রোধ করা সম্ভব নাও হতে পারে। গণ-আদালত চীর-এর চরম শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন এবং গুলী করে তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্য্যকরী করা হয়েছে।

রাজধানী পিকিং-এর সম্ভ্রান্ত বিপণি কেন্দ্র ওয়াং ফো চিং এই অঞ্চলে কেবলমাত্র বিদেশীদের জন্য একটি দোকান নির্দ্দিষ্ট রয়েছে—'মৈত্রী বিপণি'। ইয়াং কো চীর উক্ত দোকানে প্রবেশ করে মালীর সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ বাকারী ট্রাওরী এবং পিকিং-এ নিযুক্ত পূর্ব্ব জার্ম্মান দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারীর স্ত্রী মিসেস ম্যালোকে অকস্মাৎ আক্রমণ করে। আহত বিদেশীদ্বয় বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ।

সর্ব্বোচ্চ গণ-আদালত রায় দানকালে প্রায় ১৫ হাজার চীনা নাগরিক কোর্টে উপস্থিত ছিলেন। কোর্ট মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রদানের পর জনতা 'বিশ্ব জনগণের সংহতি জিন্দাবাদ' ইত্যাদি ধ্বনি দিতে থাকে। রায়ে বলা হয় যে, প্রতিবিপ্লবী ইয়াং কো চীর আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ সৃষ্টি ও আন্তর্জ্জাতিক হত্যা মামলার মাধ্যমে বিশ্বে চীনের সুনাম নষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিদেশী দূতাবাসের সদস্য ও চীনের বন্ধু রাষ্ট্রের অতিথিদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

চীর আদালতে তার দোষ স্বীকার করে বলেছে যে, সে বিদেশী হত্যা করে চীন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। মালীর সাংবাদিক মিঃ বাকারী ট্রাওরী এ্যাফ্রো-এশীয় সাংবাদিক সমিতির সেক্রেটারীয়েটের সভায় যোগদানের জন্য পিকিং

এসেছিলেন। আরোগ্যলাভের পর তিনি জেলে চীর-কে দেখতে যান এবং বলেন ঃ তোমার আক্রমণে যদি আমার মৃত্যুও হ'ত তবুও মঃলী ও চীনের বন্ধুত্ব বিনিষ্ট হ'ত না।

সর্ব্বোচ্চ গণ-আদালতের প্রেসিডেন্ট (প্রধান বিচারপতি) ইয়াং সিউ কেং কোর্ট সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি রায় প্রদানের পর বক্তৃতার সময় আক্রান্ত অতিথিদের নিকট এই দুঃখজনক ঘটনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জানান।

মৃত্যুদণ্ডাদেশের রায়ে বলা হয়ঃ ইয়াং কো চীর-এর পিতা মুক্তির পূর্ব্বে একজন অত্যাচারী কুখ্যাত জমিদার ছিল। তার পিতা ছ'জন বিপ্লবী কর্ম্মীকে হত্যা করায় মুক্তির পর গণ-আদালত তাকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। সরকার অত্যাচারী জমিদারের পুত্র চীর-এর লেখাপড়া ও কাজের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু সে প্রতিবিপ্লবী কার্য্যে লিপ্ত হয় এবং ১৯৬৫ সালের জুলাই থেকে অপর তিনজন সঙ্গী নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল কার্য্যকলাপে যোগদান করে। সরকার তাদের ষড়যন্ত্র ধরে ফেলে এবং চীর তার সমাজ-বিরোধী অপরাধ স্বীকার করে। সরকার তার বয়স (তখন ১৯ বছর) বিবেচনা করে সামান্য শাস্তি দেন। তবে আইনানুযায়ী তিন বছরের জন্য তার রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা হয়। কিন্তু তবু চীর চীনের সাথে অপর দেশের আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিদেশীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

সর্ব্বোচ্চ গণ-আদালতের প্রেসিডেন্ট ইয়াং সিউ কেং বলেন ঃ এই দুঃখজনক ঘটনা অবলম্বন করে কেউ চীনের সাথে অন্যান্য দেশের বন্ধুত্ব বিনষ্ট করতে সমর্থ হবে না।

সৈনিকের বেশে জেনারেল

লিউ ছান সিইং-কে একজন সাধারণ সৈনিক বলে মনে হবে। কিন্তু তিনি চীনা ১৯৬-ডিভিশনের পদাতিক বাহিনীর কমাণ্ডার—একজন সিনিয়ার জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত।

চীনে একজন জেনারেল ও সাধারণ একজন সৈনিকের মধ্যে আপাতঃদৃষ্টিতে তফাৎ কোথায়? আমাদের কাছে সেদিন এই প্রশ্নটা দেখা দিয়েছিল। আমরা কয়েকজন বিদেশী সেদিন পিকিং থেকে উক্ত ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার পরিদর্শন করতে গিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর পেতে চেষ্টা করেছিলাম। কর্তৃপক্ষ চীনা মুক্তি বাহিনীর উক্ত ডিভিশন পরিদর্শন করার জন্যে পিকিং-এ অবস্থানকারী কয়েকজন বিদেশীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

আমাদের সাথে হেড কোয়ার্টারে সর্ব্বপ্রথম যাঁর পরিচয় হল তিনিই (জেনারেল) লিউ ছান সিইং—একটি পূর্ণ পদাতিক ডিভিশনের সেনাপতি। প্রথম দর্শনে তাঁকে কোন একটি বাহিনীর সেনাপতি বলে মোটেই মনে হবে না। এমনকি একজন সাধারণ জুনিয়ার কমিশন-অফিসাররূপেও কেউ তাঁকে স্বীকার করতে চাইবেন না; পোশাকে এমন একটি ব্যাজও ছিল না, যা থেকে তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৬৪ সালের প্রথমদিকে চীন সরকার সেনা ও সেনাপতির কোন প্রকার দূরত্ব না রাখার উদ্দেশ্যে সমস্ত র‍্যাঙ্ক বা পদ উঠিয়ে দিয়েছেন। এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পর থেকে কোন সৈনিক ও জেনারেল বা অফিসারের মধ্যে তফাৎ পরিদৃষ্ট হয়

না। সাধারণ সৈনিক ও অফিসারের মধ্যে শ্রেণী সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ এই র‍্যাঙ্ক বিলোপ ব্যবস্থায় মোটেই থাকবে না, স্বাভাবিক-ভাবে এখানে এটা নীতির দিক থেকে স্বীকৃত হয়েছে।

ছাব্বিশ বছর সৈনিক জীবনে ছত্রিশটী গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাপতি লিউ সাধারণ সৈনিকের পোশাক পরেন। র‍্যাঙ্কসূচক কোন ব্যাজ বা 'ষ্টার' তাঁর স্কন্ধে বা কলারে শোভা পায় না। বক্ষদেশে কোন 'রিবন' স্থান পায়নি, টুপিতে কেবল রক্তবর্ণ তারকা। আজ চীনের সমস্ত শ্রেণীর সেনাপতিই সাধারণ সৈনিকদের মতো কেবলমাত্র কলারের উপর লাল ফিতে ব্যবহার করেন।

সেনাপতি লিউর এই পদাতিক ডিভিশনটি ১৯৩৭ সালে উত্তর চীনের দ্বিতীয় সামরিক এলাকায় একটি ক্ষুদ্র গেরিলা দল ছিল। এই গেরিলা বাহিনীতে যুবক লিউ ষোল বছর বয়সে যোগদান করেন। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় ১৯৪৫ সালে গেরিলাদের এই বাহিনী রেজিমেণ্টে পরিণত হয়। সে সময় হোপে ও সানসী এ দু'টি প্রদেশেই এ রেজিমেণ্ট যুদ্ধ করেছে। পরবর্ত্তী বছর এই রেজিমেণ্ট থেকে বর্ত্তমান ডিভিশন গঠন করার পর এই ডিভিশন বহুবার চিয়াং কাইশেকের ক্যুমিংটাং বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। গণবাহিনী কর্ত্তৃক পিকিং ও থ্যাংচেন দখলের সময় এই ডিভিশনের অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধে ১৯৬নং ডিভিশনটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পরবর্ত্তীকালে জেনারেল লিউ কর্ণেল পদে উন্নীত হন।

সেনাপতি লিউ বলেন: গেরিলা বাহিনীর যুদ্ধ থেকে কোরিয়ার যুদ্ধ পর্য্যন্ত বিভিন্ন যুদ্ধে আমরা ৩৮ হাজার শত্রু সৈন্য ধ্বংস করেছি। অপরদিকে এ পর্য্যন্ত ৮ হাজার ৮ শত বন্দুক ও দু'শ কামান শত্রুপক্ষ থেকে আমরা ছিনিয়ে নিয়েছি।

তিনি কেবল সাধারণ সৈনিকদের মতো পোশাক পরেন, তা নয়—বছরে প্রায় তিন মাস সেনাপতি লিউ সাধারণ সৈন্যদের সাথে বাস ও খাদ্য গ্রহণ করেন। এ তিন মাস তাঁকে সাধারণ সৈনিকদের সাথে শারীরিক পরিশ্রমের কাজে অংশ নিতে হয়। সমস্ত শ্রেণীর অফিসারই এভাবে নিজেদের নিম্নশ্রেণীভুক্ত সৈনিকদের জীবনের সাথে যুক্ত রাখেন। বর্ত্তমান চীনে এভাবে সেনাপতি ও সৈনিকদের মধ্যে দূরত্ব দূর করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে দু'য়ের মধ্যে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে আরো।

তবে সেনাপতি লিউ ছান সিউং-এর কাজের সুবিধার্থ একটা মোটরকার রয়েছে—যা নিম্নপদে নিযুক্ত সৈনিকদের নেই এবং থাকার কথাও নয়। কিন্তু তাঁর গাড়িতে ফ্ল্যাগ ব্যবহারের নির্দ্দেশ নেই।

বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামের প্রতি চীন সরকার ও চীনা জনসাধারণের পক্ষ থেকে পুনরায় দৃঢ় সমর্থন জানান হয়েছে। গত ৮ই আগষ্ট গ্রেট হলে দশটি প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে অনুষ্ঠিত র‍্যালীতে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই, সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী চেন ই,

শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কো-মো-জো, জাতীয় কংগ্রেসের স্থানীয় কমিটির সহ-সভাপতিগণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবর্গ এবং শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, অফিস কর্ম্মচারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দশ সহস্রাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন।

আমেরিকার নিগ্রো নেতা মিঃ রবার্ট উইলিয়ম্স সপত্নীক সভায় উপস্থিত হন এবং আমেরিকার নিগ্রোদের উপর অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। তিনি সভায় বিপুল অভিনন্দন লাভ করেন। আমেরিকান লেখক-সাংবাদিক মিঃ সিড্নী রিটেনবার্গও তাঁর বক্তৃতায় যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণ বৈষম্য নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমেরিকান নিগ্রোদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে চেয়ারম্যান মাও সে তুং কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিবৃতির তৃতীয় বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে উক্ত র‍্যালী আহ্বান করা হয়েছিল। চেয়ারম্যান মাও ১৯৬৩ সালের ৮ই আগষ্ট বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী আমেরিকান নিগ্রোদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে প্রথম বিবৃতি দেন। তিন বছর পূর্ব্বে এই বিবৃতি প্রদানের পর থেকে সমগ্র আফ্রিকা ও আমেরিকার সর্বত্র নিগ্রোদের ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আমেরিকার নিগ্রো প্রতিষ্ঠানসমূহের ঐক্যবদ্ধভাবে ওয়াশিংটনে "ফ্রিডম মার্চ্চ" বিক্ষোভ পরিচালনার পরিকল্পনা ঘোষণার পর চেয়ারম্যান মাও উক্ত বিবৃতি দেন। ১৯৬৩ সালের ২৮শে আগষ্ট (বিবৃতির বিশ দিন পর) আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশ থেকে

আগত আড়াই লক্ষ কৃষ্ণ ও শ্বেত নাগরিক রাজধানী ওয়াশিংটনে "ফ্রিডম্ মার্চ্চ" আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমেরিকান নিগ্রোদের প্রতিরোধ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে অতিরিক্ত হবে না। তাঁদের প্রকাশ্য সংগ্রাম আরম্ভ হয় প্রায় দশ বছর পূর্ব্বে।

১৯৫৭ সালে লিটল্ রকের স্কুল সমূহে নিগ্রো ছেলেমেয়েদের 'ভর্ত্তি নিষেধের' বিরুদ্ধে নিগ্রো জনসাধারণ সংগ্রাম শুরু করেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সৈন্য নিয়োগ করেন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে। ১৯৬০ সালে আমেরিকার বিশটি ষ্টেটে নিগ্রোগণ রেস্তোরা, দোকান ও অন্যান্য সাধারণের প্রবেশ এলাকায় "সিট ইন" অভিযানের মাধ্যমে বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন। নিগ্রোগণ ১৯৬১ সালে "ফ্রিডম রাইড" অভিযান শুরু করেন—এই অভিযান ছিল সমস্ত যানবাহনে শ্বেতাঙ্গদের সাথে গাড়িতে চড়ার অধিকারের জন্যে। মিসিসিপির নিগ্রোগণ ১৯৬২ সালে কলেজে পড়াশোনার সমান অধিকারের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করলে কর্ত্তৃপক্ষ রক্তপাতের মাধ্যমে সংগ্রামী নিগ্রোদের স্তব্ধ করতে চেষ্টা করেন। আলাবামায় নিগ্রোগণ ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সার্ব্বিক আন্দোলন শুরু করার সাথে সাথে কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাপক হারে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের গ্রেফতার করেন। নিগ্রো নেতা ইভারস্ (মিসিসিপি ষ্টেট) নিহত হন। এতো অত্যাচার ও অধিকার হরণের মধ্যেও আমেরিকার নিগ্রোগণ সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন।

উল্লেখ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ মিলিয়ন বা দু' কোটি নিগ্রো অধিবাসী রয়েছেন। (উত্তর ভিয়েৎনামের জনসংখ্যা সতের মিলিয়ন)। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা এগারো ভাগ নিগ্রো।

চেয়ারম্যান মাও তিন বছর পূর্ব্বে প্রদত্ত উক্ত বিবৃতিতে বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের মুষ্টিমেয় শ্বেত শাসক ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে তাদের সমর্থক অল্প সংখ্যক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বিশ্বের জনসংখ্যার মাত্র দশভাগ। বিশ্বের তিন শ' কোটি মানুষের বাকি নব্বই ভাগ প্রগতিশীল জনগণের সমর্থনে আমেরিকার সংগ্রামী নিগ্রোগণ শেষ পর্য্যন্ত জয়যুক্ত হবেনই।

যুক্তরাষ্ট্রের চীনে প্রবাসী নিগ্রো নেতা মিঃ রবার্ট, এফ, উইলিয়াম্‌স র‍্যালীতে বলেন: যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমানে ফ্যাসিষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠিত, বিশ্বে ইতিপূর্ব্বে এই জাতীয় অত্যাচারী সমাজ দেখা যায়নি। এই দেশ সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করছে। কিন্তু বর্ব্বর অত্যাচার আর অধিকার হরণের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম ব্যর্থ হতে পারে না, রক্তের বিনিময়ে আমরা অধিকার প্রতিষ্ঠা করব। মিঃ উইলিয়াম্‌স কিউবায় এক সময় রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছিলেন।

চীনা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ও গণ কংগ্রেসের সহ চেয়ারম্যান কো-মো-জো চীনের জনগণ ও সরকারের পক্ষ থেকে আমেরিকান নিগ্রোদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন: চীনা জনগণ আমেরিকান নিগ্রোদের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং তারা সর্ব্বদাই সংগ্রামী নিগ্রোদের সাহায্য ও সমর্থন করবে।

এ্যাফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন

পিকিং-এ গত সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এ্যাফ্রো-এশীয় জরুরী লেখক সম্মেলন। সম্ভবতঃ অতীতে পিকিং-এ অনুষ্ঠিত কোন আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন সাধারণ নাগরিকের মনে এতো বেশী আলোড়ন ও উৎসাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। বিশেষ উদ্দীপনার মধ্যে গত ২৭ শে জুন স্থানীয় চিং-সি হোটেলে (পশ্চিম উপকণ্ঠ হোটেল) এই লেখক সম্মেলন শুরু হয়েছে। দশদিনব্যাপী এই সম্মেলনের উদ্বোধনী দিবসে চীনের আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি কো-মো-জো সভাপতিত্ব করেন।

গত এক মাস যাবৎ চীনের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই সম্মেলন সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বসহকারে প্রচার করা হয়েছে। বেতার ও টেলিভিশনও এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে তথ্য ও সংবাদ প্রচার করে। দু'টি প্রধান কারণে এই সম্মেলনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিশ্বব্যাপী আন্দোলন এবং বিশেষ করে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার লেখকদের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

উদ্বোধনী দিবসে সম্মেলনে এশিয়া ও আফ্রিকার ৪৭টি দেশ ও অঞ্চল থেকে ১৫২ জন লেখক প্রতিনিধি এবং পরবর্ত্তীকালে সম্মেলনের চতুর্থ দিবসে ৩০শে জুন পাকিস্তান ও আরো

৪টি দেশের প্রতিনিধি যোগদান করেন। সম্মেলনে মোট ৫২টি দেশের লেখক প্রতিনিধি যোগদান করায় সম্মেলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। চীন কবি কো-মো-জো'র নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট সর্ব্ববৃহৎ প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছে। আমেরিকার লেখিকা ও সাংবাদিকা আনা লুইস ষ্ট্রং, নিউজিল্যাণ্ডের কবি ও চীনের প্রাচীন কবি তু-ফু'র কবিতার অনুবাদক রিউই এ্যালে, জাপানের শান্তিবাদী নেতা ইওশিও নারিতা, তুরস্কের বিখ্যাত শিল্পী মোহাম্মদ নিজাদ, প্যালেষ্টাইনের লেখক আবদুল করিম কারমী, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম মুক্তিফ্রন্টের লেখক প্রতিনিধি ট্রান-দিন-ভ্যান, ইন্দোনেশিয়ার সাংবাদিক ও কূটনীতিক জয়োতো ও সিয়েরা লিয়োনের লেখিকা মিসেস ন্যান্সী গ্রাণ্টের নাম সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সম্মেলনের চতুর্থ দিবসে ৩০শে জুন সভাকক্ষে উত্তর ভিয়েৎ-নামের রাজধানী হ্যানয় ও দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শহর হাইফং-এর উপর মার্কিন বিমানের আক্রমণ সংবাদ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। কো-মো-জো'র নেতৃত্বে এই আক্রমণের কঠোর নিন্দা করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার উদ্দেশ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং সমগ্র বিশ্বের জনগণের কাছে একটি আবেদন গৃহীত হয়।

সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করছেন জনাব শওকত সিদ্দিকী।

এশিয়া ও আফ্রিকার লেখকদের এটাই বৃহত্তম সম্মেলন। ইতিপূর্ব্বে এ দু'টি মহাদেশের লেখকগণ একটি সাধারণ নীতি ও কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে সম্মিলিত হননি। বর্ত্তমান সম্মেলনের মূল

উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের নীতিই পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক অঞ্চলের লেখকদের এখানে জমায়েত করেছে।

সম্মেলনের প্রথম দিন চীনের সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী চেন ই-র ভাষণ ও দ্বিতীয় দিবসে দক্ষিণ ভিয়েৎ-নাম মুক্তিফ্রন্টের প্রতিনিধি ট্রান-দিন-ভ্যানের বক্তৃতা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। চেন ই তাঁর ভাষণে "সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্তর্জ্জাতিক সংগ্রামে" বিশ্বের সমস্ত নির্য্যাতিত দেশকে পুনরায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। "সাহিত্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর মনোপলির সমাপ্তি ঘটছে।" তিনি বলেন।

জমিদারের সেরেস্তা

চীনের ভাস্কর্য্য শিল্পের রূপ সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে। বুদ্ধ ও দেব-দেবীর মূর্ত্তি তৈরীর যুগটা অবশ্য পঞ্চাশ সালেই শেষ হয়েছে। মুক্তির পূর্ব্বে এ দেশে কৃষক-শ্রমিক সাধারণ মানুষের জীবনভিত্তিক ভাস্কর্য্য সৃষ্টির নিদর্শন বিরল। সে সময় যারা এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁরাই ছিলেন সাধারণ মানুষের শোষক। মুক্তির পরবর্ত্তীকালে ভাস্কর্য্যের রূপ পরিবর্ত্তন অনেকটা সম্ভব হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তা সাধারণ মানুষকে কতোটা আর গ্রহণ করেছিল? দীর্ঘ এক যুগ পর্য্যন্ত দেব-দেবী ও 'সুন্দরী ভেনাসদের' কৃষক-শ্রমিকের পোশাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত মানুষ তাদের হাতে তৈরী হয়েছে ক'জন?

বর্ত্তমানে এ দেশে সে প্রাচীনত্বের মোহ বিলুপ্ত। যারা এদেশের মানুষ, যাদের দুঃখ-কষ্ট সংগ্রামের কাহিনীতে এদেশের ইতিহাস রচিত তাদের জীবনগাথাই সমাজতান্ত্রিক চীনের ভাস্কর্য্য শিল্পের প্রধান ও একমাত্র উপাদান বা বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রধানতঃ তরুণ ভাস্করগণই এই সমাজতান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিতে শিল্প তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। বর্ত্তমানে সমগ্র চীনে বার জন তরুণ শিল্পীর একটি বিশেষ ভাস্কর্য্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

গত বছর জুন থেকে অকটোবর মাস পর্য্যন্ত পাঁচ মাস উক্ত বারজন ভাস্কর সিচোয়ান প্রদেশের জনৈক জমিদারের নির্ম্মম অত্যাচারের কাহিনী অবলম্বনে মাটির একশ' চৌদ্দটি প্রমাণ সাইজ ফিগারসহ একটি ভাস্কর্য্য শিল্পের সেট তৈরী করেছেন। "খাজনা আদায়ের সেরেস্তা" নাম দেয়া হয়েছে এই ভাস্কর্য্যের। সমালোচকগণ সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে উক্ত ভাস্কর্য্যকে চীনের "প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভাস্কর্য্য" বলে মত প্রকাশ করেছেন। এখন পিকিং-এ উক্ত ভাস্কর্য্যের যথাযথ নকল প্রদর্শিত হচ্ছে। মূল ভাস্কর্য্যটি সিচোয়ান প্রদেশেই রয়েছে।

সিচোয়ান প্রদেশের অন্যতম প্রধান অত্যাচারী জমিদার লিউ ওয়েন সাই। তিনি ছিলেন জমিদার, যুদ্ধবাজ, শাসক ও ধর্ম্মের নামে সামাজিক শোষণের একজন নেতা। এক সময় জমিদার লিউর মাত্র দু' একর জমি ছিল। বলপূর্ব্বক জমি দখল ও শোষণের মাধ্যমে তিনি আটশ' একর জমি ও ২৮টি গ্রামের অধিপতি হন। তিনি যে বাড়ীতে বাস করতেন তাতে কক্ষ ছিল পাঁচশ'টি। তাঁর পরিবারের জনসংখ্যা মাত্র ছয়। তাঁর

মেয়ের একদিনের ব্যয় দিয়ে একটি সাধারণ পরিবার এক বছর খেয়ে বেঁচে থাকতে পারত। জমিদার লিউ এক অস্বাভাবিক ও বর্ব্বর চরিত্রের মানুষ ছিলেন। প্রতিদিন মানুষের দুধ পান করতেন তিনি। তার এই অস্বাভাবিক পিপাসা নিবারণের জন্যে কর্ম্মচারিগণ বিভিন্ন গ্রাম থেকে যুবতী মাতাদের বলপূর্ব্বক জমিদার বাড়িতে ধরে নিয়ে আসত। জমিদার প্রতি বছর কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা বাবদ দু' হাজার আটশ' টন খাদ্যশস্য আদায় করতেন।

বহু ক্ষেত্রেই খাজনা পরিশোধ করতে অক্ষম স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে, মার কোল থেকে শিশুকে জমিদারের কর্ম্মচারীরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, নিঃস্ব প্রজাদের অত্যাচার করার উদ্দেশ্যে একটি পানির কারাগার তৈরী করা হয়েছিল। খাজনা দিতে অক্ষম কৃষকদের একটি খাঁচার মধ্যে পুরে পানির মধ্যে ডুবিয়ে দেয়া হত। যে ওজনে কৃষকদের ধান ধার দেয়া হ'ত তার থেকে বেশী ওজনে সুদসহ ধান ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। জমিদার লিউর খাজনা আদায়ের সুবৃহৎ সেরেস্তায় কৃষক ও গ্রামবাসীদের নির্দ্দয়ভাবে অত্যাচার করা হ'ত। কপর্দ্দকহীন ও অত্যাচারে জর্জ্জরিত কৃষক সাধারণ শেষ পর্য্যন্ত অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মুক্তির পর জমিদার লিউর উচ্ছেদ সম্ভব হয়েছে। আজ প্রত্যহ দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার কৃষক-শ্রমিক খাজনা আদায়ের সেরেস্তায় আসে অতীতের মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী বিধৃত ভাস্কর্য্য দেখার উদ্দেশ্যে। তরুণ শিল্পিগণ উক্ত সেরেস্তাতেই কৃষকদের অতীত কাহিনীর ভাস্কর্য্য স্থাপন করেছেন।

মেয়ের একদিনের ব্যয় দিয়ে একটি সাধারণ পরিবার এক বছর খেয়ে বেঁচে থাকতে পারত। জমিদার লিউ এক অস্বাভাবিক ও বর্ব্বর চরিত্রের মানুষ ছিলেন। প্রতিদিন মানুষের দুধ পান করতেন তিনি। তার এই অস্বাভাবিক পিপাসা নিবারণের জন্যে কর্ম্মচারিগণ বিভিন্ন গ্রাম থেকে যুবতী মাতাদের বলপূর্ব্বক জমিদার বাড়িতে ধরে নিয়ে আসত। জমিদার প্রতি বছর কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা বাবদ দু' হাজার আটশ' টন খাদ্যশস্য আদায় করতেন।

বহু ক্ষেত্রেই খাজনা পরিশোধ করতে অক্ষম স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে, মার কোল থেকে শিশুকে জমিদারের কর্ম্মচারীরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, নিঃস্ব প্রজাদের অত্যাচার করার উদ্দেশ্যে একটি পানির কারাগার তৈরী করা হয়েছিল। খাজনা দিতে অক্ষম কৃষকদের একটি খাঁচার মধ্যে পুরে পানির মধ্যে ডুবিয়ে দেয়া হত। যে ওজনে কৃষকদের ধান ধার দেয়া হ'ত তার থেকে বেশী ওজনে সুদসহ ধান ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। জমিদার লিউর খাজনা আদায়ের সুবৃহৎ সেরেস্তায় কৃষক ও গ্রামবাসীদের নির্দ্দয়ভাবে অত্যাচার করা হ'ত। কপর্দ্দকহীন ও অত্যাচারে জর্জ্জরিত কৃষক সাধারণ শেষ পর্য্যন্ত অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মুক্তির পর জমিদার লিউর উচ্ছেদ সম্ভব হয়েছে। আজ প্রত্যহ দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার কৃষক-শ্রমিক খাজনা আদায়ের সেরেস্তায় আসে অতীতের মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী বিধৃত ভাস্কর্য্য দেখার উদ্দেশ্যে। তরুণ শিল্পিগণ উক্ত সেরেস্তাতেই কৃষকদের অতীত কাহিনীর ভাস্কর্য্য স্থাপন করেছেন।

ভাস্কর্য্য শিল্পিগণ প্রথমে দীর্ঘদিন ব্যাপী স্থানীয় কৃষকদের সাথে থেকেছেন এবং এক হাজার কৃষকের কাছ থেকে উক্ত জমিদারের অত্যাচার ও শোষণ সম্পর্কিত সত্যি ঘটনা সংগ্রহ করেছেন।

শিয়াও শিয়ান তোয়ে

চীন সফরে এলে কোন বিদেশীরই চোখ এড়ানো সম্ভব নয় লাল স্কার্ফ পরা শিশু কিশোরের দল। শহরে, গ্রামে, বন্দরে সর্ব্বত্রই এই লাল স্কার্ফ পরা কিশোর কিশোরীদের দলবদ্ধভাবে কোন না কোন কাজে লিপ্ত দেখা যাবে। এই স্বাস্থ্যবান আনন্দমুখর ও দেশপ্রেমিক ক্ষুদে নাগরিকদের বলা হয় শিয়াও শিয়ান তোয়ে। অর্থাৎ ইয়ং পাইওনীয়ার। শিশু কিশোরদের এই অগ্রণী সংস্থা বর্ত্তমানে সমগ্র চীন দেশে ব্যাপক বিস্তারলাভ করেছে।

চীনের জনসংখ্যার সাতভাগের একভাগ এদেশে ইয়ং পাইওনীয়ারের সংখ্যা। অর্থাৎ এক'শ মিলিয়ন—দশ কোটি। এক্ষেত্রে চীনের সাত শ' মিলিয়ন নাগরিকের কথা স্মরণ করলে পাইওনীয়ারদের উক্ত সংখ্যা খুব বেশী বলে মনে হবে না। অন্যভাবে হিসেব করলে দেখা যাবে, চীনের ইয়ং পাইওনীয়ারের সংখ্যা পাকিস্তানের সমগ্র জনসংখ্যার সমান। আর একটি উল্লেখ্য বিষয় এই, ইয়ং পাইওনীয়ার সংস্থায় কেবলমাত্র সাত থেকে পনের বছর বয়স্ক শিশু কিশোরদেরই সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়। এখানো চীনের সমস্ত শিশু কিশোর (সাত থেকে পনের) উক্ত লাল-স্কার্ফ পাইওনীয়ার দলের সদস্যভুক্ত হয়নি। তবে ইয়ং পাইওনীয়ারের

সংখ্যা বৃদ্ধির অভিযান চলছে—কেবলমাত্র গত এক বছরেই সারা চীনে পঞ্চাশ মিলিয়ন (পাঁচ কোটি) শিশু কিশোর উক্ত শিয়াও শিয়ান তোয়ের সদস্য হয়েছে।

শৃঙ্খলা, ঐক্য, দেশপ্রেম ও জনগণের কল্যাণ সাধন সম্পর্কে এই ইয়ং পাইওনীয়ারদের প্রধানতঃ শিক্ষা দেয়া হয়। স্কুলের সময়ের বাইরে এই লাল-স্কার্ফ পরা কিশোর-কিশোরীরা দলবদ্ধ হয়ে রাস্তার পাশে বা পার্কে চারাগাছ রোপণ করে, কখনো বা পার্ক বা স্কুল-অফিস-কারখানার অঙ্গন পরিষ্কার করে। অন্য সময়ে তারা চীনা মুক্তি বাহিনীর বীর, যেমন, লেই ফং, ওয়াং চে—এদের জীবন-কাহিনী পাঠ করে। কর্তৃপক্ষ এদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন—আগামী দিনের নাগরিকদের সুস্থ, সবল, সৎ ও দেশপ্রেমিকরূপে গড়ে তোলাই এই সংস্থার পরিচালকদের প্রধান উদ্দেশ্য। বৈদেশিক ও প্রতিক্রিয়াশীল কোন ভাবধারাই তাদের বিনষ্ট করতে যেন না পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। ইয়ং পাইওনীয়ারদের বাস্তব জীবন সম্পর্কে জ্ঞানদান করার উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর স্কুল গড়ে উঠেছে—আধা-ক্লাশ আধা-ফার্ম্ম-স্কুল। ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ ইয়ং পাইওনীয়ার ক্ষুদে 'মিলিসিয়া' ট্রেনিং গ্রহণ করেছে

রাজধানী পিকিং-এ বর্ত্তমানে এক মিলিয়নের উপরে ইয়ং পাইওনীয়ার বা ক্ষুদে দেশপ্রেমিক রয়েছে। (ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের মোট জনসংখ্যার সমান পিকিং শহরের ইয়ং পাইওনীয়ারের সংখ্যা)।